বিজ্ঞাপন।

হে পাঠক মহাশয়গণ! শিক্ষকগণ শ্রেণীতে গণিত দিয়া অবশেষে সফল ও বিফল বালকদিগকে পরস্পর পৃথক করণাশয় সফলদিগকে দণ্ডায়মান হইতে অনুমতি দিলে, যেমন বিফলদিগের মধ্যে দুই একজন তাহাদিগের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া থাকে, এবং যদি কোন বালক তাহাদিগের ভান প্রকাশ করে, তবেই তাহারা নিরাশ, নতুবা অভিলাষ পূর্ণ করে; আমিও তদনুযায়ী সফল কি বিফল তাহা আপনারাই জানেন, নিরাশ কি কৃতকার্য্য পরে বুঝিব, এক্ষণে ত গ্রন্থকারগণের সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছি। এই পুস্তক, পুস্তক বিশেষের অনুবাদ অথবা ভাব-বিশিষ্ট নহে, ইহা স্বকপোল কল্পিত গল্প বিশেষ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যদিও এক্ষণকার অনেকে গল্প সম্বন্ধীয় নাটক শ্রবণে বিশেষ অভিলাষী নহেন, তথাপি, আমার লেখনী ধারনের এই প্রথম সময়, অতএব গল্প অবলম্বন না করিয়া লিখিতে সাহস হইল না। লেখক এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে ইহা আপনাদিগের চরণারবিন্দে প্রদান করিল, যদি ইহা আপনাদিগের অবকাশ সময়ে এক একবার হস্তস্থিত হইতে পারে তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিবে।

উপসংহার কালে আমি আমার অভিন্নহৃদয় কতিপয় বন্ধুকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী ও মধুসূদন রুদ্র মহাশয়গণের অপার অনুগ্রহেই আমি ইহার মুদ্রাঙ্কণে সমর্থ হইলাম এবং প্রথমোক্ত মহাশয় ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমাকে অনুমতি দেওয়াতেই আমি এ ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।

পুনশ্চ, সংস্কৃত বাক্যমালা প্রাপ্ত্যার্থে আমি সংস্কৃতজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়কে অগণন ধন্যবাদ দিতেছি।

উত্তরপাড়া
২৭ শে কার্ত্তিক।

শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বিজয়রাজ-পুত্র মনোহর	...	বিদরের রাজা।
সুমতি	...	মন্ত্রী।
ধনঞ্জয় (মহানন্দ) ...	..	মনোহরের পিতৃব্য।
সুবেশা	...	মনোহরের জননী।
পরিচারিকা	...	
এলগন্দেল পতি ..	..	
সুরেশ	..	এলগন্দেল পতির পুত্র।
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়,	...	তিনজন লোক।
ভদ্র ও ভট্ট ...	..	
নীলগদর পতি ...	..	
সুদর্শন	...	চিন্নুরের রাজা।
ধরণীধর মন্ত্রি ..	...	
জ্ঞানেন্দ্র	..	সুদর্শনের পুত্র।
মোহিন ও যোগিন ...	...	সহচর।
মনমোহিনী	...	রাজকন্যা।
তমালিকা ও বিনোদিনী	..	সহচরী।
সুলোচনা	..	রাজ মহিষী।

দ্বারবান, ঘটক, ভৃত্য।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
কৌইতে	ৼইতে	১৯	২
*	দোষ	২০	৪
তোমায়	তোমার	২১	১০
হওয়ায়	হওয়ার	২২	১১
দিইয়েই	বিইয়েই	ঐ	১২
কর	করি	২৪	৩
অন্ধেরি	অন্ধের	ঐ	৬
শ্রবণাপায়	শ্রবণোপায়	ঐ	৭
জানিবে	জানিনে	ঐ	১৩
বার্ত্তা	বাত্যা	২৪	২১
ম	মা	২৬	৩
পথে	যান	২৮	১০
মেঘাস্প র্শী	মেঘস্পর্শী	২৯	১৬
খোলা	*	৩২	২২
জমকালো	জম কালো	৩৫	১১
কুলোন্না	খেতেও কুলোন্না	ঐ	১২

বিপদই সম্পদের মূল

নাটক।
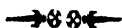
বিদরের রাজ-সভা।

একজন কর্ম্মচারী ও সুরেশ।

কর্ম্ম। মহাশয়! আপনাকে এসব কথা কে বল্লে?

সুরেশ। এ সব কথা কি আর গোপনে থাকে; রাজার রাজ্য শাসন ভাল কি মন্দ তাহা তাঁহার প্রজাদের হতেই জানা যায়; তাহার সাক্ষ্য পূর্ব্বেত বলেছি, ইনি প্রজাদের আপনার সন্তানের মত পালন করেন বলে, প্রজারাও এঁর গুণ গানে ক্ষান্ত থাক্‌তে পারে না। তারা যেখানে যায় সেই খানের কাহারও ন্যায় কি অন্যায় দেখ্‌লে অমনি আপনাদের রাজার সহিত তুলনা করিতে থাকে, সেই তুলনাতেই ভাল মন্দ টের পাওয়া যায়; আমিও এই রকম কোন তুলনা শুনে এই সব টের পেয়েছি।

কর্ম্ম। আচ্ছা তা যেন জান্‌লেন, আপনি যে বল্লেন এঁর

সুরেশ। কেন আপনি কি তখন ছিলেন না? ইঁনি যখন রাজা হন্ আমি আমার ঠাকুরের সঙ্গে এখানে আর একবার এসেছিলুম।

কর্ম্ম। এ হতে পারে যেহেতু আমি তখন ছিলুম না। আমি এই সম্প্রতি বাহাল হয়েছি, ইঁনি রাজা হয়ে নিজের অবকাশ না থাকার্ত্তে বাপের কীর্ত্তিগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্যে আমাকে রাখেন; আমি সেই অবধি এখানে আছি। আচ্ছা আপনি যদি এসেছিলেন বলুন দেখি তখন এঁর ঠাকুর ছিলেন কি না।

সুরেশ। তখন ছিলেন, তিনিত, ইনি রাজা হবার কিছু দিন পরে লোকান্তর পেয়েছেন। আহা! তিনি একজন যেমন সকল রকমে প্রধান রাজা ছিলেন ইনিও তেমনি হয়েছেন, দুঃখের বিষয় তিনি স্বচক্ষে দেখে যেতে পেলেন না।

কর্ম্ম। সেই দুঃখ বড় দুঃখ তিনি আজ থাকলে যত আমোদ—

(নেপথ্যে)

রাগিণী দেশমল্লার। তাল ধামাল।

এস হে নরেশ এবে হয়েছে সময়;
সিংহাসনে আসি পর বিচার বলয়।
শুন হে বিদ্যার নিধি, বিভূ প্রতিনিধি
কর যাহা বিধি, হয়ে কৃপাময়।
মন্ত্রিরে বামেতে নাথ করিয়ে স্থাপন

কর্ম্ম। এই যে স্তুতি পাঠ হলো রাজা এলেন বলে।

সুরেশ। (নেপথ্যে দৃষ্টি) এই যে রাজা মন্ত্রী উভয়েই আস্‌চেন।

রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

(পরস্পর)

মনো। (সবিস্ময়ে) বাস্তবিক? এ কথা কাহার মুখে শ্রবণ করিলে?

সুম। আমি কি আপনার নিকট এসব বিষয় লইয়া রহস্য করিতে পারি? আমি গতকল্য কতকগুলি ভদ্র লোকের মুখে শ্রবণ করিলাম। আর ইহা যে অসম্ভব এমন নহে, তবে আপনার বিস্ময়ের কারণ কি?

মনো। না বিস্ময় আর কি, তবে কি না অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার অস্ত্র ধরিতে হইল। শুনেছি তাহার এক পুত্র আছে কিন্তু সে এখনও রণক্ষেত্রের উপযুক্ত হয় নাই। ফলে দেখিতেছি তাহাকে এইবার বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবেক।

সুম। মহাশয় তাহা হইলেই ত প্রতুল; বৃদ্ধ বয়সে শত্রু পীড়ন সহ্য করিতে হইলে কি তিনি আর জীবিত থাকিবেন!

সুরেশ। (স্বগত) এই যে উভয়েই আগত, দেখিতেছি এই সময় না বলিলে আর শীঘ্র অবসর পাওয়া যাইবে না; যাই আর বিলম্ব করিব না (রাজ সম্মুখে নমস্কার ও দণ্ডায়-মান)।

মনো। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি! ইনিই না তাঁহার পুত্র?

ইঁহাকে এক বার দেখিয়াছি বোধ হইতেছে, যাহা হউক তুমি সবিস্তার জিজ্ঞাসা কর।

সুম। যে আজ্ঞা। (সুরেশের প্রতি) মহাশয় ! আপনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন এবং অভিপ্রায়ই বা কি, ব্যক্ত করিয়া বাধিত করুন্।

সুরেশ। নীলগদর পতি, আমার পিতা এলগন্দেল পতিকে আক্রমণ করায় বৃদ্ধরাজ দুর্গস্থ অল্প সংখ্যক সৈন্য বলে বলীয়ান্ হইয়া আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইতে অপারক বোধে আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনায় আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সুমতি। (রাজার প্রতি) কেমন ! এক্ষণে আপনার সংশয় দূর হইয়াছে ত ?

মনো। সংশয় আর কি ? ঘন ঘন মেঘ জাল দেখিয়া ঝটিকা অথবা বৃষ্টি হওনের প্রতি কাহার সংশয় জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যতক্ষণ আমার সংশয় ছিল ততক্ষণ বরং সুস্থ ছিলাম, এক্ষণে সংশয় দূর হওয়াতে অপার চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলাম। এলগন্দেলপতি পিতার নিতান্ত সুহৃদ ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন এবং পিতার বিপদ কালে প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে বিপদ মুক্ত করিতেন, এক্ষণে সেই পিতার পুত্র হইয়া আমি কিরূপে চির হিতৈষীর বিপদ কালে নয়ন মুদিত করিয়া থাকিব ? আবার আমি অল্প দিন মাত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছি ; প্রজাগণ আপাততঃ আমার শাসনে সন্তোষ প্রকাশ করে বটে কিন্তু ইহাদিগের মনোগত ভাব অবগত নহি, কি জানি যদি স্ব স্ব প্রধান হইল এই অভিপ্রায়ে আমার সসৈন্য অনুপস্থিতিতে রাজ্য মধ্যে কোন গোলযোগ করে। তাহা

হইলে তুমি আর কি করিবে বল; অবশিষ্ট সৈন্য সহায়ে তুমি কি আর তাহাদিগের বিতণ্ডা দূর করিতে পারিবে? লাভের মধ্যে রাজ্য এককালে বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে।

সুম। মহারাজ! আপনি যে দুই চিন্তার বিষয় উল্লেখ করিলেন ইহা হইতে ন্যায় স্থির করা অতি সহজ ব্যাপার নহে কিন্তু আমি মন্ত্রী, মন্ত্রণা দেওয়াই আমার কর্ম্ম, সে হেতু নিবেদন করি আপনি প্রথমে একটী স্থির করুন পরে আমি এই লঘু বুদ্ধি সম্ভূত মত প্রদান করিব।

মনো। হে বিজ্ঞবর! তুমি কুণ্ঠিত হইতেছ কেন? নিশ্চয় জানিও এ অধম সামান্য বিষয় রক্ষার্থে পরম হিতৈষীকে সাহায্য দানে বিরত হইবে না। আমি সংকল্প করিয়াছি, যদি এই দণ্ডে শত্রুগণ আসিয়া রাজ্য গ্রহন পূর্ব্বক আমাকে রাজ্য বহির্ভূত করিয়া দেয় তথাপি তাঁহার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিব অবশেষে প্রাণ দান করিব।

সুম। হে নরপাল! এ জগতে আপনিই নরপালের উপযুক্ত এবং রাজমুকুট ধারণের যথার্থ পাত্র. ভবদীয় বদন বিনিসৃত বাক্যমালাই তাহার প্রমাণ। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা আমরা যেন নির্ব্বিবাদে এই পিতার শাসনাধীন হইয়া জীবন যাপন করিতে পারি।

সুরেশ। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়! আপনি যাহা বলিলেন তাহা মিথ্যা নহে। পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা যে কাহাকে কহে অদ্য এই মহাপুরুষ হইতেই বিলক্ষণ শিক্ষিত হইলাম।

মনো। (মন্ত্রীর প্রতি) তবে তুমি আমার অনুপ-

স্থিতিতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর। এক্ষণে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে দেও আর বৃথা কাল হরণের আবশ্যকতা নাই।

সুম। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, এখনই সম্পাদন করিতেছি কিন্তু বলিতে ভীত হই এ যুদ্ধে আপনাদের জয়ের সম্ভাবনা নাই। যে হেতু সেই অর্থ পিশাচ নিজে যেমন দুর্দ্দান্ত তাঁহার সেনাপতিগণও সেইরূপ পরাক্রান্ত।

মনো। সুমতি! সে ভাগ্যের কথা; আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করি পরে জগদীশ্বরের মনে যা আছে। যখন রাজকুলে জন্ম গ্রহন করিয়াছি তখন শাণিত অস্ত্রে ভীত হইব না; আমাদিগের প্রাণ জলবিম্বু প্রায়।

সুরেশ। মহারাজ! আপনিই ধন্য যেমন রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র প্রজাগণের সন্তোষ রক্ষার্থ অভিন্নহৃদয়া প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন আপনিও পর মন রাখিতে নিজ প্রাণ দানে উদ্যত হইয়া স্বনাম তদনুরূপ করিবার সোপান করিতেছেন। কোন্ ব্যক্তি না আপনার গুণে বিমোহিত হইবে? কোন্ ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ করিয়া ভবদীয় গুণ গানে বিরত থাকিবে? কোন্ ব্যক্তি উদ্দেশে আপনার চরণারবিন্দে ভক্তি অরবিন্দ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে? নৃপ যদ্যপি আপনার সম্মতি হইল তবে আর বৃথা কাল হরণের আবশ্যকতা নাই।

মনো। তবে তুমি বিশ্রাম কর, কল্য প্রত্যূষে যাত্রা করিব।

(সভা ভঙ্গ। সকলের প্রস্থান।)

এলগন্দেল

এক ব্রাহ্মণের চণ্ডীমণ্ডপ।

১ম। আঃ আমাদের আজকাল কি মজাটাই হোচ্চে।

২য়। আহা মজা তো একেবারে গড়িয়ে পড়চে। রাজা আমাদের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ পণ করে মচ্চে, আর আর রাজারা তাঁর সাহায্য কত্তে আস্‌চে আমরা প্রজা আমাদের কোথা উঠে পড়ে লাগ্‌তে হয়, না, তোমার মজা বোধ হচ্চে।

১ম। মিথ্যা কি বল, আমরা গায়ের রক্ত জল করে খেটে মরে টাকা উপার্জ্জন করি, তাই থেকে রাজার পেট ভরাই বলেই ত আজ কাল উনি আমাদের হয়েছেন; ওঁর বাপের ঠাকুর বলে ত আমাদের হয়ে যুদ্ধ করেন নি, কেবল সেই বিবিমুখো চাকা চাকার জন্যে। এখন আমাদের দড়ি খুলে দিয়েচে কেন না মজা করবো বল?

২য়। তবে তোমার মতে তো বাপু দেশে রাজা হতে পায় না; এত স্কুল, চ্যারিটী হাউস, পব্‌লিক হসপিটাল আর আর দেশের এত উপকার চুলোয় গেল এক মাসে মাসে কিছু টাকা নোয়াতেই রাজা তোমার পর হলো। দেশে রাজা থাকার যে কত গুণ তা তুমি কি জান্‌বে, পৃথিবীতে মজা কত্তে জন্মেচ, মজা কর আর কি কর্‌বে?

১ম। বাবা আমি কেন, যারা মজার মজা জানে তারা কি আর এ ফাক্‌তাল ছাড়বে? হাতে নিধি পেয়ে কে কোথা ফেলে বল, যারা মজার ম জানে না তারাই এ সুবিধা হেলায় হারাবে।

২য়। আমদের জন্ম জন্ম যেন মজার ম জান্তে হয় না। শাস্ত্রমতে রাজা এক পিতা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁকে অবহেলা কল্লে পিতৃ অমান্যের ফল ভোগ কর্তে হয়।

১ম। আচ্ছা ভাই রাজা তোমার জন্ম জন্ম বাপ হন্ আমি তোমার বাড়ীতে বলে পাটাচ্চি যে তোমার রাজা বাপ্ বলে এক বাপ আজ থেকে বাড়্লো।

২য়। মজিয়ান্ লোকদের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার; যা বলেছি মাপ কর। তোমার যা খুসি তাই কর।

১ম। এইত পেচুলে এখন ভাল কথা বলি শোন, যত দিন এই রকম চলে হদ্দ মুদ্ধ মজা কর। নীলগদর পতি ত পতিত হওয়া দূরে থাক সকল রাজাকেই জল দেখাচ্চে, তাঁহার আশীর্ব্বাদেই এত মজা; এখন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের রাজা আর সকলে একবার পা পিচুল্লিই আরও সুবিদে।

২য়। উঃ তোমার কি ভয়ানক ইচ্ছা! সামান্য মজার জন্যে কর্ত্তব্য কায করা দূরে থাক্ আপনাদের রাজার অমঙ্গল খুঁজ্চো। (নেপথ্যে দৃষ্টি) এই যে কে আস্ছেন।

তৃতীয়ের প্রবেশ।

নমস্কার আসুন্, কোথা যাওয়া হয়েছেল ?

৩য়। আজ কাল আর যাবার যায়গা কোথা বোলুন্ না।

২য়। কেন যুদ্ধ দেখ্তে গিয়া ছিলেল বুঝি ?

৩য়। তা বই কি; কিন্তু ভাই কাল্কের যুদ্ধে জয়ী হয়ে ছিলেন দেখে মনে বড় আহ্লাদ হয়েছেল কিন্তু আজ্কে দেখে কান্না সার।

২য়। সে কি মহাশয়! শুনে যে মাথায় বজ্রাঘাত পোলো।

৩য়। বাস্তবিক, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়; বৃদ্ধ বয়সে এই ভাগ্যে ছিল আর কি! আর সেই যে বিদরের রাজা এসেছিলেন দেখেছিলে তাঁকেও বন্দী করে নিয়ে গেল; রাজ্যে মহা গোল।

২য়। আহা তিনিও বন্দী হলেন! পরের উপকার কত্তে এসে কি এই ফল লাভ হলো!

১ম। আমিত আগে জান্‌তুমই।

২য়। তুমি চুপ্‌কর কিছুমাত্র হিতাহিত বোধ নেই এমন দুঃখের বিষয়েতেও তোমার আনন্দ হচ্চে। সে যা হক্ এইবার আমাদিগকে নীলগদর পতির হাতে পড়ে মারা যেতে হবে। এখন আর এখানে বসে কি হবে, যাই গৃহ সাবধান করিগে।

৩য়। হ্যাঁ আমিও চল্লুম।

(সকলের প্রস্থান।)

নীলগদর পতির কারাগার।

মনো। (একাকী স্বগত) উঃ আর তো যাতনা সহ্য হয় না কি করি কোন উপায় ত দেখ্‌চি না। এই ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া আর কত দিন কাটাতে হবে? কাছে কেহই নেই যে দুটা কথা কয়ে এ দুঃখের কিঞ্চিৎ অবসান করি। কোন ব্যক্তি জলমগ্ন হইলে তাহার মন যেরূপ উৎকণ্ঠিত হয় আমার পক্ষে এই গৃহও সেইরূপ উৎকণ্ঠার কারণ হয়েচে।

এলগন্দেল পতিও আমার সহিত বন্দী হলেন কিন্তু সেই অবধি তাঁর ত কোন সমাচার পেলুম না। নীলগদর পতি যেরূপ নিষ্ঠুর ও দুরাত্মা এখনও তাহাকে জীবনে জীবিত রেখেছে কি তারও নিশ্চয় নাই। আহা! বৃদ্ধ বয়সে কি যাতনা সহ্য কচ্চেন; এত করে যুদ্ধ কল্লুম তথাপি এ বিপদ হতে উদ্ধার কত্তে পারলেম না। আঃ! কপাল ক্রমে কখন যে কি হয় কিছুই বলা যায় না। আমি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্যে সসৈন্যে সমর ক্ষেত্রে নাবলুম কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হওয়া দূরে থাক্, চির-শত্রুর গৃহে বন্দী হইতে হইল। এ পাপাত্মা যে এই কোরেই ক্ষান্ত হবে এমন তো বোধ হয় না। দেখা যাক্ কি হয় যখন বন্দী হোয়েছি তখন সকলই সহ্য কত্তে হবে। যা হোক্ হবে আর দাড়িয়া থাক্‌তে পারি না, এই জানলায় একটু বসি। (উপবেশন) এ হতভাগা কিরূপে রাজা হোয়ে রোয়েছে! প্রজারা কি এর উপদ্রব হোতে আপনাদিগকে রক্ষা করবার জন্যে কোন উপায় করে না? কারাগার বোলে কি এর গৃহ সকল এত সঙ্কীর্ণ ও বায়ুপথ সকল এত অপ্রশস্ত কোত্তে হয়! হায়! আর কেন বোকে মচ্চি কেই বা আমার কথা শুন্‌বে। একটা গান করি তবু মন ভাল থাক্‌বে।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়াঠেকা।

প্রাণান্ত হইল হে, এ কারাগারে। দেহ নাথ
পদছায়া, লীন হয়ে মনকায়া, ছাড়ি যাগ ভবমায়া,
ভবসিন্ধু পারে॥ ডাকে হে তোমারে সবে, ভব
পিতা বলি ভবে, অজ্ঞ ডাকে এবে তবে, রক্ষ হে
আমারে।

(বধ্য ভূমি দেখিয়া সচকিতে) একি? কাঠের গায়ে শাণিত অস্ত্র ঝোলান রয়েছে, ঐ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন মাটীর উপর শোণিত দেখা যাচ্চে, ইহার কারণ কি? বোধ হয় ইহা বধ্য ভূমি। এই সকল দেখে আমার মনে অতিশয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হোলো। শোণিত, ইহা অনতি বিলম্বের কার্য্য স্পষ্ট জানাচ্চে। হায়! এলগন্দেল পতির ত কোন অমঙ্গল হয় নি? কতক্ষণে ইহার যাথার্থ্য জান্‌তে পার্‌ব। হে করুণাময় পরমেশ্বর! এলগন্দেল যেন তাহার বিজ্ঞ রাজার রাজ্যশাসন হইতে বঞ্চিত না হয়। নাথ! এত পুণ্যকার্য্য, এত করিয়া প্রজা রঞ্জন করিয়া কি এই দুরাত্মার দাসগণ কর্ত্তৃক হত হবেন্? একথা যে আর মুখ হোতে নির্গত হোচ্চেনা। কাকেই বা এর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করি (পুনর্ব্বার সে দিকে চাহিয়া) এই যে একজন প্রহরী আসিতেছে, দেখি কি করে।

প্রহরীর আগমন ও দ্বার উন্মোচন।

প্রহরী। বন্দিগী! মহারাজ আপকো তলব্ কিয়া যানে সে আচ্ছি হোগা।

মনো। কিস্‌ওয়াস্তে তলব কিয়া তোম্ জানতা হ্যায়?

প্রহরী। মএনে কুচ্ নেহি জান্তা মহারাজ এলগন্দেল

পতিকো আপন্ হাতসে খপড়ী তোড়্কে আপ্‌কো তলব কিয়া।

মনো। (সশোকে স্বগত) হায়! কি হোলো; যা মনে করেছি তাই হোলো! দুরাত্মা কি এইরূপে তাহার অনুচিত রাগের শোধ তুল্লে? বৃদ্ধ ব্যক্তির শিরঃশ্ছেদন কোত্তে তার কি একটু দয়াও হোলো না? কি আশ্চর্য্য! তাঁকে দেখে পাষাণের হৃদয় বিদীর্ণ হয় এতো মানুষ! (প্রকাশ্যে) হাঁ হাম সাম্‌জা মুজকো শির লেনেকো তলব কিয়া! চলিয়ে জি তোমারা রাজাকো কেসা হিগমত্ হ্যায় দেখে-গা। হামারা জান্‌তো গিয়া লেকেন্ আবহিঁ তোমারা রাজাকো হিগমত্ দেখে গা।

প্রহরী। মহারাজ! হাম আপ্‌কো নোকর, কিস্‌ওয়াস্তে হামকো পর গুস্বা কর্‌তে হেঁ। মহারাজকো হুকুম্ সে আপ্‌কো ডাঁকনে আয়া; মেরা কসুর মত্ লেও।

মনো। নেইজি, ডর মত কিও। আবি তোমারা রাজা-কো পাশ্ চলিয়ে; দের্ কর্‌নে সে কুচ হোগা নেই।

প্রহরী। তব্ আইয়ে মহারাজ হামারা রাজাকো কুচ্ দয়া হ্যায় নেহি থোড়া কসুর করনে সে উস্‌কো ফাঁসিমে দে দেতা হ্যায়, আপ্ সাব ধান হোকে যাইয়ে, নেই তো আপ্‌কো খারাপ হোগা।

মনো। (অঙ্গ বস্ত্র হইতে তরবারি উন্মোচন করত) দেখিয়ে হামারা পাশা তরওয়ার হ্যায়, যব হাম্‌কো কাট্‌-নেকো হুকুম দেগা তব্ উস্‌কো শির লেগা।

প্রহরী। (সাহ্লাদে) বাহোয়া মহারাজ! পরমেশ্বরকো

নাম লেকে চলিয়ে কুচ্ ডর্ নেহি (প্রাসাদ দেখিতে পাইয়া) রাজাকো মোকান্ দেখিয়ে মহারাজ!, রাজ কাছেহিরি উপর্‌মে মেরা সাত্ আইয়ে।

রাজ-সভা।

(এক পার্শ্বে প্রহরী ও বিদর রাজা)

বিদররাজপুত্রকে দেখাইয়া

প্রহরী। (আপনাদিগের রাজার প্রতি) মহারাজ, ইয়ে হাজির হুয়া আব্ আপকো খুসি।

রাজা। (বিজয়রাজপুত্রের প্রতি সগর্ব্বে) ওহে বিজয়-রাজপুত্র! তুমি কি অভিপ্রায়ে এলগন্দেল পতির সাহায্য কোত্তে এসেছেলে?

মনো। মহাশয়! এলগন্দেলপতি পিতার পরম আত্মীয় ছিলেন এবং পিতার বিপদকালে প্রাণপণ করিয়া সাহায্য করিতেন, অতএব আমি সেই পিতার পুত্র হইয়া কিরূপে ইঁহার বিপদ কালে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? মহারাজ! এই বিবেচনাতেই যুদ্ধে আসিয়াছিলাম।

রাজা। (সদম্ভে) ওঃ তুমি পুরুষত্ব প্রকাশ কোত্তে এসেছিলে, কেমন, এখন তাহার সমুচিত প্রতিফল পেয়েছত? দেখচি তুমি বালক, আমার বল বিক্রম জানিয়াও কি সাহসে এ কাজে প্রস্তুত হোয়েছিলে?

মনো। হে রাজন্! আমি বালক মিথ্যা নয় কিন্তু আমি

যখন রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি তখন আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিব ইহাতে কাহার নিকট ভীত হইব না। যুদ্ধে এক দল জয়ী ও অন্য দল পরাজিত হইবেই হইবে। আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় জয়ী হইয়াছেন বলিয়া কি বন্দীদিগকে এরূপ বাক্যপীড়া দেওয়া আপনার উচিত? আপনি যেমন এক রাজ্যের রাজা হইয়া তাহার মধ্যে আধিপত্য করিতেছেন আমিও তেমন বহু সংখ্যক রাজ্যের অধীশ্বর, আপনি যেমন করিয়া এই অল্প সংখ্যক প্রজাপালন করিতেছেন আমিও সেই রূপ সহস্র সহস্র প্রজাপালন করি; আমিও দেশ জয় করিয়া থাকি আর বন্দীগণের প্রতিও ব্যবহার করিয়া থাকি।

রাজা। রাজপুত্র! তুমি একজন রাজা, আর সকল প্রকার রাজ নিয়ম জান তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু তুমি যখন বন্দী হোয়েছ তখন অত বাক্যব্যয় করা তোমার উচিত নয়। বন্দী হোয়ে রাজ-সভায় কে কোথায় এরূপ করে বোল্‌তে পারে? বুঝেছি তুমি আপনাকে রাজা ও সেই জন্য এখানেও প্রাধান্য আছে এই বিবেচনা কোরে বোলচ। সাবধান! তোমার ভাল হবে না।

মনো। মহারাজ! ইহা আমার পক্ষে আত্ম অহঙ্কার করিবার সময় নহে। আপনার অবিচার দেখিয়াই বলিতে হইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, এলগন্দলপতি আপনার নিকট কি অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন; প্রজাগণ আপনার শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্যে গিয়া বাস করে সেই অপরাধে আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করত ভাগ্য-বলে

জয়ী হইয়া (বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়) স্বহস্তে তাঁহার মস্তক চ্ছেদন করিলেন! আশ্চর্য্যের বিষয় যে আপনি এত অবিচারে আজি ও রাজপদে রহিয়াছেন।

রাজা। (সক্রোধে) রে দুরাত্মন্! আমি এতক্ষণ তোর কথা সকল অগ্রাহ্য করে কিছু না বোলে নিষেধ মাত্র কচ্ছিলুম, কিন্তু তোর এমনি আস্পর্দ্ধা যে সেই নিষেধ না শুনে উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছিস্। আর সহ্য করতে পারি না অধিক কি বোল্‌বো তুই যদি বালক না হতিস তাহলে এখনি তোর মস্তক চ্ছেদন করে সফল চিত্ত হতুম। এখন তা না করে যে দণ্ড দিই গ্রহণ কর। (মন্ত্রির প্রতি) ওহে মন্ত্রিবর! কাল্ একে উমারপুর নগরে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া আস্তে আজ্ঞা দেও, দেখ যেন অন্যথা না হয়।

মন্ত্রি। আমি আপনার ভৃত্য, আপনার আজ্ঞা পালনে সকল সময়েই প্রস্তুত আছি, আর বিশেষ কি বোল্‌বো আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

রাজা। (রাজপুত্রের প্রতি) অরে! এখন মন্ত্রির সঙ্গে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যা, আর বিলম্ব করিস্‌নি সভা ভঙ্গের সময় হয়েচে।

মনো। আমি যখন বন্দী, আমাকে যা আজ্ঞা করিবেন সে সকলই আমাকে করিতে হইবে বটে এবং করিবও বটে কিন্তু এই সকলই যেন স্মরণ থাকে।

(সকলের প্রস্থান)

বিদরদেশ।

রাজ-মহিষীর গৃহ

সুবেশা ও পরিচারিকা।

পরি। রাজমহিষি! আর কেঁদে কি হবে, এই রকম ত সকল জায়গায়ই হচ্চে, কেবল তোমার একলা বলে ত নয়। সকলেই যদি তোমার মতন পড়ে থাক্‌ত তা হলেতো আর ঘর সংসার চল্‌তো না, তাতে আবার তুমি রাজরাণী, তোমার কি এমন কোরে থাকা ভাল দেখায় (চক্ষুর জল মুচাইতে মুচাইতে) কাঁদলে আর কি হবে বল, ওঠো! যা গেছে তাত আর পাবার যো নেই কেঁদে কেবল মনকে কষ্ট দেওয়া।

সুবেশা। আমি সব্ জানি কিন্তু আমার মন যে আর প্রবোধ মানে না। (শোকের সহিত) দিন রাত তার মুখ আমার চোকে লেগে রয়েচে, বোধ হচ্চে যেন তিনি আমার কাচে এসে কত কথাই বলচেন আমি কাণ্ পেতে শুন্‌চি (দীর্ঘ নিশ্বাস) উঃ প্রাণ যায় আর রয়না (ক্রন্দন)।

পরি। মহিষি! ওকি? এই কথা কচ্ছিলে আবার কেন কাঁদ, তুমি যদি এমন কোরবে তবে আর কি হবে, থামনা। (চক্ষু পুছায়োন)

সুবেশা। (অস্পষ্ট স্বরে) আমি কি আর সাদ কোরে এমন কচ্চি, নাথের আগেকার কথা সব মনে পড়চে আর থাক্‌তে পাচ্চিনা বলেই এমন কচ্চি। তুমিও ত এ দায়ে ঠেকেচ তবে আর কেন জিজ্ঞাসা কোচ্চো।

পরি। আমরাও এদায়ে ভুগেচি মিথ্যা নয়, আমরাও এক সময় ভাতারের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়িয়েচি মিথ্যা নয়, কিন্তু তার হেতু আচে। দেখ, আমরা গরিব মানুষ ভাতার খেটে দুপয়সা এনে দেবে তবে ডান্ হাতের কাজ হবে, আমাদের ভাতারের ওপোর সব ভার। তুমি রাজ-লক্ষ্মী অমন সোণর চাঁদ ছেলে রয়েছে; ঠাকুরের ইচ্ছায় বেঁচে থাকলে তোমার আর কিসের ভাবনা বল? আর কেঁদোনা, এখন যাতে উটী বেঁচে থাকে ঠাকুরের কাচে তারই প্রার্থনা কর।

সুবে। পরিচারিকে! তুমি বুড়ো হয়েচ বুদ্ধির ঠিক নেই সেই জন্যেই এসব কথা বল্লে, আমার ভাত কাপড়ের কষ্ট নেই বলে কি আমি ভাতারকে ভুলে থাকতে পারি। ভাতা-রের সঙ্গে বনবাস কল্লেও মনের আহ্লাদে থাকা যায় কিন্তু ভাতার না থাকলে অতুল ইশ্বয্যিও ভাল লাগেনা। তিনি ত গেচেনই এখনও ছেলেটির মুখ দেখেও অনেক দুঃখ দূর হয়। উটি যদি না হোতো তা হলে কি আমি আর এ জগতে থাকতে পারতুম, ভাতারের সঙ্গে সঙ্গেই যেতে হোতো, এখন উটী বেঁচে থাকলেই সব ভাল; না হলে——(ক্রন্দন)।

পরি। ওকি! ছেলের অকল্যাণ কি কত্তে আছে। বেঁচে থাকবে বইকি।

সুবে। না পরিচারিকা, এ সব ঘরের ছেলে বাঁচা বড় পুন্যির জোর, দেখ যারা খেতে পায় না তাদের ঘরে কত ছেলে হয় আর না খেতে পেয়েও কত কাল বাঁচে কিন্তু যারা

ছেলের জন্যে কেঁদে মরে তাদের একটীও হয় না, যদিও হয় অম্‌নি——

পরি। (পদ শব্দ পাইয়া) মহিষি উঠে বোস, কে আস্‌চে, আর ও সব কথায় কাজ নাই।

(রাজমহিষীর উঠিয়া বসন)

(সুমতি মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রি। মা প্রণাম।

সুবে। এস ; চিরজীবী হও, রাজকার্য্য ভাল রূপ চোল্‌-চে ত?

মন্ত্রি। আজ্ঞে ; রাজপুত্র বুদ্ধির জোরে যে রকম রাজ্য শাসন কোচ্চেন তাহাতে প্রজাগণ আর অধীন রাজা সকল সকলেই যার পর নেই খুসি হয়েছে। পূজার যোগ্যকে পূজা, আপনার বয়সীদের আদর আর আপনার ছোটদের ভেয়ের মতন ভাল বাসা এই রকম যিনি যার উপযুক্ত তাহাকে সেই রকম কোরে মন রাখেন।

সুরে। রাজপুত্র অতি বালক যদি কখন কাকেও অমান্য করে তা হোলে তুমি সাবধান কোরে দিও। তুমি তাঁকে বোলো পুরাণ চাকরদের উপর যেন কোন রকম করা না হয়, তারা প্রভু ভক্ত বোলে রাজা তাদের বড় ভাল বাসতেন, এখন তাদের কিছু বোল্লেই মনে দুখ্‌খু কোরবে।

মন্ত্রি। মা! ইহা আমার পক্ষে আপনার উপদেশের বিষয় বটে কিন্তু রাজপুত্র এমনি চৌকশ যে তাঁরে উপদেশ দেবার বিষয় কিছুই নেই। পরামর্শের কাজ পড়লে আমি

মন্ত্রি বোলে আমাকে ডাকেন বটে, কিন্তু আমাকে একটী কতাও কৌইতে হয় না আপ্‌নিই এমন ভাল সিদ্ধান্ত করেন যে আমি সে মতের আর দোষ দেখাতে পারি না।

সুবে।—সেই হলেই তো ভাল। না হোলে আপনার যা খুসি তাই কোল্লে কি আর প্রজাদের মন থাকে, না আপনার ভাল হোয়ে থাকে? রাজা মশাই যে কোন কায হোলে সব মন্ত্রিকে ডেকে তাদের সকলকার মত্ হোলে তবে সেই কায কত্তেন; এই জন্যেই প্রজারাও কখন কিছু করেনি আর আপনিও সুখে রাজত্ব কোরে গেছেন।

মন্ত্রি। ভাল মন্দ বিচার না কোরে যা খুসি তাই যদি কোর্‌বেন তবে মন্ত্রি রাখ্‌বার দরকার কি? ইনি কি আর প্রজাদের ভাল কোত্তে কসুর কোচ্চেন। রাজা মহাশয় কেবল খাজনা সংক্রান্ত বিষয়েই তাদের খুব ভাল কোরে-ছিলেন আবার প্রজাদের ছেলেদের লেখা পড়া শেখাবার জন্যে চারিদিকে স্কুল, ব্যায়রাম ভাল করবার জন্যে ডাক্তার খানায় ভাল ভাল ডাক্তার, ভাল ভাল ওষুধ, দিনে রেতে পাহারাওলা, রাত্তিরে আলো দোয়া যদিও ছিল, তবু তার ভাল নিয়ম করেন্‌ নি, কিন্তু ইনি কিছুরই অভাব রাখেন্‌নি, এমন কি বুড়ো বুড়িদের জন্যে জায়গায় জায়গায় কথক বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন তাঁহারা রোজ কথা কন।

সুবে।—(সহাস্যে) আচ্ছা ও সব যাক্; আর আর রাজা-দের সঙ্গে কি রকম?

মন্ত্রি। তা আর বোল্‌তে কেন হবে! যিনি প্রজাদের সঙ্গে

অমন ব্যবহার করেন তিনি রাজাদের সঙ্গে কি মন্দ ব্যবহার কত্তে পারেন? যাঁদের সঙ্গে রাজা মহাশয়ের আলাপ ছিল তাঁহাদিগকে অত্যন্ত মান্য কোরে চলেন। আমি রাজপুত্রের কিছুই বল্লুম্ না, এতে যদি আপনার অবিশ্বাস হয় তা হলে আপনি নিজে প্রমাণ নেবেন, আর এখন যা বল্লুম তার সাক্ষি দেখুন এলগন্দলপতি, রাজা মহাশয়ের অতিশয় বন্ধু ছিলেন এখন নীলগদরপতি বিনা দোষে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করায় মনোহর এলগন্দেলপতির পক্ষে হয়ে অস্ত্র ধত্তে গেচেন।

সুবে। (সচকিতে) কি বল্লে রাজকুমার যুদ্ধ কোত্তে গেছেন? সে যুদ্ধের কি জানে? তাকে যুদ্ধে কেন পাঠালে? হায়! বুঝি কোন অনর্থ ঘোটলো। মন্ত্রি! এতক্ষণ তোমার কথা শুনে মনে আহ্লাদ হচ্ছিল কিন্তু এই কথা শুনেই সকল আনন্দ নিরানন্দ হয়ে গেল।

মন্ত্রি। আমি যেতে নিষেধ করেছিলুম তবু গেলেন; আর যদিই বা গেছেন আপনি এখন দুঃখ কোরচেন কেন? জয়ী হয়েছেন কি হেরেছেন তার ত এখনও কোন সমাচার পাইনি।

সুবে। সে কি কখন যুদ্ধ করেচে যে জয়ী হবে, হয় ত আমার মাতা খেয়েচে; তার ও যুদ্ধে যাওয়াই অন্যায় হয়েচে।

মন্ত্রি। আপনি অন্যায় বোলচেন কি, যদি এই খানে তাঁর সঙ্গে কেউ যুদ্ধ কত্তে আসতো তা হলে কি আর আপনি কিছু বল্‌তে পাত্তেন? তিনি যখন রাজা হয়েছেন তখন

তাঁহাকে সকলই কত্তে হবে। যুদ্ধও কত্তে হবে আর তাতে হার্‌তেও হবে, জিত্‌তেও হবে।

(পত্র হস্তে এক ভৃত্যের প্রবেশ)

মন্ত্রি। কি রে ও কিসের চিটী ?

ভৃত্য। আজ্ঞে এ চিটী এক দরওয়ান এনে আপনাকে দিতে বল্লে।

(পত্র প্রদান ও প্রস্থান)

(মন্ত্রির পত্র পাঠ)

সুবে। মন্ত্রি! এ চিটী কে লিখেচে ? এ চিটী পড়তে পড়তে তোমায় মুখ শুকিয়ে গেল কেন, আর দীর্ঘ নিশ্বাসই বা ফেল্‌চো কেন ? আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্চিনা, শীঘ্‌ঘির বল আর দেরি সয়না ? দেখ যেন মিথ্যা বোলোনা।

মন্ত্রি। এলগন্দেলপতির পুত্র সুরেশ এ চিটী লিখেচে বোলতে বুক ফেটে যায়। রাজপুত্র যার জন্যে গিয়েছেলেন তা সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, হেরে গেচেন।

সুবে। (সসব্যস্তে) তার পর ?

মন্ত্রি। তার পর ওঁরা সকলেই বন্দী হোয়ে নীলগদরে গেলেন সেখানে (সজল নয়নে নিস্তব্ধ)

সুবে। ও কি অমন কোচ্চো কেন ? বলনা !

মন্ত্রি। (স্বগত) কি করি, একথা আমি ত গুপ্ত রাখতে ত পারবোই না কিন্তু যদি বলি তা হোলে ইনি এই পতি শোকের উপর আবার একমাত্র ছেলের বিরহে কাতর হোলে আর কিছুতেই ক্ষান্ত করা যাবে না। কিন্তু হোলে কি হয়

যখন কিছু বলেছি তখন ভেঙ্গে না বোল্লে নিস্তার নেই, যা হোক বলি। (প্রকাশ্যে) মা! দুঃখের কথা বোলবো কি, এলগন্দেল্ল পতিকে চেনেন ত?

সুবে। হাঁ চিনি তা কি হোয়েচে?

মন্ত্রি। সেই তাঁকে ত পাষণ্ড আপন হাতে কেটেচে।

সুবে। (সচকিতে) উঃ তার পর?

মন্ত্রি। পরে রাজপুত্রকে উমারপুরে আপনার ছোট ভায়ের কাচে পাঠিয়ে দেবার আজ্ঞা কোরেচে।

সুবে। হায়! রাজা হবার মুখে আগুণ; লোকে রাজাকে সিংহাসনে বোস্‌তে, হাতিতে চোড়্‌তে দেখেই মনে করে এর মত সুখী আর নাই কিন্তু রাজা হওয়ায় যে কত সুখ, এই এক ছেলে দিইয়েই টের পাচ্চি। দুদের ছেলে, যুদ্ধের কিছু জানে না, কিন্তু পরের মন রাখ্‌তে যুদ্ধ কর্‌তে গিয়ে আমার গলায় ছুরি মার্‌লে। (পুত্রের প্রতি উদ্দেশে) বাছা! তোমার মনে কি এই ছিল, যাবার সময় একটা কথাও কি বোলে যেতে নেই? নরম ঝব্‌ঝরে বিছানা না হোলে তোর ঘুম হোতোনা, ভাল খাবার না হোলে ব্যায়রাম হোতো। হায়! এখন কারাগারে তোকে সে সব কে দেবে? এত রাজ্যের রাজা হোয়ে তোর কপালে এই ছিল আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না। যাদু রে! আমি রাজরাণী, আমার কিছুরই অভাব নেই, কেবল এক তোর দুঃখতেই সকল দুঃখ।

মন্ত্রি। আর খেদ কল্লে কি হবে বলুন; যা হবার তা হোয়ে গেচে, এখন আমাদের কায আমরা করি গে। তিনি

ত আর হেজিবেজি লোক নন, যে হাল্লেন তো আর উপায় নেই, দেখুন সকল রাজাকে ডেকে পাষণ্ডের সর্ব্বনাশ করি। আপনি দুঃখ কোর্‌বেন না, রাজপুত্রকে শীঘ্র মুক্ত কচ্চি।

সুবে। আর আমার মাতা আর মুণ্ড কোরবে। সে যে দস্যি তাকে জিতে রাজপুত্রকে আনা আর হোয়েচে। বাছা! কপালে কত কষ্টই আছে।

মন্ত্রি। আপনি ও সব কিছু ভাব্‌বেন না আমি এখন চল্লুম।

সুবে। হাঁ! এস; আমিও নীচে যাই।

নদ্যোপরি অর্ণবযান।

রাজপুত্র মনোহর।

হায়! আমার মত কাপুরুষতো আর দেখি না, চিরশত্রুর আজ্ঞা অনায়াসে মস্তকোপরি বহন করিতেছি (কিঞ্চিৎ থামিয়া) তাহাই বা কি করিয়া বলি, সামান্য তরির বলে কে কোন স্থানে মহাসাগর পার হইতে পারে? কিন্তু ইনি যে আমাকে নিরস্ত্র করিয়া আজ্ঞা মত কর্ম্ম করাইতেছেন এ আমার বিলক্ষণ মনে রহিল, কখন যদি সময় হয় প্রতিশোধ (থমকিয়া)—মানুষের আশা কি ভয়ানক! আমি বন্দী হইয়া নিরুপায়ে অজানিত দেশে যাইতেছি সেখানে কি দশা হয় তাহারও স্থিরতা নাই, কিন্তু আমার আশার আর শেষ হইতেছে না। বুঝি এই আশাই আমার নাশের কারণ হইবে;

কায নাই, ও সব কথা আর ভাবিবনা, ঈশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে, তিনিই ত্রাণ কর্ত্তা, বিপদ কালে তাঁহার স্মরণ ব্যতিরেকে উপায় নাই তাঁহাকে স্মরণ কর।

বিতরি কৃপা বারি, বিপদ তৃষ্ণা হতে
রক্ষ রক্ষ জগদীশ ওহে! এ অধীনে
তোমার শরণাগত। অন্ধেরি নয়ন
খঞ্জের যষ্টি, বধিরের শ্রবণাপায়,
অনাথের নাথ, ঘোর বিপদে সহায়
একমাত্র এ জগতে তুমি আছ নাথ!
ডাকে হে সে হেতু দাস কৃতাঞ্জলি পুটে।
কতই বা পেয়েছি পেতেছি ক্লেশ আমি
হোয়ে রাজপুত্র; সকল বিদিত প্রভু!
বর্ণিব কি আর। জানিবে এখন আছে
কত বা এ ভাগ্যে রয়েছি যখন হোয়ে
পরাধীন, দয়াহীন চিরশত্রু গৃহে।

(সচকিতে) একি! বিপদ কি বিপদেরই অনুবর্ত্তী হয় যে বাতাস এতক্ষণ বাহিত হইয়া শরীর শীতল করিতেছিল সে বাতাস এখন কি নিমিত্ত সশব্দে প্রবল বেগে বহিতেছে? নদীতে এ প্রকার ভয়ানক তরঙ্গ উত্থিত হইল কেন? জলযান যে ক্রমে ভয়ানক রূপে দোলায়িত হইতে লাগিল! কি করি, দেখিতেছি এ বার্ত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। (হঠাৎ) উঃ, একি? পরমেশ্বর গেলাম!

কাপ্তে। টেক কেয়ার ২, পুল ডাউন দি সেল, ও লর্ড ২।

মনো। এই যে নাবিকগণও ঈশ্বরের নাম লইতেছে, বুঝি অন্তকাল উপস্থিত। হায়! এস্থানে মগ্ন হইলে কি করিয়া এই দুস্তর জলখণ্ড পার হইয়া জীবন রক্ষা করিব। (ভয়ানক দোলায়মান) পরমেশ্বর রক্ষা করুন ২; আর ভাবিয়া কি করিব। এক্ষণে এতৎকালোচিত কার্য্য করি। (অঙ্গবস্ত্র সাবধান করণ) আঃ গেলাম! হে করুণাময় পরমেশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল? অধম এত প্রকারে এত কষ্ট পাইল তাহাতেও কি পাপ ক্ষালন হইল না? নাথ! পূর্ব্ব জন্মে কি এত পাপ করিয়াছিলাম যে এত যন্ত্রণার পর জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে? হে সর্ব্বজ্ঞ! এ অজ্ঞ আপনাকে এতকাল দয়াময় বলিত কিন্তু কার্য্য দেখিয়া সে জ্ঞানকে অজ্ঞানতা বলিয়া জানিল। পিতঃ এ জগতে তুমিই পরম সুখী ছিলে, হতভাগ্যকে রাজ্য ভারে ভারী করিয়াই পুণ্যবলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়াতে, তোমাকে আমার দুঃখের কথা শুনিয়া আর শোক প্রাপ্ত হইতে হইল না; মাতারই যত কষ্ট। জননি, তুমি পতি শোকে ম্রিয়মানা হইয়া এ হতভাগার আশায় আশ্বাসিত হইয়া কত দেবার্চ্চনা, কত কামনা করিতেছ, কিন্তু বুঝি এই ঝটিকাই তোমার আশা নাশ করে। অধিক কি বলিব তোমরা নির্ব্বংশ হইলে। তুমি হয় ত আমার যুদ্ধের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই অহোরাত্র চিন্তাসাগরে নিমগ্না রহিয়াছ, কিন্তু এখানে দাসের শেষ রোদনের কিছু জানিতে পারিতেছ না। মাতঃ অধম তোমাকে দশ মাস দশ দিন জঠোরে

কঠোর বেদনা দিয়াছে এবং এত কাল এত উপদ্রব করিয়াছে কিন্তু তাহার কিছুই পরিশোধ করিতে পরিল না, সেই হেতু ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। মা ! মানসে বড় দুঃখ রহিল যে অন্ত কালে একবার তোমার চরণ যুগল দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি জানিবেন।

(জলযান মগ্ন)

(সকলের পতন)

নাবিকগণ। ও লর্ড ও লর্ড, হেল্প আস্, হেল্প আস্।

নদী তীরে রাজপুত্রের পতন।

মহানন্দ। (মনোহরকে দেখিয়া) হায়! আমার সৌভাগ্য বলে কোন্ মহাপুরুষ এই স্থানে নিদ্রা যাইতেছেন, দেখিতেছি ইনি অবশ্যই মহৎলোকের সন্তান, যাহা হউক ইনি জীবিত কি মৃত দেখি (নিরীক্ষণ)—কই জীবিতের ত কোন চিহ্নই দেখিতেছি না। দেখি বদন-সুধাকরে কোন মালিন্য জন্মিয়াছে কি না। (মুখাবরণ উন্মোচন) হায় কি হলো! হায় কি হলো! আমি কেনই বা এস্থানে আসিলাম, কেনই বা মুখাবরণ উন্মোচন করিলাম! রে হতভাগ্য! আমি তোর পিতৃ বিয়োগের দশ বর্ষ পূর্ব্বাবধি এই বনে আসিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, এক দিনের জন্যে মনোবেদনা পাই নাই, তুই কি সে অভাব পূর্ণ করণাশয়ে এস্থানে মৃতাবস্থায় আসিলি? ওরে তোকে যে এই স্থানে কর্দ্দম বিলুণ্ঠিত কলেবরে

পতিত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! ভ্রাতস্পুত্র! একবার গাত্রোত্থান করত পিতৃব্য সম্বোধন কর, শুনিয়া আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হউক। ওরে আমি তোর বয়োজ্যেষ্ঠ, আমরই শমন সদনে যাওয়া সম্ভবে, তুই বালক, তোকে যে আর এস্থানে এরূপে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পারি না; একবার গাত্রোত্থান কর, দেখিয়া আমার নয়নদ্বয় চরিতার্থ হউক। তোকে দেখিয়া আমার নিত্য কর্ম্ম রহিত হইল, কুটীরে যাইতে মানস সরে না; কি করি কোন উপায় ত দেখি না, যাহা হউক তোর মুখ-কমলে একটু বারি প্রদান করি (বারি প্রদান) একটু ব্যজন করি। (মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন ও ব্যজন)

মনো। (গাত্রোত্থান ও চতুর্দ্দিক দৃষ্টি) (স্বগত) একি আমি কোথায় আইলাম, আর ইনিই বা কে, কেনই বা আমার মুখে জল সিঞ্চন ও অঙ্গবস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতেছেন। কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না, যাহা হউক ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করা ভাল। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আপনি কে ও কোথায় নিবাস এবং আমি কিরূপে এস্থানে আনীত হইলাম, বলিয়া চিন্তাকুল মনকে সন্তুষ্ট করুন।

মহা। (স্বগত) আহা! ইহাকে জীবিত দেখিয়া আমার মনে অপার আনন্দের আবির্ভাব হইতেছে, কিন্তু ইহার নিকট আশু আত্ম পরিচয় প্রদানের আবশ্যকতা নাই, যে রূপ আছি তাহাই বর্ণন করি। (প্রকাশ্যে) ওহে বালক! আমি এক তপস্বী, এই বনে তপস্যা করি, নাম মহানন্দ। তুমি কি

রূপে এস্থানে আনীত হইলে ইহা তোমার নিকট আমার জিজ্ঞাস্য, আমি তোমাকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই স্থানে মৃত প্রায় দেখিয়া অবশেষে ভাগ্যবলে জীবিত দেখিলাম। বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এস্থানে আনীত হইলে, ইহা যদি বলিতে অক্ষম হও ইহার আদি বিবরণ বর্ণন কর।

মনো। মহাশয়! আমি বিদররাজপুত্র, নাম মনোহর, এলগন্দেল পতির সাহায্যার্থ নীলগদর পতির সমভিব্যহারে যুদ্ধ করি, পরে তাহাতে পরাজিত হওয়াতে তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট যাইতে যাইতে পথিমধ্যে জল পথে জলমগ্ন হওয়াতে এই দুর্ঘটনা। এখনও অদৃষ্টে কি আছে বলিতে পারি না, তবে ভাগ্যবলে আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়াছি; এক্ষণে ভবদীয় কৃপা।

মহা। বৎস! এত অল্প বয়সে তোমাকে এই সকল বিপদ সহ্য করিতে হইল শুনিয়া যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এরূপ বয়সে কোথায় রাজ্যেশ্বর হইয়া প্রজাদের নানা প্রকারে সুখ বর্দ্ধন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিবে, না তোমাকে এই বিপদজাল সহ্য করিতে হইল; এখনও এই দুর্গম বনে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

মনো। মহাশয়! বিপদের আর বাল্য, যৌবন, জরা কোথায়; বিপদ ভোগের কালাকাল নাই। শৈশব ব্যতীত সকল অবস্থাতেই পদে পদে বিপদাশঙ্কাও ভোগ করিতে হয়। বিপদ আপন দোষ বৃক্ষের ফল, সেই হেতুই শিশুরা বিপদ মুক্ত, তথাপি তাহারা পিতা মাতার সাহায্যাধীন বলিয়া

তাঁহাদিগের বিপদ্কালে শিশুদিগকে বিপদগ্রস্ত বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা বিপদের কিছুই জ্ঞাত নহে। আমি তরুণ হইয়াছি, বিশেষতঃ রাজ্যশাসন করিতে হয়, সে হেতু কত অন্যায় কর্ম্ম, কত লোক্‌কে মনঃপীড়া, কত পাপ করিয়াছি, এক্ষণে তাহারই ফল ভোগ করিতেছি।

মহা। রাজপুত্র! তোমার এই নীতিগর্ভ বাক্য মালা শুনিয়া আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। আহা! রাজকুলে জন্ম গ্রহণ না করিলে বিপদে কে সাহস করিতে পারে? সে যাহা হউক, রাজপুত্র! তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ দেখিতেছি, অতএব আইস আমার কুটীরে যাই।

মনো। আজ্ঞা চলুন।

মনো। (অরণ্য দেখিয়া) উঃ কি ভয়ানক অরণ্য! এই যে সন্ধ্যার আগমন দেখিয়া চারিদিকে সিংহ, দ্বীপী, ভল্লূক, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ভয়ানক গর্জ্জন করিতেছে, শৃগালকুল চণ্ড রব করিয়া মেদিনী মণ্ডল কম্পান্বিত করিতেছে। মৃদু মৃদু বায়ু সংস্পর্শে মেঘাস্পর্শিপাদপ-পত্র সকল পরস্পর সর সর শব্দ করাতে বোধ হইতেছে যেন দস্যুগণ মানব সন্দর্শনে ধীরে ধীরে নামিতেছে (সভয়ে) চারিদিক অন্ধকার, নিজ ক্রোড়স্থিত পদার্থও নয়ন গোচর হয় না; কোন দিকে আলোক মাত্র দেখিতে পাইতেছি না (উচ্চৈঃস্বরে) মহাশয়! মহাশয়!

মহা। কেন! তুমি কি ভীত হইতেছ? এই লহ আমার হস্ত ধারণ করত আগমন কর। (হস্ত প্রদান)

মনো। (হস্ত ধারণ) আপনি কি করিয়া এই নির্জ্জন, হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত কাননে একাকী বাস করেন ?

মহা। রাজপুত্র! আমি জীবনাশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছি, নতুবা এ অরণ্য মধ্যে কোন্ সাহসী পুরুষ অবস্থিতি করিতে সাহসী হন ?

মনো। মহাশয়! আপনার জীবনাশা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা কি বলিয়া বাধিত করুন।

মহা। (সদুঃখে) সময় বিশেষে বলিব, আর ও সকল কথার আবশ্যকতা নাই। (কুটীর প্রাপ্ত) এখন উপবেশন কর, আমি ফলান্বেষণ করি।

মনো। না; আপনি একাকী এ গহন কাননে কোথায় যাইবেন ? যদি যান আমিও আপনার সমভিব্যাহারী হইব।

মহা। (সহাস্যে) রাজপুত্র! তুমি আপনার গুণ বশতঃ ও কথা কহিলে। আমার কি সিংহাদির গর্জ্জনে আর ভয় আছে, দীর্ঘ অবস্থিতিতে সে ভয় লয় পাইয়াছে। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র আসিতেছি।

মনো। (সলজ্জে) তবে আসুন, আমি অপেক্ষায় রহিলাম।

মহানন্দের প্রস্থান।

রাজপুত্রের উপবেশন।

এলগন্দেল রাজপথ।

এক ভট্টাচার্য্য ও একজন ভদ্র।

ভট্ট। গেল গেল দেশটা উচ্ছন্ন গেল। হাঁসা মুলো বেটারা এসে এমন সোণার দেশটাকে পাঁচ রকমে ছার্‌খার কোরে ফেল্লে।

ভদ্র। মহাশয়! আজ্‌কে অত রাগত দেখ্‌ছি কেন? কি হোয়েছে?

ভট্ট। (কর্ণ না দিয়া) লক্ষ্মী পূজা, মনসা পূজা কোরে দুই এক পয়সা পেতুম্, বেটারা খান কতক বৈ লিখে সে পথে কাঁটা দিচ্চে। আমি যদি ব্রাহ্মণের ছেলে হই বেটাদের রাজ্য দুদিনে যাবে।

ভদ্র। বলি কি হোয়েছে, বলুন না, অত শাপ দিচ্চেন কেন?

ভট্ট। দেবো না মহাশয়? কালকে মন্ত্রির বাড়ী খোলা কাট্‌তে গিয়েছিলুম আমার এই অপরাধ। (জনান্তিকে, রাগ শূন্যে) কালকে মন্ত্রির বাড়ী বড় ধূম, দেশ শুদ্ধ বামণ খাবে আর প্রত্যেকে এক এক আধুলি দক্ষিণে পাবে।

ভদ্র। (স্বগত) ভট্‌চায্যিরা কি লুচি দক্ষিণে ভক্ত! এই এত রাগ শাপের সময় একবার ও নাম মনে পড়েছে ত অমনি সে সব ভুলে যেন তিনি নন হোয়ে গেলেন। এঁদের ওর লোভ দেখিয়ে সব করান যায়। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! এখন ও কথার পর দাঁড়ি দিয়ে রাগের কারণটা বলুন।

ভট্ট। (সলজ্জে) হ্যাঁ বোল্‌চি, কি বোলছিলুম।

ভদ্র। (স্বগত) এই যে সত্য সত্যই সব জলপান কোরেছে।

ভট্ট। মনে হোয়েছে শুনুন্! আমি খোলা কাট্‌চি, এমন সময়ে দেখি এক দল ছেলে এসে আমাকে ঘেরে বোস্‌লো, তাদের দেখেই ত আমার অর্দ্ধেক প্রাণ উড়ে গেল, আর ভাব্‌চি যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে তবেই সার্‌বে, অমনি দেখি একটা ছোঁড়া বোল্লে, "হাঁগা ভট্‌চায্যি মহাশয়, গ্রহণ কি কোরে হয় গা" বোল্‌বো কি বাপু, একথা শুনেই আমার যে রকম হোলো, তা ত বুঝ্‌তেই পাচ্চেন, দেখ্‌লুম যদি যা খুসি তা বলি, তা হোলে এরা বোয়ে পোড়ে এসেছে, আমাকে ঠকাবে; (সাধে কি বেটাদের গালাগাল দিই মহাশয়! বোই না কোল্লে ত কোন আপদই থাকতো না) ভেবে দেখ্‌-লুম আমি একবার ঠানদিদির মুখে শুনে ছিলুম যে রাহু চাঁদকে গিলে ফেলে তাইতে গেরণ হয়, পাঁচ সাত ভেবে তাই বোলে দিলুম; ছোঁড়ারা আমার এই কথা শুনেই চার দিক্ থেকে কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে ফেল্লে, আর একটা ছোঁড়া বোল্লে, "মহাশয়! যদি গিলেই ফেল্লে তবে আবার কি কোরে বেরোয় গা? ওটা কি মল দ্বার দিয়া বেরিয়ে যায়" আমাদের বিদ্যা তো জানেন্, শ্রীপঞ্চমী পেটের ভেতর, দেখ্‌লুম এ কথাটা আর কারো কাছে শুনিনি, অমনি, খোলা আচ্‌ড়াতে, খোলা আচ্‌ড়াতে, বোল্‌তে লাগলুম্, ছোঁড়ারা বোয়ে গেছে দু পাত ইংরিজী পোড়ে ঠাকুর দেবতা মানে না,

শাস্ত্র মানে না, দু দিনে উচ্ছন্ন যাবার জোগাড়, এই রকম কোরে চেঁচাতে সকলে একে একে পালালো, আমিও শীগ্‌গির কাজ গুচিয়ে সড়েঙ্গা ভাঁটলুম। মহাশয়! দেখুন দেখি, এই ছেলে-দের মুখে এ সব কথা কোথা থেকে হোলো। টোলে পড়্‌লে কি আর এ সব শেখে? তা হোলে বড় জোর পূজ কোত্তে কোত্তে হোমের ঘি কি কোরে চুরি কোত্তে হয়, কাচায় দক্ষিণে বাঁধতে, মেয়েদের কাছে ঠনাঠন কোরে কুশী বাজাতে, পুঁথী পোড়্‌তে পোড়্‌তে উঁ উ কোরে পাত্‌ দুই তিন ছেড়ে দিতে শিখ্‌তে পারে, ওসবের ধার্‌ ধারে না।

ভদ্র। (সরহস্যে) তা বটেইত মহাশয়, টোলে আপ-নারা পড়ান, সেখানে কি আর ও সব শিখ্‌তে পারে? বড় জোর যা বল্লেন।

ভট্ট। (না বুঝিতে পারিয়া) সে কতায় কায কি? আজ কাল আমাদের আবার ভাল কোরে পড়াতে হবে, নইলে এই ছেলেরা বড় হোলে যে রকম বাপ মার ছরাদ কোর্‌বে, আর মন্সা পূজো কোত্তে বামন ডাক্‌বে তা গোড়া দেখেই টের পাওয়া যাচ্চে, এদের কাছে যজমানি করা বড় সহজ হবেনা, আমাদের পুন্যি তাই মানে মানে এ রকমে কেটে গেল, তবু ফাঁকা পেট বোলে কত জায়গায় ঠেক্‌তে হয়।

ভদ্র। (রহস্য) না আপনাদের ছাত্র অবিশ্যি ভাল রকমই হবে, তা হোলেই যজমানের মন রাখ্‌তে পারবে, (স্বগত) থামে জুতোও খেতে পার্‌বে।

ভট্ট। তা হোলেই হোলো। আমরা যাদের শিক্ষে দেবো তারা যে রকমে হোক্ পেটের জোগাড়টা কোত্তে পারবে। তবে কি না এ সব যদি বেটারা উঠিয়ে দেয় তবেই সর্ব্বনাশ। নদী না থাক্‌লে কে মাজি চিনতে পারে বল। উঠিয়ে দিলে পুজো শিখেই বা কি হবে? শ্রাদ্ধর মন্তর শিখেই বা কি হবে? মোসাবি বই আর উপায় থাক্‌বে না।

ভদ্র। ভটচাষ্যি মহাশয়! আপনার ও ভয় হোয়েছে কেন?

ভট্ট। তোমরা কি শোননি, রাজাকে সেই যে কে কেটে ফেলেছে, সেই জন্যে তাঁর ছেলে বাপের শ্রাদ্ধ ফেলে যুদ্ধ কোত্তে চল্লেন, কালকে দিন হোয়েছে। এতে পরকে আর বোলবো কি, বড় লোকের এই কাণ্ড, ছোট লোকের ঘরে হবে তার আশ্চর্য্য। ছোট লোক বরং ভাল, তারা মা বাপ মোলে ভিক্ষে শিক্ষে কোরে শ্রাদ্ধটা করে। কেনই বা না কোর্‌বে তারা তো আর হেলান দোলানোর ধার ধারে না, কাযে কাযেই বরাবর যা হোয়ে আস্‌চে তাই করে। এখনকার বাবুরা মা বাপের শ্রাদ্ধের কিছু দিন আগে থাক্‌তে বোলতে থাকেন "আমাদের সাহেব বেটা বড় দুষ্টু, এক দিন কামাই হোলে অম্‌নি জরিমানা করে, হয় ত এই বোলেই কলা দেখান; ভটচাষ্যির উপর শ্রাদ্ধ করবার ভার দিয়ে দ্বাদশের দশ ছেড়ে দিয়ে বাকীর মধ্যেই ভটচাষ্যিকে ধোরে বামুন খাইয়ে মা বাপের শ্রাদ্ধ করেন। যদি বুড়ো বুড়ী বাড়ীতে থাকে, তা হোলেই বাবুরা নাচার, অম্‌নি "ষ্টুপিড

বাঙ্গালি” বোলে কত ঝালই ঝালেন, শেষে কি করেন, চেলি মুড়ি দিয়ে পিঁড়েয় বসেন, তা আবার কোন মুখো হোয়ে বোস্‌তে হয় ভট্‌চায্যিকে জিজ্ঞাসা করেন, পরে ভট্‌-চায্যি তো বোকে মরে বাবু হুঁ হুঁ দিয়েই সারেন্, মধ্যে মধ্যে একটা একটা ওঁ উচ্চারণ কোরেই বাপ মার শ্রাদ্ধ করেন। এতে ভটচায্যিদের বাপ মার শ্রাদ্ধ বোল্লেই হয়, কেবল চেলির জন্যেই সে গোল। এর পর ভটচায্যিদের যে বার্ষিক টাকা দুই বরাদ্দ তার মধ্যেই দক্ষিণে, তবে উপরির মধ্যে পয়সা কতক আর রান্না ঘরের ফোঁকোর ওলা গামছা খানা এই মাত্র। নৈবিদ্দেরতো কথাই নেই, বারকোস্ খানা খুব জম্-কানো হয় বটে, কিন্তু তার উপর চারধারেতো বাবা ক্ষেতের অনুগ্রহ তা আবার এমনি যে কুলোন্‌না, মদ্দিখানে আধ কুন্‌কে টাক্ আলো চেলের উপর হোলোতো একটা নার-কোল নাড়ু, নয়তো মা চিনি দেবীর ফাটা পায়ের ধুলো।

ভদ্র। (সহাস্যে) এখন এই সব দেখেই আশ্চর্য্য হোচ্চেন, বাঁচেন তো আরও কত দেখ্‌বেন, এখনও অনেক বাকি আছে, এখনও মা বাপ মোলে কাচা গলায় দেয়, কিছুদিন পরে আপনাদের উপর সে ভারটাও পোড়বে। আজও আলো চাল সেদ্ধো, দই কলা মাখা পিণ্ডি দেখ্‌তে পান, কিছু দিন পরে তার জায়গায় উইলসনের অনুগ্রহ হবে। সুদু পায়ে চেলি পোরে, পিঁড়েয় বোসে শ্রাদ্ধ হোচ্চে, জুতো পায়ে প্যান্ট্যালুন, চাপকান্, ষ্টকিং পোরে চেয়ারে বোসে শ্রাদ্ধ হবে।

ভট্ট। বাবা সব বুঝলুম, মদ্ধিখানের কি "হুইলের ছিপ" না কি বোল্লে বুঝতে পারলেম না।

ভদ্র। বুঝতে পাল্লেন্ না? উইলসনের বাড়ীর খানা শোনেন নি! সেই তাই।

ভট্ট। (সচকিতে) সে খানা কার খানা?

ভদ্র। যাদের উপর আপনাদের এত চোট।

ভট্ট। তাঁদেরই ভাল, দেখচি আলো চেলের চাস আর জেয়াদা দিন নয়।

ভদ্র। তা মিথ্যা নয়।

ভট্ট। বাবা যদি সবেই বোদ্‌লে যাবে তবে আমাদের কি আজন্মকাল অপবিত্রে পবিত্রবা "মধু মধু মধু" কত্তে হবে? আমাদের কি কিছু হবে না?

ভদ্র। হাঁ, হবে বই কি; আপনাদের একেবারেই হবে।

ভট্ট। একেবারে হবে কি বল (ত্রস্তে)।

ভদ্র। আপনাদের যজমানি কোরে আর খেতে হবেনা।

ভট্ট। সে কি হে? তুমি কেমন কথা কও! এই বোল্লে শ্রাদ্ধটা হবে। তা যেমন কোরে হোক্‌না, আমাদের তো ডাকবে।

ভদ্র। মহাশয়! সে কি আর খোলা কেটে শ্রাদ্ধ, সে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রাদ্ধ। তাতে ভট্টাচার্য্যের দরকার করে না, এক জন আচার্য্য থাকলেই হয়।

ভট্ট। হ্যাঁগা! ব্রাহ্মধর্ম্ম আবার কাকে বলে?

ভদ্র। তাতে মাটীর ঢিপি, নুড়ি অবতারের সম্পর্ক নেই, এক নিরাকারের আরাধনা।

ভট্ট। (সভয়ে) তবে কি ঘণ্টা, কোশা কুশির সম্পর্কই উঠে যাবে?

ভদ্র। তা যাবে বইকি।

ভট্ট। জিজ্ঞাসা করি, লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা কি কোরে আরাধনা কোরে থাকেন?

ভদ্র। সকলে এক জায়গায় বোসে চোকবুজে থাকে, আর আচার্য্য আরাধনা করেন, তারা শোনেন, পরে একজন ডাকতে থাকেন।

ভট্ট। ও! সেই চোক বোজারা? মনে হোয়েছে, সে দিন বড় মশাইয়ের বাড়ী গিয়েছিলুম সেখানে বোসে আছি, শুনলুম কি " তিনি কথায় কথায় এ কথা পড়াতে বোল্লেন, সেই সব বাস্তু ঘুঘুদের অবিদ্যের বাড়ী বাসা, লাল জলের পূজা, সময় বিশেষে জল পথ স্থলপথ, শূন্যপথ সকল স্থানেই বিচরণ কোরে থাকেন, আর এমন কাযটী নেই যে, সে মহাত্মারা করেন্ না। কিন্তু সভায় গিয়ে "ওঁতৎসৎ একমেবাদ্বিতীয়ং" বোলে চোক্‌বুজে, যেন টেয়া দাঁড়ে বোসলেন। মহাশয়! এই চোক্‌বোজার প্রথা হওয়াতে তাঁদের বড় ভাল হোয়েছে। সভায় বোসে লাল চোক্ আর কেউ দেখ্‌তে পান্‌না।

ভদ্র। হা হা হা। ঠিক বোলেচেন। চোক্‌বুজে ঈশ্বরের ভাবনাটা যত হোক্‌না হোক্ সভা ভাঙ্গবার ভাবনাটা বড় হয়। যাঁরা বিট্‌কেল ভক্ত তাঁরা ক্রমে ক্রমে " তুমি

পিতা ” “ তুমি নাথ ” এই রকম এক এক বক্তৃতা করেন। তাঁদের ইচ্ছে, এই রকম কোল্লেই মানুষ বোল্‌বে ; তা নাম নেওয়া দূরে থাক্‌ আমার তোমার মত লোকদের গালাগাল খেতে খেতেই চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হোয়ে যায়।

ভট্ট। যা হোক্‌ মহাশয়! আমার বাপ চোদ্দ পুরুষ কেউ কখন এমন দাব্রে পড়েনি, আচ্ছা মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, এদের হোতে কি দেশের কোন উপকার হয় ?

ভদ্র। তাতে ঢের, আবকারীর টাকা এঁদের ঠাই থেকেই উঠে, আর বিদ্যাধরীদের পেট এঁদের হোতেই চলে। দুই একটা স্কুল হোয়ে থাকে তা আবার ডানা উট্‌লে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আমাদের শাস্ত্রে আছে।

“ প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্‌ যুগে জনা।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দ-ভাগ্যাঃহ্যুপ দ্রুতাঃ ॥
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্য-বির্জ্জিতাঃ।
দুরাচার-রতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখাঃ ॥
পরা পরাপবাদ-নিয়তাঃ পর-দ্রব্যাভিলাষিণঃ।
পরস্ত্রী-সক্ত-মনসঃ পরহিংসা-পরায়নাঃ ॥
দেহাতনদৃষ্টয়ো মূঢ়াঃ নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ। ”

ভট্ট। (কর্ণে হাত) তার কথাকি, যা শাস্ত্রে লেখা আছে তাকি আর মিথ্যা হয়। আর ওকথা বোলোনা ; ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আবার ধর্ম্ম ; আরসোলা আবার পাখী।

ভদ্র। (স্বগত) দেখ্‌চি ইনি সংস্কৃত শ্লোকটী বিলক্ষণ

বুঝতে পেরেছেন তাইতে একেবারে কানে হাত। (সরোষে প্রকাশ্যে) আপনি বুঝি, শেষকালে ধর্ম্মের উপর দিয়ে সব রাগ ঝাড়লেন। ধর্ম্মের নিন্দে কোরবেন্ না, আমাদের সোণার হিন্দুধর্ম্ম যেমন আপনাদের মতন মহাপুরুষদের জন্যে হ্যাক্ থু হোয়েছে, ঐ সনাতন ধর্ম্ম ও সেই রকম জন-কতকের জন্যে কি দূষিত হইবে? যেমন এক খাদ্য থেকে বিষ্টাও হোচ্চে আর রক্তও হোচ্চে, সেই রকম এ ধর্ম্মের বেলাও বিবেচনা কোরবেন।

ভট্ট। (স্বগত) আঃ মোলো! এই এতক্ষণ যা বোল্-ছিলুম তাইতে হুঁ দিচ্ছিলো, আপনিও কত কথা বোল-ছিলো, আবার এখন যে একেবারে সে মত ফিরে গেল। (প্রকাশ্যে মাথা চুলকান) না ধর্ম্মের কিছু দোষ নেই, তবে যা বোল্লে।

ভদ্র। বড় যা বোল্লে নয়, আপনার যেমন স্বর-স্বতীর সঙ্গে লাঠালাঠী, কিন্তু টৈতন রেখে, তসর পোরে, ফোঁটা কেটে, পণ্ডিত হোয়ে বিদেয় নেন; সেই রকম অনেকে এই ধর্ম্মের সব পারুন না পারুন, বাইরে কার নিয়ম গুলো পালন কোরে ব্রাহ্ম নাম ধরে বটে, কিন্তু তারা আপনাদের মত অত গুণ ধরে না। আপনারা যখন পূজো করেন— দুএকটা আপনাদেরও বলি রাগ কোর্‌বেন না, মন্ত্রের সঙ্গে ঝগড়া তা পূজোর সঙ্গে ভাব থাক্‌বে কি; নৈবেদ্য, গামছা আর দক্ষিণের উপর খালি নজর পড়ে। ফলারের দিন আর বোল্‌বো কি, আপনাদের জন্মতিথি পূজো।

ভট্ট। (স্বগত ত্রস্ত) ও সর্ব্বনাশ! কার সঙ্গে কথা কোচ্ছিলুম। এ ব্যাটা এত জান্‌লে কোথা থেকে! আমি জলঢোঁড়া ভেবে গ্রাহ্য করিনি শেষে গোকুরো হোয়ে পোড়্‌লো। আগা গোড়া সব শুনেছে। যাঃ, এত দিনের পর সব বিদ্যা প্রকাশ হোয়ে গেল। (প্রকাশ্যে) না তা ধর্ম্মের দোষ কি, আমার দোষ। আর আমি একাতো নই, আজকাল সকলেইতো এই রকম।

ভদ্র। হঁা, হঁা, হঁা বটে বটে, শনিবারের মড়া দোসোর খোঁজে, যা হোক্ স্বীকার কোল্লেন এই পরম ভাগ্য। আমি কথাটা বোলেই ভাবলুম বুঝি চোদ্দপুরুষকে—নাম্‌টা আর কোরবোনা, খাওয়াতে হয়।

ভট্ট। (স্বগত) দেখ্‌ছি এ পাপের কাছে কিছুতেই নিস্তার নেই। দেখি পাকা ফলারের কথা আর একবার বলি যদি একথা ভুলে যায়। (প্রকাশ্যে মৌখিক হাস্যে) তোমার কোল্যেণে অনেক কথা শুন্‌লুম এখন জিজ্ঞাসা করি ফলারে যাওয়া হবেতো?

ভদ্র। (সহাস্যে স্বগত) জেতের দোষ, ওকি ছাড়তে পারে, ফিরে ঘুরে সেই কথা; যা হোক্ বামুনের ছেলেকে অনেক বোলেছি আর অপদস্ত কোরবোনা। (প্রকাশ্যে) হঁা যাবো বই কি, সেই খানে দেখা হবে।

ভট্ট। (স্বগত) যাও না যাও আমার বড় ক্ষতি, একবার কলা দেখাতে পাল্লে্য হয়। (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে এখন আমি চোল্লুম, নমস্কার।

ভদ্র। তবে আসুন, নমস্কার; আমিও চোল্লুম।

উভয়ের প্রস্থান।

গহন প্রান্তে।

একাকী মনোহর।

মনো। (স্বগত) একি! তিনি ফলাহরণে যাই বলিয়া কোথায় গমন করিলেন! এত অন্বেষণ করিলাম কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পথি মধ্যে কোন অমঙ্গল তো হয় নাই? না আমাকে বঞ্চনা করিয়া কোথায় গমন করিলেন? তাই বা কি প্রকারে সম্ভাব্য! যিনি দর্শনাবধি অপরিচিতের প্রতি এরূপ সদয় ব্যবহার, বিশেষতঃ বৎস সম্বোধন করিয়াছেন তিনি কি এরূপ আচরণ করিতে পারেন? কখনই না, আমি তাঁহার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতেছি। যে চতুর্দ্দিকে সাক্ষাত কাল-সম হিংস্র জন্তুগণ ভ্রমণ করিতেছে তাহাতে অমঙ্গল ঘটিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নেই। এদিকে রজনীও গতাপ্রায়। হে রজনি! তুমি কেন এত দ্রুতগতি হইয়াছ? কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, যদি সেই মহাত্মার দর্শন পাই তবে প্রভাতা হইও; নতুবা তোমার অনুচরগণকে আদেশ কর যেন আমাকেও তাহার অনুগামী করে। হে বিধাতঃ! এত তৃষ্ণার পর একাঞ্জলি মাত্র সলীল পাইলাম তাহাও কি অঙ্গুলি মধ্য দিয়া পতিত হইল?

" রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ব্যসনানিচ।
আত্মাপরাধ-বৃক্ষানাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্ ॥ "

বুঝিলাম এ বন আমারই নিমিত্ত হইয়াছে। উঃ কি করি কোন উপায়তো দেখিতেছি না; আর আমিই বা কোথায় আসিলাম; বনের গাঢ়তা আর বোধ হইতেছে না, বোধ হয় নগর নিকটবর্ত্তী। এই যে পক্ষীগণ প্রভাত ঘোষণা করিতেছে এতক্ষণ মন দুঃখের সহায়ে হিংস্রজন্তুগণের ভয় অন্তর্হিত ছিল, এক্ষণেপ্রভাত; আর সে ভয় নাই; এই স্থানে কিঞ্চিৎ নিদ্রা যাই।

শয়ন ও নিদ্রাগত।

নিকট দিয়া মোহিন ও যোগিন্।

মোহিন। কাল তুমি যাওনি কেন হে! জ্ঞানেন্দ্র বাবু কতো দুখ্ খু কত্তে লাগলেন।

যোগিন্। তাতো কত্তেই পারেন, হাজার হোগ ফ্রেণ্ড কি না।

মোহিন। ফ্রেণ্ড বোলে ফ্রেণ্ড। যাকে ফ্রেণ্ড বোল্‌তে হয়, অমন্ মানুষ কি আবার হবে। রাজা মহাশয় যে দান ধান কোরেচেন তা সার্থক হোয়েচে বটে। ওঁর শরীরে কিছুরই অভাব নেই, রূপে গুণে, ধনে, মানে, বিদ্যেতে, সকল বিষয়ে সমান; এঁর যেমন, এমন আর একত্রেত কথন দেখা যায় নি। তাই কি গোমোর আছে, সকলের কাছে সমান। এমন হওয়া দূরে থাক এর সিকির সিকি হোলে কত লোক পৃথিবীতে পা ফেলে না, ঘাড় সোজা হয় না,

জায়গা বুঝে চলন কেরে, হঠাৎ কতায় দাত বেরোয় না, দেখলে প্যাঁচা বই বোধ হয় না; কিন্তু এঁর সে সব কিছুই নাই।

যোগিন। বাস্তবিক যা বোল্লে! এমন লোক আর দেখিনে। বিশেষ এঁর একটা বড় গুন এই যে কোন রকম এঁর কাছে অভাব নেই। একটা ঘরে কেবল রকম রকম রকমার বোতল, তড়িত, চক্ষুর নেশা, জটার পাতা, চরোস, যত রকম আছে, আর ফোচকে নেশা তো আছেই, এই সকলে ঠাসা। জিনি যায় ভক্ত তিনি তাই পান, কেউ নিরাশ হন্‌না। জ্ঞানেন্দ্রর ইচ্ছে এতগুলি বরাবর রাখে; কেবল ষ্টুপিড্‌ ফাদারের জন্যে পেরে ওটেনা।

মোহিন। থাউজ্যাণ্ড থ্যাঙ্ক্‌স মাইডিয়ার! আমিও একথা বোলবো মনে কচ্ছিলুম। ওলড্‌টা গেলে ভারি মজা হয়। বাবু নতুন নতুন খেতে শিখে এর টেষ্ট আর ভুল্‌তে পারেন না, কালকে যখন বৈঠকখানায় আমাদের ইয়ারকির প্যাকেজ খোলা হয়েছেল; বাবু আহ্লাদে উন্মত্ত হোয়ে দাঁড়িয়ে বোল্লেন আমি যখন রাজা হবো, তখন হোল প্রপার্টি যায় সেও স্বীকার, তবু এ আমোদ ছাড়বো না। সে যা হোক্ কালকে ভারি মজা হোয়ে গেছে? তুমি যাওনি তার রিজন্ কি?

যোগিন। সে আর কি বোল্‌বো ভাই?

মোহিন। কেন, প্রাইভেট্?

যোগিন। না, প্রাইভেট্ আর কি, তবে শোন যে দিন

জ্ঞানেন্দ্র এখানে ছিল্‌না, সে দিন সন্দে বেলা জিব শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগলো কিছু ভাল লাগে না, কি করি, বাবুতো ছিলেন না সেই জন্যে এক শুঁড়ির দোকানে তাই ধারকোরে খেয়ে ছিলুম, তার পর সে রোজ টাকা চাইতে আস্‌তো।

মোহিন। টাকা না পয়সা?

যোগিন্। ও মাই ডিয়ার! বাবুর অনুগ্রহ অবধি আর কি পয়সার মাল খাই, টাকার মাল। তার পর আমি, উপায় নেই দোবো কোথা থেকে, আজ হবেনা কাল হবেনা বোলে কাটাতুম, কাল্‌কে ওখানে যাব বোলে বেরিয়েচি আর বেটা ধোরেচে, আমি নাচার, প্রথমেতো খুব খানিক্ ঠাকুরদের নাম শোনালে; পরে দেখে যে রাজার ছেলের সঙ্গে বেড়াই সেই জন্যে সেখানে আর কিছু না বোলে এই বনে এনে—আর কি বোল্‌বো।

মোহিন। না, থামলে কেন? বলনা।

যোগিন। তার পর আর কি, বিলক্ষণ খাইয়ে দাইয়ে কাপড় চাদর জামা সব কেড়ে নিয়ে, কোপ্‌নি পরিয়ে, এক গাছে বেঁধে রেখে গেল। এই সকল এসে এই কাপড় খানি দিয়েছে তা বাবা! অন্ধকারে মারই খাই আর যাই খাই দাম দোয়া হোতে যে রক্ষা পেলুম এই আমার পরম লাভ?

মোহিন। (সরোষে) তুমি কি রকম লোক! তোমার স্পিরিট্ নেই অনায়াসে শুঁড়ির মার খেলে? দাড়াও আমি বাবুকে বোলে দিচ্চি, এমন ষ্টুপিড্ ফ্রেণ্ড থাক্‌লে তাঁর

ক্ষেতি হবে, কেউ রেসপেক্ট কোরবে না আমাকেও কেউ মান্‌বে না।

যোগিন। উঃ চোটে যে চোঁচাকলা হোয়ে পোড়লে গরুর রক্ত খেতে শিখলেই ঐ সব গা সওয়া হোয়ে যায়; তোমারও এমন দিন পাবো।

মোহিন। আই এ্যাম সিত্তর টু সে. আমার লাইফে এমন কায কোরবো না, এ সব তোমার মত লোকদেরই হোয়ে থাকে। আপ্‌নার কড়ি দিয়ে এক দিন যদি খেতে পারবে না তবে কেন শিখেছেলে।

যোগিন্। তুমি আর জ্বলিওনা মা! জ্ঞানেন্দ্র বাবু আচেন বলেই গ্লাস হাতে কোত্তে পাচ্চো! এক দিন না থাকুলে অমনি ওয়াইফকে রাঁড় কোত্তে যাও, আমি সব জানি। লেট্ দি ওয়ার্ডস্ বি ফিনিস্‌ড্। ফ্রেণ্ড তোমার পায়ে চাদর জড়ান কেন? ফিঙ্গারে রক্ত কেন? কাপড়ে কাদা কেন? গা ছোড়ে গেছে কেন?

মোহিন। ও কিছুনা (তাচ্ছল্য ভাবে)

যোগিন। এই কি ফ্রেণ্ডের কায? আমি তোমাকে ওপনহার্টে সব বল্লুম কিন্তু তুমি বোলতে রিফিউজ কোচ্চো। তুমি যান, যে কথা কারও কাছে বলা যায় না সে কথা ফ্রেণ্ডের কাছে অনায়াসে বলা যায়।

মোহিন। আর তোমার লেকচার দিতে হবেনা এই শোন—কাল্‌কে ওখানে ১১।১১টা হোয়েছিল তার পর বাড়ী আস্‌চি কিন্তু পা আর চলে না, চোকও আর ওটেনা, তবু

মোরে পিটে গেট্টা ছাড়ালুম বটে, কিন্তু বাড়ীর রাস্তায় না গিয়ে এই রাস্তায় খানিক এসে ডিচের ধারে পোড়ে ঘুমের ঘোরে খানায় পোড়ে গেলুম।

যোগিন। বড় যে ঘুম ঘুম বোলে যাচ্চো? নেসা বোল্‌তে সেম্‌ হয়?

মোহিন। নো সেম! আমরা এমন নেসা করি না যাতে সেন্স যায়; এ শ্লিপের কায।

যোগিন। ভেরি গুড্‌ লেট্‌ মি সি দি এণ্ড।

মোহিন। দ্যাট্‌স অল্‌। আমিতো খুব ঘুমচ্চি, এমন সময় জন কতক এসে পা হাত টিপে দিতে লাগ্‌লো, আমার খুব আরাম বোধ হোতে লাগ্‌লো, ইদিকে শরীরেও কিছু সাড় নেই, তার পর বাবা কি হোয়েচে জানিনা; এখন ত বন থেকে উঠে আস্‌চি।

যোগিন। ডিয়ার, তারাই কি পায়ে চাদর খানা বেঁধে দিয়েছিল?

মোহিন। (মুখভঙ্গি করিয়া) নাঃ, তাদের হাতের দাগ পোড়েছেল বোলে চাদর খানা আমি বেঁধেছি।

যোগিন। (সাহ্লাদে) ও ফ্রেণ্ড আমি সব বুঝেচি, নেসাতে খানায় পোড়েছিলে, শ্যাল কুকুর তোমার চাকর হোয়েছিল, আর শেষে বেয়ারা হোয়ে এই বনে এনেচে, নো ডাউট্‌।

মোহিন। (মাথা চুলকাতে ২) মে বি, আমি তখন যে রকম হোয়েছিলুম, হোতেও পারে, আশ্চর্য্য নয়।

যোগিন। এটা ভারি ঘুমের কাজ। তুমি বল আমার কথা কাকেও বোল্‌বো না, যদি বল, আমিও তোমার কথা সকলকে বোলে দেবো।

মোহিন। নো মাই ফ্রেণ্ড! কেউ কাকে বোল্‌বো না।

যোগিন। দ্যাটস্ দি বেষ্ট প্ল্যান্।

(রাজপুত্রকে দেখিয়া),

হোয়াট্ ইজ্ দিস্ মাই ফ্রেণ্ড?

মোহিন। আমার বোধ হয় কর্‌পস্, কিন্তু দেখচি ভাল ড্রেস পরা।

যোগিন। তাইত এর কোন কারণ আছে, যা হোক ছুঁয়ে দেখি।

মোহিন। ডোণ্ট টাচ্? নাইতে হবে।

যোগিন। উঃ মুসল্‌মানের হাতের জিনিস খেতে পাচ্চেন আর লুকিয়ে মড়া ছুঁতে পারেন্ না? কেউতো আর দেখ্‌তে পাচ্চে না, যে দোষ হবে।

মোহিন। তুই ভাই ছোঁ, আমি ছোঁবোনা।

(কথা শুনিয়া মনোহরের নিদ্রা ভঙ্গ ও উহাদের মুখ পানে দৃষ্টি)

এই যে জীবিত! (রাজপুত্রের প্রতি) অহে তুমি এই গহন প্রান্তে একাকী তৃণ-শয্যার উপর মৃত্তিকা উপাধান করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলে ইহার কারণ কি? আকার প্রকারে তোমাকে লোকের সন্তান বলিয়া বোধ হইতেছে।

মনো। যাহা কহিলেন সত্য, কিন্তু বিপদই আমার এই

স্থুরবস্থার মূল। নিবেদন, আপনারা কে এবং কোথায় যাই-
বেন, বলিয়া সন্তুষ্ট করুন্।

যোগিন্। আমাদের নিবাস এই নিকটবর্ত্তী নগরে
আমরা রাজপুত্রের সহচর এবং আপাততঃ তাহার নিকটেই
যাইব এক্ষণে আইস আমরা তোমাকে সে স্থানে লইয়া যাই।

মনো। মহাশয়! তাহা হইলে আমি চিরোপকৃত হই।

(সকলের প্রস্থান)

রাজসভা।

স্থদর্শন, ধরণীধর, জ্ঞানেন্দ্র ও ঘটক।

ঘটক। অমন পাত্র আর হবেনা মহাশয় আমি তো এত
দেশ বেড়ালাম কিন্তু অমন ছেলে আর কোথাও দেখলুম না।

স্থদ। সে ত ভাগ্যের কথা, আমার মেয়ে তো আর
রাখা যায় না, বিবাহের উপযুক্ত হোয়েচে। আপনি ঠিক
কোরুন আমি তাকেই মেয়ে দেবো।

ধর। মহারাজ! কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কি
পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সমর্পণ করিবেন? ঘটনা যে করে
সেই ঘটক। ঘটনা সত্য বলেও হয় মিথ্যা বলেও হয়। আজ কাল
আবার সত্যের সব উপর রাশীকৃত অলঙ্কার দিয়ে বলা-ঘটক-
দের ব্যবসা হোয়েছে; অতএব ঘটক মুখে শুনিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
হওয়া বিদ্বানের কার্য্য নহে। রাজ-ঘরের কন্যা, বিদ্যাবতী,
রূপবতী, গুণবতী অতএব তাঁহাকে অপাত্রে প্রদান করাও যা,

গলায় কলসি বাঁধিয়া অগাধ জলে নিক্ষেপ করাও তা, এতে আপনার নিন্দা এবং রাজকন্যারও চিরদুঃখ।

সুদ। মন্ত্রিবর! তুমি যাহা বলিলে সকল সত্য কিন্তু এই ঘটক শিরোমনি অতিশয় মান্য, সম্ভ্রান্ত ও অসাধারন পণ্ডিত মধ্যে গণ্য। ইনি কখন মিথ্যা অলঙ্কার দিতে পারিবেন না বিশেষতঃ আমার সহিত বিশেষ সৌহৃদ্দ।

জ্ঞানে। পিতঃ! আমিও উঁহাকে বিশেষ রূপে জানি, উঁনি এক জন বিজ্ঞলোক উঁহার কথায় কখন অবিশ্বাস হইতে পারে না।

ধর। আপনারা বলিতেছেন কি করি কিন্তু উঁনি ঘটকশিরমণীই হউন, আর যেই হউন, আমি সত্য কহিতে ভীত হইব না, বিশেষতঃ আমি মন্ত্রী, দেখুন, ধনে সকলই করিতে পারে, ধনের জন্যে পিতৃ-বিরোধ, ভ্রাতৃ-বিরোধ করিতেছে, চুরি ডাকাইতি হইতেছে, মনুষ্য হত্যা হইতেছে, সৈন্যগণ সমর ক্ষেত্রে জীবন দিতেছে, অপরিচিত আপন হইতেছে, কত লোক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইতেছে। ধন হইতে সকলই হইতেছে। ইনি বরের নিকট হইতে অর্থ পাইবেন ইহাতে কিছু অলঙ্কার দিয়া কহিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে? কিন্তু নিবেদন—আপনারা যদি রাজ কন্যার শুভান্বেষী হয়েন ওরূপ পাত্রে প্রদান করিবেন না।

ঘটক। মন্ত্রি! তোমার বিলক্ষণ বক্তৃতা-শক্তি জন্মিয়াছে? কিন্তু জানিও তুমি অর্থ-ভোগী বলিয়াই, অদ্য রাজার আপনার হইয়া বলিলে। আমাকে অপবাদ দিলে বটে,

কিন্তু তুমিও রাজার অর্থ-প্রত্যাশী, অর্থ অর্থেই ভৃতত্ব স্বীকার করিয়াছে।

ধর। যদি বলিলেন তবে বলিতেও হয় আমার ভৃতত্ব বটে, কিন্তু ইহা চাটুকারিতা অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম। আর অর্থ-প্রত্যাশীর কথা যে বলিলেন উহা পৃথিবীর গতিক! এই রাজা দেখিতেছেন ইনিও প্রজাদের রাজস্ব-প্রত্যাশী। প্রজাদের অনিষ্ট হইলে তাহারা রাজস্ব দিতে পারে না, সে হেতু রাজার ক্ষতি হয় অতএব জানিবেন সকলেই অর্থ-প্রত্যাশী। তবে অর্থ অর্জ্জনের দুই উপায়—এক সৎ অন্য অসৎ। গায়ের রক্ত জল করিয়া লওয়া সৎ উপায় এবং তিন রকম চুরি করিয়া লওয়া আর আপনারা যেরূপে লন ঐ সকল অসৎ উপায়।

"নিস্বং ত্যজন্তি গণিকা অকল্যং নৃপতিং প্রজা
অধীতবিদ্যা আচার্য্য মৃত্বজো দত্তদক্ষিণং,
খগাধীত-ফলং বৃক্ষং ভুক্তাচাতিথয়োগৃহং
দগ্ধং মৃগা স্তথারণ্যং জারা ভুক্তারতাং স্ত্রিয়ং।"

এই সকলের পরস্পর যেমন সম্বন্ধ, আপনার সঙ্গে রাজা মহাশয়েরও তেমনি সম্বন্ধ, আপনি বরকর্ত্তা, কন্যা-কর্ত্তা উভয়ের নিকট অর্থ পাইবেন, সেই জন্য দুই বেলা যাতায়াত ও রাজ পদে তৈল দিতেছেন; কিন্তু বিবাহ হইলে, আর এ পথের দিকে আসিবেন না, রাজাও ভ্রমেও আপনার নাম করিবেন না।

ঘটক। ওটা আমাকে বলিলে বটে, কিন্তু আপনার দিকে একবার বসায়ে দেখ। যত দিন রাজা মহাশয় সাদা চাক্তি দিতেছেন তত দিন—তার পর আর নহে।

সুদ। (মন্ত্রির প্রতি) ওহে! আগন্তুক ব্যক্তিকে ওরূপ বলা বিধেয় নয়, বিশেষতঃ ভদ্র—মান অপমান বোধ আছে।

ঘটক। (মন্ত্রির প্রতি) যথেষ্ট বলিয়াছ এবং প্রতি-বন্ধকতা দিতেও সাধ্য মত চেষ্টার ত্রুটি করিতেছ না, কিন্তু দেখিও বিধির নির্ব্বন্ধ থাকিলে এই বরের সহিত বিবাহও হবে কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না। শুন্‌বেন্ না, আমি আর একদিন আস্‌বো—এখন যাই।

(সরোষে প্রস্থান)।

সুদ। সে যা হোক্ মন্ত্রি! কন্যাকে বয়ো-প্রাপ্ত দেখিয়া আমার দিন দিন চিন্তার বৃদ্ধি হইতেছে, আশু কোন উপায়ও দেখিতেছি না। আর দেখ মন্ত্রি! তুমি যে ইহাকে কন্যা দিতে নিষেধ করিতেছ তাহার কিছু কারণ দেখিতেছি না। দেখ—

" বিদ্যয়া বপুষা বাচা বস্ত্রেণ বিভবেনচ
বকারৈ পঞ্চভির্যুতা নরঃ প্রাপ্নোতি গৌরবং। "

মোহিনেত এই সকলের কিছুরই অভাব নেই?

" সভা জিতা বস্ত্রবতা মিষ্টাশা গোমতা জিতা
অধ্বাজিতা যানবতা সর্ব্বং শীলবতা জিতং। "

দেখুন, শীলতাই যদি না রহিল! তবে আর কি আছে? আর আপনি যে গৌরবের কথা বলিলেন তাহা উঁহার আছে স্বীকার করি—কিন্তু গৌরব সমভাবে রাখাই কার্য্য। কিন্তু

মোহিন এমন সকল গুণে ভূষিত যে সে গৌরবের মূলে ভস্ম পড়িয়াছে।

মনোহর ও যোগিনের প্রবেশ।

সুদ। এস যোগিন্! তোমার সঙ্গে এ বালকটী কে?

যোগিন্। মহারাজ! ইনি কে, কিম্বা ইহার সম্বন্ধীয় কোন কথা আমি জ্ঞাত নহি, কেবল বন-মধ্যে অনাথের ন্যায় মৃত্তিকা-শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, এই মাত্র দেখিয়াছি। শুনিলাম 'উনি রাজপুত্র, বিপদ-গ্রস্ত হইয়া বনে আগমন করেন, পরে এক উদাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়; পরে সেই উদাসীনকে না দেখিতে পাইয়া বন অন্বেষণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া ছিলেন।

সুদ। হে রাজপুত্র! তুমি উদাসী-বিরহে চিন্তাকুল হইও না, তিনি তোমার নিকট হইতে আসিতে আসিতে বন প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, পরে সৈন্যব্যূহ দেখিয়া আমার নিকট কারণানুসন্ধান করিতে আসিয়া শুনিলেন, ইহারা নীলগদর-অধিপতির বিপক্ষে প্রেরিত হইতেছে, ইহাতে তিনি আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া, যুদ্ধে গমনাশয়ে, আমার প্রার্থনা করাতে; আমি তাঁহাকে সেনাপতি বেশ প্রদান করতঃ যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছি; অতএব যত দিন না তিনি আইসেন, অথবা কোন সমাচার না পাওয়া যায়, ততদিন তুমি আমার বাটীতে অবস্থান কর।

মনো। হায়! বুঝি অনর্থ ঘটিল, উদাসী ব্যক্তি যুদ্ধের কিছুই জানেন্ না, বিশেষতঃ নীলগদর-পতি অতি দুর্দ্দান্ত,

কেনই বা যুদ্ধে গেলেন, বুঝি আমার মত দুঃখ-ভাগী হইতে হয়। হে মহারাজ! গমন করিয়াছেন আর উপায় নাই; এখন আপনার দয়ালুতা দেখিয়া অপার প্রীতি লাভ করিলাম।

সুদ। জ্ঞানেন্দ্র! এই লহ—তোমার একটী সুহৃৎ বৃদ্ধি হইল, তোমার গৃহে লইয়া যাও; দেখিও, কোন প্রকারে যেন হতাদর না হন, সর্ব্বদা সাবধান লবে।

জ্ঞানে। যে আজ্ঞে, আমি উঁহাকে ভ্রাতৃসম পালন করিব।

(উভয়ের ও যোগিনের প্রস্থান।)

সুদ। (মন্ত্রির প্রতি) মন্ত্রি! কেমন অপরূপ রূপ দেখিলে! যেন বিধাতা আপন নিপুণতা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ইহাকে সৃজন করিয়াছেন। আহা! কিবা পৌর্ণমাসীর শশধরের ন্যায় মুখ চন্দ্রিমা, দুঃখের বিষয়—এ সুধাকরকেও উদাসী-বিরহ-দুঃখ-রাহু গ্রাস-প্রায় করিয়াছিল। এক্ষণে সমাচার-নিষ্কৃতি পাইয়া দ্বিগুণতর কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। সুদৃশ্য ওষ্ঠ দ্বয়, তিল-কুসুম সদৃশ নাশা, কাঞ্চন-নির্ম্মিত-প্রায় শ্রবণ, টঙ্কার-দত্ত ধনুর ন্যায় ভ্রূ যুগলের, নিম্নস্থিত কৃষ্ণ তারা-সমেত-মৃন্ময় পুত্তলিকার ন্যায় নয়ন দ্বয় এবং মনোহর আঘ্রাণের নিম্নবর্ত্তী উত্থানোন্মুখ মোচদ্বয়, এই সকলে শোভার আরও সহায়তা করিতেছে। কিবা সমোন্নত গ্রীবাদেশ, আজানুলম্বিত বাহু-যুগল, সুবিস্তৃত বক্ষঃস্থল, সুদৃশ্য

কোটী-দেশ, স্তম্ভবৎ চরণদ্বয়! মন্ত্রি! একে দেখিবামাত্র আমার বাৎসল্য-ভাবের উদয় হইল কেন ?

ধর। মহারাজ! উহা পরমেশ্বরের ঘটনা—দেখুন রাজপুত্র এখন নিরুপায় হইয়া আপনার সাহায্য-প্রার্থী, কিন্তু উহার প্রতি বাৎসল্য-ভাব অথবা স্নেহ না জন্মিলে আপনি সাহায্য করিবেন কেন, এই নিমিত্ত ঈশ্বর এইরূপ করিয়াছেন। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) এই যে তমালিকা আসিতেছে।

তমালিকার প্রবেশ।

সুদ। তমালিকে! অদ্য তুমি কি নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিতেছ ? তোমাদের প্রিয় সখীর কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে?

তমা। মহারাজ! অমঙ্গল কিছুই নহে তবে মাতাঠাকুরাণী একবার আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।

সুদ। তুমি কি আহ্বানের কোন কারণ অবগত আছ ?

তমা। কারণ আমি কিছুই অবগত নহি, কেবল মাতাঠাকুরাণী গণ্ডদেশে হস্ত প্রদান করতঃ অশ্রুপাত করিতেছেন, এই মাত্র দেখিয়া আসিতেছি।

সুদ। (মন্ত্রির প্রতি) মন্ত্রি! প্রেয়সীর অকস্মাৎ ক্রন্দনের কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক এখানে আর নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে, একবার তত্ত্বানুসন্ধান করা উচিত। (তমালিকার প্রতি) তবে চল—আমি যাইতেছি।

সকলের প্রস্থান।

অন্তঃপুর।

রাজমহিষীর গৃহ।

গালেহাত ও উপবেশন।

সুলো। (সরোদনে স্বগত) হায়! রাজাকে এমন মন্ত্রণা কে দিলে? কেনই বা রাজার এমন মতি হোলো? আমার কপাল গুণে সব সমান হোয়েছে, বরাবর যাকে ভাল বোলে বোধ ছিল সেই হোলো ঘটক! এমন পোড়া মেয়ে পেটে ধরে ছিলুম যে চির কালটা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই প্রাণ্‌টা গেল। তমালিকা বোল্লে মনমোহিনী নাকি এই কথা শুনে দিন রাত দুঃখ করে, আহা! এত লেখা পড়া শিখেছে সব বুঝ্‌তে পারে কিন্তু রাজার মতিচ্ছন্ন হোলো, এক ভূতের সঙ্গে বে দিতে চাচ্চেন।

তমালিকা ও রাজার প্রবেশ।

সুলো। আসুন্‌।

সুদ। হাঁ প্রিয়ে, এমন অসময়ে আমাকে ডাক্‌লে কেন? তুমি অমন কোরে বোসেই বা কেন? আর চোকে জলই বা কেন? কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্চিনা, প্রিয়ে! শীঘ্র মনের ভাব প্রকাশ কর।

সুলো। (মৃদুস্বরে) নাথ! আমার কান্নার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কোচ্চেন? যে অভাগী মেয়ে হোয়েচে এর জন্যে চিরদিন কাঁদ্দে হবে।

সুদ। একি! আজ তুমি আমার সাধের মনমোহিনীকে কেন কটূক্তি করিতেছ?

তমা। মহারাজ! মনমোহিনী আপনার আর সাধের কই, বিসাদের হোয়েছে, দেখুন—তার বের জন্যেই আপনার সকলের কাছে মাতা হেঁট, মার রোদন, আমাদের মনোবেদনা।

সুদ। (তমালিকার প্রতি) তুমি আজ একথাটা বোল্লে কেন? রাজপুত্রী মনমোহিনী তাঁর বে, দেশ সুদ্দু লোকের আহ্লাদ, তুমি তাঁহার সহচরী, তুমি এ কথা বোল্লে?

সুলো। নাথ! রাজপুত্রী জান্‌লুম, রাজপুত্র বর কোথায়? আর লোকের আহ্লাদই বা দেখ্‌লেন কি কোরে? মোহিন্‌কে বিবাহ দিবেন শুনে সকলেই নিন্দা কচ্চে। আমার কাঁদবারও কারণ এই, আপনাকে ডাক্‌বারও কারণ এই, আর ওদের মনোবেদনারও কারণ এই।

সুদ। কেন? তোমরা মোহিন্‌কে এত খারাপ বোল্‌চো কেন? এমন সুন্দর পুরুষ, গুণবান; তবে কিসে মন্দ?

সুলো। নাথ! পুরুষ-মানুষের রূপের দরকার কি?

সুদ। (সহাস্যে) তবে কেউ নমস্কার কোল্লে টক্‌টোকে বর হোক্ বোলে আশীর্ব্বাদ কর কেন?

সুলো। (মৃদু স্বরে) নাথ! এই কি রহস্যের সময় পেলেন? যার জ্বালা সেই ভুগ্‌চে, যাহোক্ জিজ্ঞাসা করি আপনি কি ওর সব গুণ জানেন্ না?

সুদ। তোমরা স্ত্রীলোক, আজ কাল কাকে দোষ কাকে গুণ বলে বিশেষ জাননা। আজ্‌কাল কি আর ও সব নেই এমন লোক পাবে? ওরা সভ্য, যা করে সকলই প্রকাশ্য করে,

সেই জন্যে এরা কি আর মানুষ নয়? যত দেখ রামাবলী গায়, চটিজুতা পায়, তাঁরা সব লুকোচুরি খেলেন; তবু বড় গোপনে থাকে না। আজ কাল এই গতিক—কিছু লেখা পড়া শিখলেই আর বাঙ্গালিদের ভাত্ ভাল লাগেনা, ইংরেজদের নকল কোত্তে যায়, শেষে ভাল গুলি না ছুঁয়ে, যতগুলি খারাপ সেই গুলি শিখে প্রকৃত জানোয়ার হোয়ে উঠে। সকলই এই রকম, তা আর বাচ্‌বো কি, মোহিনকে তবু দেখ্‌তে ভাল, লেখা পড়া জানে; আবার ঘটকী মহাশয়ের আর জ্ঞানেন্দ্রর বড় ইচ্ছা।

সুলো। আমার কপাল গুণে সব সমান হোয়েচে, আমার পেটের ছেলে এমন হোলো তা পরে হবে তার আশ্চর্য্য কি? আর এমন অনাছিষ্টি ভাবও দেখিনি, ভাবের জন্যে আপনার বোনকে মাতালের হাতে দিতে চাচ্চে, যা হোক্ আপনার হাতে ধরি, আমার মেয়ে সাত জন্মো আইবড় হোয়ে থাক, অমন্ ছেলের সঙ্গে বে দেবেন্‌না। (সরোদনে) আমি আপনার কাছে কখন কিছুই চাইনে, দায়ে পড়ে এই ভিক্ষা চাচ্চি, আমি স্ত্রী—আপনি গুরুজন—যা হয় করুন্।

সুদ। ওকি কেঁদে ফেল্লে যে? এখন তো বে হয়নি যে অমন কোচ্চো।

সুলো। আর বাকী কি, হোলে আর বোলে কি কোর্‌বো। এখন থেকে কাঁদ্‌তে হোচ্চে; বে হোলে কি আর দেশে থাক্‌তে পার্‌বো? (রোদন)

সুদ। তমালিকে! তোমার মাতা ঠাকুরাণীকে শান্ত কর আমিতো পাল্লুম্ না।

তমা। কাঁদতেও আপনি আর শান্ত কোত্তেও আপনি। উনি কিছু মন্দ বোলচেন্‌না, করুন্ না—তাতে তো আপনার ক্ষতি নাই।

পত্র হস্তে বিনোদিনীর প্রবেশ।

আর বোন্ এখানে ছেঁড়া ন্যাটা উপস্থিত।

সুদ। (সহাস্যে) ছেঁড়া ন্যাটাই বটে। (বিনোদিনীর প্রতি) ওকি তোমার হাতে কিসের চিটী, পড় দেখি?

বিনো। আমরা পোড়েছি, পরের চিটী দেখা উচিত নয়, এ চিটী রাজকন্যা তমালিকাকে দিয়েচেন, আমি ওকে দি, আপ্‌নি ওকে পোড়তে বলুন্।

সুদ। তোমাদের এ বোধ হোয়েছে? বেস্। তমালিকে পড়তো, কি লিখেছে শুনি!

তমা। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) সহচরি! জানলুম্, অত্যন্ত ইচ্ছা থাক্‌লে সেটা কখন পূর্ণ হয় না। মনে বড় সাধ ছিল যে বিদ্বান পতি হবে, লেখা পড়ার কথা নিয়ে আহ্লাদ কোর‑বো কিন্তু পিতা তেমনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হোয়েছেন, তিনি তো আর আমার চোকের জলের কিছু জানচেন্ না। মেয়ে হওয়াও এত দায়! সাত জন্মে কেউ জেন মেয়ে জন্ম না নেয়। যাহোক্ অনেক পুস্তকে মদের দোষ পোড়েছিলুম, তা এইবার সে সব গা সওয়া হোয়ে যাবে। বোল্‌বো কি সখি! এই বের কথা শুনে আমার বিষ খেতে ইচ্ছে হচ্চে; কেবল মার জন্যে

মন কেমন করে, আর পারিনা। তোমাতে আমাতে এক প্রাণ, তাই তোমাকে বোল্লুম, কিন্তু দেখো যেন প্রকাশ কোরোনা।

তোমার

মনমোহিনী।

ভমা। মহারাজ! কি কোল্লুম, এ পত্র আপনাদের কাছে পড়ে কি অন্যায়ই কোল্লুম, এত দিনে বন্ধুতার নিয়ম বিরুদ্ধ কায কোল্লুম। (বিলাপ)

সুদ। তোমার বিলাপ করিবার আবশ্যকতা নাই, ইহাতে তোমাদের প্রিয়সখীর অনেক উপকার হইবে, অত-এব দেখ, এ পত্র না দেখিলে আমি কিছুই জানিতাম না, তোমরা স্থির হও আমি মনোমত কর্ম্ম করিব।

সুলো। আপনার মনোমত কায তো দেখ্‌তেই পাওয়া যাচ্চে, কেবল চার হাত এক সঙ্গে কোল্লেই কর্ম্ম সিদ্ধি হয়।

সুদ। (সক্রোধে) তোমারই মেয়ে আমার তো আর কেউ নয় যে ভালবাসা জানাচ্চো, আমি ভাল বুঝেই বে দেবো, না হয় দেবোনা।

সুলো। আঃ পোড়া কপাল! এক মেয়ের বে নিয়ে সকল পর হোলো, ছেলে পর হোলো, শেষে ভাতার পর্য্যন্ত পর হোলেন। ওর কপালে যা আছে তাই হবে! আমি আর ঝগড়া কোরে কি কোরবো। নাথ! আপনার মেয়ে রাখতে হয় রাখুন, কাটতে হয় কাটুন, যা ভাল বোঝেন্ তাই কোরুন্।

তমা। মহারাজ! কেন বিবাদ করেন? দম্পাতির মধ্যে এক জনের মন ভাঙ্গলে দুজনেরই কষ্ট।

সুদ। (সচকিতে) হায়! আমি কি করিলাম, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মন্ত্রীর সহিত বিবাদ করিয়া এক্ষণে প্রেয়সীর সহিত বিবাদ করিতেছি। আমি উন্মত্ত হইয়াছি? মোহিনকে কন্যা প্রদান করিব, সে যে সকল নেশায় পরিপক্ক; ইহারা তো যথার্থ অনুরোধ করিতেছে। আহা! এই মাত্র কন্যার স্বহস্ত লিখিত পত্র দেখিয়াই আমার চেতন হইল; নতুবা এতক্ষণ আমি সংজ্ঞা-শূন্য হইয়াছিলাম। প্রেয়সি! পর্ব্বত-দ্বয় হইতে উত্থিত হইয়া স্রোতস্বতীদ্বয় বহু দূর প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে ইহা আর দেখিতে পারি না। একবার সহাস্য বদনে কথা কও, আমি বিবেচনা-শূন্য হইয়া তোমাকে অনেক মনোবেদনা দিয়াছি। (মস্তক স্পর্শ) আমি তোমার মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি মোহিন্‌কে কখন এ কন্যা সমর্পণ করিব না। উঠ, আর কেন ক্রন্দন কর?

সুলো। নাথ! পুরুষের কথা বোঝা ভার। এই এত-ক্ষণ ক্রুদ্ধ হোয়ে কত কথাই বোল্লেন্, আবার এর মধ্যে জল হোয়ে গেলেন। যাহোক্ মত ফিরেছে, এই আমার পরম ভাগ্য, আর বোল্‌বো কি।

বিনো। এই যে মনমোহিনী আসিতেছে। বেস্ হো-য়েছে, বেস্ সময়ে এসেছেন।

মনমোহিনীর প্রবেশ।

এস, তুমি ভাই! অনেক দিন বাঁচ্‌বে, এই এতক্ষণ তোমার নাম হোচ্ছেলো।

মন্। (জনান্তিকে) আর ও প্রার্থনা কোরোনা, একে মাতাল ভাতার, তাতে জেয়াদা দিন বাঁচ্‌লে আর কি দেখ্‌তে পাবে? শীগ্‌গীর মলেই বাঁচি।

তমা। সে ফাঁড়া কেটে গেছে—ভয় নেই।

সুলো। মনমোহিনী! এস আমার কাছে এস।

(মনমোহিনীর নিকটে গমন)

(মুখ চুম্বন) তোমার বেয়ে নিয়ে এই এতক্ষণ রাজার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কোচ্ছিলুম, কিন্তু উনি কিছুতেই মত ফেরালেন্ না, শেষে কি জানি, তোমার চিটী শুনেই হোক্ কি মন্ত্রীরও আমার অনুরোধেই হোক্, সে মত অমত কোরেচেন।

মন। (স্বগত) আমার চিটী কি! আমি কি পিতাকে কোন চিটী লিখেছিলুম! কই না—তবে কিসের চিটী? কেউ তো বেনামী কোরে দেয়নি, তাই বা কে দেবে, আমি কারও সাক্ষাতে তো কিছু বলিনি, খালি তমালিকাকে চিটী লিখে বোলে ছিলুম, বোধ হয় সেই চিটী দেখে থাকবেন। যা কি কোল্লুম (জিব কাটিয়া) তমালিকা এমন কল্লা মেয়ে সেই চিটী আবার মাকে বাবাকে দেখিয়েছে? কি লজ্জা! (প্রকাশে মলীন বদন)

সুলো। আর ভেবোনা, যার জন্যে ভাবনা, সে তো এখন

আর ভাবনার জিনিস নয়—তবে কেন ভাব? ঐ যে রাজা মহাশয় উঠে চোল্লেন—আমিও যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)।

তমা। (রাজকন্যার প্রতি) ভাগ্‌গিস্ চিটী লিখেছিলে বোন্, তাইসিন এমনটা হোলো। রাজা মহাশয় যে খেপা হোয়ে ছিলেন কারও কথা তৃণতুল্য জ্ঞান করেন্‌নি। এই চিটী সে সব ঘুরিয়েছে।

মন। তুমি ভাই বেস্! আর কখন কিছু বোলবো না।

তমা। তা হোলেই যদি খুসি হও কর, আমার ক্ষতি নেই, বিনোদিনীর হাতে পত্র দেখে তোমার বাপ পোড়্‌তে বোল্লেন—কিন্তু আমার নামে পত্র বোলে আপনি না পোড়ে আমার হাতে দিলেন। আমি তাঁর আজ্ঞে—কি কোরি, পোল্লুম, এতে যদি দোষ হয় নেও; কিন্তু আমি খুসি হোলুম, যে পত্র পড়াতেই তোমার এ বে রহিত হোলো।

মন। সখি! রাগ কোল্লে—তামসা কোচ্ছিলুম, কিন্তু তুমি সত্যি ভেবে দুঃখু কোচ্চো, তোমাকে আর তামাসা কোর্‌বোনা।

বিনো। কোত্তে হয় কোরো, না কোত্তে হয় না কোরো, এখন বাজে কথা ছেড়ে দেও; চল একবার উপবনে বেড়িয়ে আসি।

মন। প্রিয়সখি! বেস্ বোলেচ, ভাবনার জন্যে দিন কতক উপবনের নাম কোল্লে গায়ে জ্বর আস্‌তো, কিন্তু আজ

বড় আহ্লাদ হোচ্চে, যা হোক চল, আর দেরি করবার দরকার নেই।

(সকলের প্রস্থান)

উপবনের নিকট মনোহর।

মনো। (স্বগত) আমি তো কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, রাজা মহাশয় অন্তঃপুর হইতে আসিয়া অবধি ক্ষণে ক্ষণে কি নিমিত্ত আমার তত্ত্বাবধান লইতেছেন? আমি বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া অবধি, চারি দিকে সম্পদ্‌কেও বিপদ্ বলিয়া বোধ করিতেছি, ইহা ভ্রমও হইতে পারে কিম্বা যথার্থও হইতে পারে। জ্ঞানেন্দ্র সাতিশয় প্রণয় প্রকাশ করিতেছেন এবং আমারও তাঁহার প্রতি সৌহৃদ্দ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু ভয় হয়, যেহেতু নিগূঢ় কারণ জানি না, ভৃত্যগণ সততই প্রস্তুত, কিন্তু আমার আজ্ঞা করণে সাহস হয় না, যাহা হউক, ভ্রমণান্তে বাটী গিয়া কারণানুসন্ধান করিব। (উপবন দেখিয়া) একি প্রাচীর বেষ্টিত? বোধ হয় কোন বিনোদিনীর বায়ু সেবনের স্থান। এই যে দ্বার উন্মোচিত রহিয়াছে প্রবেশ করি—(প্রবেশ)—বাঃ কি মনোহর উপবনই আমার নয়ন পথের পথিক হইল! অদূর-বিস্তৃত অনুচ্চ-শাখা-বিশিষ্ট বহুবিধ সুরস ফল ও সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ সকল শ্রেণী-রূপে রোপিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; ফল-তরু সকল ফলভরে নত হওয়াতে রসাল বোধ হইতেছে, যেন বসুন্ধরাকে ফল উপহার প্রদানার্থে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে; বৃক্ষচয় আকাশ পথ সুবাসিত করণার্থে উর্দ্ধশিরে পুষ্পাধারের

ন্যায় বিচিত্র কুসুম ধারণ করিয়াছে এবং পৃথিব্যোপরি পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছে, পক্ষীগণ তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া সুস্বরে গান করিয়া মন বিমন করিতেছে। আহা! অবন্ধুর ভূমিখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন তৃণাচ্ছন্ন হওয়াতে কি মনোলোভা হইয়াছে। কি মনোরম্য বায়ু প্রবাহিত! অঙ্গ স্পর্শে বোধ হইতেছে, যেন নব যুবতীরমণী গাত্রে হস্ত বুলাইতেছে। উপবনের শোভা দেখিয়া জ্ঞান হয় যেন বসন্ত এ স্থানে চির বিরাজমান। এই যে নানাবিধ উভচর পক্ষীর স্বর শ্রবণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছে, ইহাতে বোধ হয় অনতিদূরে সরোবর থাকিতে পারে, যাই—একবার সরোবরের শোভা অবলোকন করিয়া আসি। (গমন) আহা! কি চিত্ত-বিনোদকারী চতুস্পার্শে চতুর্ঘট্ট-বিশিষ্ট সরোবর! (হঠাৎ কর্ণ উন্নত করিয়া) এই বৃক্ষ-মধ্য দিয়া রমণীর কণ্ঠ-স্বর শ্রুতিগোচর হইল, বোধ হয় ইহার কর্ত্তৃ আসিতেছেন, আমি পুরুষ—থাকিলে অনর্থ ঘটিতে পারে; এই বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হই—দেখি ওঁরা কি করেন্ (লুক্কায়ন)

মন। বাস্তবিক সখী! আজ এ উপবন নতুন্ নতুন্ বোধ হোচ্চে।

তমা। উপবন নতুন নয়! তোমার মন এক প্রকার নতুন্।

মন্। কেন সখী?

বিনো। বুঝতে পারোনি, ভাবনাতে তোমার মন আচ্ছন্ন ছিল, সেই জন্যে কিছুই ভাল লাগ্‌তো না, এখন সে

ভাবনা যাওয়াতে আবার আগের মত সব বোধ হোচ্চে, কিন্তু তুমি নতুন্ ভাব্চো।

মন। (হাস্য) সে তো বটে—মনে আর একটা কেমন আহ্লাদ হোচ্চে, থেকে থেকে প্রাণ হেসে উট্চে।

তমা। কে জানে বোন্, তোমার কথা তুমিই বুঝ্তে পার; আবার কোথা থেকে এক আহ্লাদ এসে জুট্লো।

বিনো। ওঁর কথা কও কেন? আহ্লাদ কান্না ওর হাত ধরা, যখন যা মনে করেন তখন তাই করেন।

(সকলের ঘাটে উপবেশন)

মনো। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমি রাজ্যচ্যুত, মাতৃ-দর্শন-বিমুখ, জীবন-দাতা উদাসীন-বিরহে বিরহিত এবং এত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, কিন্তু এই মধ্যবর্ত্তী রমণীর নিষ্কলঙ্ক মুখ-চন্দ্রমা দর্শন করিয়া, ইহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা সেই সকলকেই আমার মন হইতে দূরীভূত করিল। একি! হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইলাম? (অল্প উচ্চৈঃস্বরে) ওরে কামদেবের শানিত অস্ত্র! আমাকে নানা চিন্তায় চিন্তাকুল দেখিয়া কি তুই আমার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিলি? উঃ! শরীর অবশ হইল, আন্তরিক ভাবাপন্ন হওয়াতে অল্প অল্প ঘর্ম্ম নিসঃরণ হই-তেছে।

মন্। তমালিকে! ঐ গাছের আড়াল থেকে কে এই সব কথা বোলে দুখ্খু কোচ্চে?

তমা। জানিনে, কথা শুনে ওকে নিতান্ত কাতর বোধ হোচ্চে।

মন্। সখিগণ! চল দেখে আসি, আমারই জন্যে নিতান্ত কষ্ট সহ্য কোচ্চে।

বিনো। চল (নিকটে গমন)

মনো। (দেখিয়া মৃদু স্বরে) হে অবলাগণ! তোমরা কাহার কন্যা বলিয়া সন্তুষ্ট—(রাজপুত্রীর প্রতি দৃষ্টি দীর্ঘ-নিশ্বাস ও নিস্তব্ধ)

তম্। মহাশয়! আপনি বলিতে বলিতে অমন করি-লেন কেন? (রাজাকন্যাকে দেখাইয়া) ইনি রাজকন্যা, আমরা ইঁহার সহচরী।

মনো। রাজ-কন্যে! তুমি ধন্যা।

কেন বা এলাম বনে, দেখা হোলো তব সনে,
ধৈরজ না ধরে মনে, সহেনা আর যাতনা।
বাঁধিলে বাঁধিলে দাসে, প্রেমরূপ দৃঢ়-পাশে,
জগজ্জন বুঝি হাসে, হেরে মম বিড়ম্বনা ।।
ধরিয়ে তোমার করে, দাস অনুরোধ করে,
ও ফাঁদ দাসের তরে, পেতোনা আর পেতোনা।
মম দোষ দেখি সব, নতুবা এ কেন সব,
না এলে এ বনে তব, এ দুখ মন পেতোনা ।।

মন্। (ধীরে ধীরে সখিকে ধরিয়া উপবেশন)

নাথ! ধরি কর-বালা
সত্য করি বল বল, করিবে কথার ছল,
বধিবে বালা?
মনে না এ কথা ধরে—

যেহেতু আপনে আমি, বরেছি করিয়ে স্বামী,

অন্তরান্তরে।

নয়নে আপনে হেরে,

সমর্পেছি মন প্রান, মারিয়ে বিরহ বাণ,

ফেলোনা সেরে।

কি কব আপনে আর,

পদ প্রান্তে দিয়ে স্থান, দাসী বলি গণ প্রান!

ভিক্ষা এই আমার।

তমা। একি তুমি উন্মত্তা হোলে নাকি? হঠাৎ তোমার মন এমন হোলো কেন! উনি তোমার পিতার আশ্রয় গ্রহন কোরেচেন, ওঁকে পতিত্বে বরণ কোল্লে তোমার বাপ কি বোল্‌বেন? ছি ছি বাড়ী চল।

মন্। তমালিকে! তুমি বিশেষ জাননা ইনি জীবনের অংশ গ্রহণের যথার্থ পাত্র, তুমি কেন অমন্ কর? দত্তবস্তু পুনঃ গ্রহন করা উচিত নয়।

বিনো। সখি! এই জন্যে কি এখানে এসে অবধি তোমার আহ্লাদ বোধ হোচ্ছিল? চল বাড়ী চল, আর এখানে থেকে কায নাই।

মন্। তোমাদের যত বাদ এই অবসরে কি সব সাধবে, কেন আজ এ রকম কোচ্চো?

বিনো। (তমালিকার প্রতি জনান্তিকে) আর দেখ চো কি, রাজপুত্রীর আর সে কাল নেই, এখন আর ওসব বোলে

কায নেই, এস ওঁর সাহায্য করি, নইলে বাড়ী নিয়ে গেলে মহা অনর্থ হবে।

তমা। যথার্থ বোন্, আমিও সেই রকম দেখ্‌চি, যা হোক্ আয় বোন্, আমরা দুজনে একবার নড়ে যাই, দেখি কি করে (প্রকাশে) প্রিয় সখি! আমরা উভয়ে একবার আস্‌চি—তুমি বোস।

মন্। দেখো যেন ফেলে যেওনা।

উভয়ের গমন।

মনো। রাজপুত্রি! আমার ক্ষণকালের নিমিত্ত বোধ হইতেছে না যে তুমি আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী এবং তুমি আমার প্রণয়িনী হইবে। এ সকলই স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি তোমার—

মন্। নাথ! ওকি, বলিতে বলিতে কেন নিস্তব্ধ হোলেন? বুঝি কপটতা করিতেছেন।

মনো। প্রিয়ে! ও আশঙ্কা পরিত্যাগ কর আমিও তোমার প্রতিজ্ঞার অনুগামী, তবে বিষম বিপদ-জালের অব্যবহিত পরে চিত্ত-চমৎকারিণী রমণীর প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিতে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। বিপদ স্মরণ হওয়াতে, শরীর কম্পান্বিত, দীর্ঘ নিশ্বাস বাহিত, ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে এবং তোমার প্রণয়কে কাল্পনিক বোধ হইতেছে, দেখ আমি রাজপুত্র হইয়া কেন এ স্থানে আসিব, বিপদই ইহার মূল।

মন্। প্রাণনাথ! এ অধীনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াবধি

আপনার কেন বিপদ স্মরণ হইতেছে ? হায় ! ইহা আমার অদৃষ্টের ফল। রে গতানুশোচনা! আমাকে ইঁহার দর্শনমাত্র জীবন, যৌবন মন সমর্পণ পূর্ব্বক ক্ষণকালের নিমিত্ত কথোপকথন সুখানুভবে অভিলাষিণী দেখিয়া, কি ইঁহাকে আক্রমণ করিলি ? উঃ দুঃসহ যাতনা আর সহ্য হয়না। পিতঃ এ অজ্ঞানা কন্যাকে কি এই নিমিত্ত বারুণী সেবকের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন ? এই নিমিত্ত কি উপবন করিয়া দিয়াছেন ? নাথ ! আমি অজ্ঞানা অবলা, প্রণয়ের কিছুই জানিনা, তবে যেমন সন্তান গর্ভস্থ হইলেই স্তনে বিনা চেষ্টায় দুগ্ধ আইসে, সেইরূপ আপনাকে দেখিবা মাত্র আমার মন আপনার প্রণয়াসক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনিই আমার জীবন-কর্ত্তা।

মনো। জীবিতেশ্বরি ! তোমার এ বিলাপ শুনিয়া আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছে, বুঝিলাম সৎপাত্রে মন দিলেই মন পাওয়া যায়। আমি তোমাকে দর্শনাবধি দুর্ল্লভ বিবেচনা করিয়া নিরাশ হইয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে তোমার বিলাপ শুনিয়া আমার সে ভয় লয় পাইল।

মন্। নাথ ! আপনি আমাকে দুর্ল্লভ বিবেচনা করিয়াছিলেন ? আমিও কি আপনার প্রণয়াস্পদ ? আমিও আপনার মনকে বেদনা দিতেছি ? যদি হয় তবে আমার প্রার্থনা শুনুন্।

ধরি চরণে তোমার, দাসি নিবেদি আমার
মনের বাসনা যত করি জোড়কর।

রেখ তুমি মোরে নাথ, চিরকাল আপন সাথ,
কোরোনা আঘাত অদর্শন-শর।
(গলদেশ ধরণার্থে বাহু প্রসারণ)
তমালিকা ও বিনোদিনীর প্রবেশ।

মন্। (হস্ত সংকুচন)

তমা। ঢের ঢের দেখেছি বোন! এমন ভাব কখন দেখিনি, কখন দেখা শুনো নেই, দেখা হোয়েছে আর চোকের পালট্ ফেল্‌তে না ফেল্‌তে একেবারে হলাহলি হোয়ে গেল।

বিনো। ও বোন! বইপড়া ভাবের দস্তুরই; দুজনে কথা কোচ্ছিলেন—যেন কৃষ্ণনগরে ভটচার্য্যি বোসে গেছে।

মন। তোমরা ও কি বলাবলি কোচ্চো, কাছে এসনা?

তমা। কি আর বোলবো সখি! যত দিন দরকার তা ফুরিয়ে গেছে এখন আর আমাদের কেন? কথায় বলে—"কাজের সময় কাযী, কাজ ফুরুলে পাজী" সেই তাই এখন ভাবের লোক হয়েছে পেট ভোরে আমোদ কর।

মনো। ইস্, এ কি মানভঞ্জনের পালা কোত্তে হবে নাকি?

বিনো। যে হাত দিয়ে এ মান ভাঙ্গবে সে হাত মুখে দিলে মুখ কুট্‌কুট্ কোরবে (তমালিকাকে দেখাইয়া) ওর মান ভাঙ্গবে, পোড়া থেকে অম্বল পর্য্যন্ত সকল উপকরণে চোলবে।

তমা। না বোন, আমার মান অপমান কচু ওল কিছুই নেই, যা আছি আমি নিজে।

মনো। ও বাবা, আর ভাঙ্গতে হবেনা তোমরা যে মানের মান রেখেছ তাই বস, এখন বোস দুটা কথা কই।

তমা। কথক মহাশয় কথা কইবেন যদি, কিসের পালা?

মনো। এই গাছ পালা।

বিনো। মনমোহিনী তবে পালা, মাথায় পড়বে।

মন। এইবেরে আমার পালা আমি কিছু বলি ;—

মনো। আর বোলতে হবেনা! যে পালার পড়তা

(সকলের হাস্য)

তমা। সে যাহোক্ প্রিয় সখি! একটা কথা বোল্‌বো।

মন। বলনা, মনে রেখে কষ্ট পাচ্চ কেন?

তমা। তবে শুন, ওঁর বাঁদিকে একবার বোসো আমরা গাঁটচুড়ো বেঁদে দি।

মন। তারও কি এখন অপেক্ষা আছে?

জীবন যৌবন মন, করি যাঁরে সমর্পন,
সদা পূজি যে চরণ, হোয়ে এক-মন।
প্রেম-পাশে বাঁধি যারে, রেখেছি অন্তরাগারে,
বসন-বন্ধনে তাঁরে কিবা প্রিয়জোন॥
স্থাপিয়ে হৃদয়াসনে, ভক্তি-অরবিন্দ দানে,
মনঃ-সংযোগ-পূজনে করি অনুক্ষণ।
সামান্য দক্ষিণাধার, চাহেনাকো মন তার,
জীবন আমার রোয়েছে যখন॥

তমা।

বুঝেছি বুঝেছি সখি! বুঝেছি সকলে,
বরমাল্য তুমি ওঁর দিইয়াছ গলে।
দেহ তুমি শতবার ক্ষতি নাহি তায়,
শেষে যেন নাহি কোরো হায় হায় হায়!
রাখহ রাখহ ওঁরে রাখ করি ভাল।
শেষে যেন নাহি হয় আঘাতিতে ভাল।
আমরা লো সখি! তব হিত অভিলাষী,
সেহেতু কহিল এই তব কাছে দাসী।

মন। সখি! তুমি নাথের নির্ম্মল চরিত্রে কেন মিছে দোষ দিচ্ছ, অপাত্রে প্রণয় স্থাপনই নিসিদ্ধ, সৎপাত্রে কোন আশঙ্কা নাই।

তমা। তা হোলেই ভাল, সে যাহোক্ এখন এস তোমাদের বিবাহ দিই। আর তোমাদের বিভিন্ন হোয়ে বোসে থাক্‌তে দেখ তে পারিনা।

মনো। প্রণয়ই বিবাহের সুখ, অদ্য প্রণয় হইল, কল্য বিবাহ হইবে, এতে এত ব্যগ্র কেন?

মন। নাথ! (সচকিতে) এ কথা শুনিয়া যে আমার হৃদয় দুঃসহ আঘাত প্রাপ্ত হইল, আপনি কি নিমিত্ত অস্বীকার করিলেন। যদি প্রণয়-পাত্রী হই, এ চিন্তা দূর কোকন্।

মনো। রাজপুত্রী! আমি অতি দুর্ভাগ্য, কি জানি যদি অদ্য বিবাহ করিয়া তোমার সহিত বিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে আমি দুঃসহ কষ্ট সহ্য করি ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি চিরকাল

অনিবার্য্য কষ্ট সহ্য করিবে এবং বিবাহিত বলিয়া পরপুরুষও গ্রহণ করিতে পারিবে না। অতএব বলি অবিবাহিতা থাক, আমারও আশা থাক, কল্য আসিয়া এইরূপ অনুপম সুখ অনুভব করিব; তোমারও আশা থাক আমি ঘটনাক্রমে স্থানান্তরিত হইলে ইচ্ছামত অপর এক ব্যক্তি লইতে পারিবে।

মন। জীবিতেশ্বর! এখনও আপনিও ভয় করিতেছেন? আপনি নিশ্চয় জানিবেন অদ্যাবধি আমি আপনার ছায়াপ্রায় হইলাম। আপনি যে অবস্থা-গ্রস্ত হইবেন আমাকেও তাহার সমাংশ-ভাগিনী জানিবেন। আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আমি আপনার সহচরী হইয়া যাবজ্জীবন পরম সুখে যাপন করিব।

মনো। তবে আর বিলম্বের আবশ্যকতা নাই। রজনী ক্রমে নীল বসন পরিধান করিতেছে।

বিনো। আমি বোন্ এ বে দেখ্‌তে পারবোনা, দেখ্‌তে চোকে কর্ণে হয়, আমাদের প্রিয় সখীর বে—কোথায় বাদ্যশব্দে নগর প্রতিধ্বনীত, ও কর্ণ-কুহর বিশ্রাম-রহিত হবে, না তার স্থানে শৃগাল ও মশানিযুক্ত হয়েছে, কোথায় আলোক মালায় দিনবৎরাত্রী মনোহর সুবর্ণ-সিংহাসনোপরি বিবাহ কোত্তে আসবেন, না এক্ষণে অস্তাচলান্তরালগামী দিবাকরের নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের আলোকের ন্যায়, আলোকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া বিবাহ নিষ্পন্ন হোতেছে; কোথায় নর্ত্তক নর্ত্তকী ও গায়কগায়িকা গান করিবে, নগর উৎসবে পরিপূর্ণ হইবে, কিন্তু এখানে তাহার কিছুই নাই, কেবল পক্ষীগণের

অস্ফুট শব্দমাত্র শ্রুতিগোচর হোচ্চে। প্রিয় সখি! ভেবে দেখ দেখি, এবে—এরকম না হোয়ে যদি রাজরাণীর গোচরে হোতো তা হোলে কত আনন্দ হোতো।

মন্। সখি! সে দিন এখনও আছে ফুরোয়নি, এক্ষণে আর বিলম্বের দরকার নেই।

(গান্ধর্ব্ব বিবাহ সমাপন ও সকলে প্রস্থান)

রাজসভা।

রাজা, মন্ত্রি, জ্ঞানেন্দ্র।

সুদ। আমার ত মনে ধোরেচে, ইচ্ছে হোচ্চে আর একতিল সময় দেরি না হয়। কথার ভাবে রাণীরও বিলক্ষণ ইচ্ছে আছে, টের পেয়েছি। রূপে, গুণে, ধনে কুলে সকল বিষয়েই সমান দেখে সকলেরই ইচ্ছে। তুমি মন্ত্রি, এক্ষণে তোমার মন্ত্রণারই অপেক্ষা।

ধরণী। এবিষয়ে আমার মন্ত্রণার অপেক্ষা কোত্তে হবে না। এতে আমার মন্ত্রণা—ক্ষণকাল বিলম্ব না কোরে এ কায শেষ করুন্।

সুদ। এমন না হোলে আর তুমি মন্ত্রী হোয়েছ? তবে আর কারও অসম্মতি দেখ্‌চিনা।

জ্ঞানে। থাকবার মধ্যে আমার; আপনাদের কি রকম বিবেচনা? এক উদাসীর মুখে শুনে ওকে রাজা বোলে মেয়ের বে দিতে চাচ্চেন?

সুদ। তুমি কেন অমন কর ? উনি রাজপুত্র, আমি বিলক্ষণ জানি। তোমার একার অনুমতিতে কিছুই হোতে পারেনা।

জ্ঞানে। তবে আর কি বোলবো, আপনি পিতা আপনি যখন একা বোল্লেন, তবে আর কি হবে ?

ধর। ওঁর বান্ধবের সহিত হইল না বলিয়াই এত অসম্মতি।

সুদ। আমি তা বুঝেছি। (মন্ত্রির প্রতি) তবে এ কথা এই স্থির হোলো, না শেষে আর এক কথা বলিবে ?

ধর। নাঃ।

সুদ। তবে আমি প্রেয়সীকে একবার শুনায়ে আসি।

(রাজার গমন)

ধর। তুমি এমন কেন ? কিছুমাত্র বোধ নেই, ভাব ক দিনের জন্যে ? কিন্তু ভাবের উপরোধে বোনের সঙ্গে বে দিতে চাচ্ছিলে !

জ্ঞানে। শুদ্ধ ভাবের জন্যে নয়, গুণের জন্যে।

মন্ত্রি। গুণতো গুণ ভরা। ইয়ারকির জন্যে—আর কিছু নয়। এত লেখা পড়া কেন শিখলে ? আজ কাল কি এই রকম হবার জন্যে ?

জ্ঞানে। (সক্রোধে) তোমার হাইর‍্যান্ক্ হোয়েছে বোলে প্রাইড্ হোয়েছে, তুমি তবু সার্ভ্যান্ট, আমাকে তিরস্কার করবার কোন ক্ষমতা নেই।

(সুদর্শনের প্রবেশ)।

ধর। মহারাজ! আপনার বাড়ীতে আমার চুল পাক্‌লো কিন্তু কখন কিছুর জন্যে মনে দুখ্‌খু পাইনি আজ জ্ঞানেন্দ্র হোতে সে অভাব পূর্ণ হোলো।

সুদ। সে কি, কি হোয়েছে! (জ্ঞানেন্দ্রর প্রতি) ক্ষণেক অন্তরাল হোয়েছি অমনি এক গোল বাঁধিয়ে বোসে আছে?

জ্ঞানে। উনি আমাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করায় আমিও কিছু বোলেছি।

সুদ। রাজার অন্যায় সংশোধন করাই মন্ত্রির কায। অন্যায় শোধন করিতে কত তর্ক, কত তিরস্কার, কত কথা বোল্‌তে হয় কিন্তু তুমি যদি সেই সকল কথাতে রাগান্বিত হও তা হোলে তোমার কাছে ত কোন মন্ত্রিই থাক্‌বেনা।

জ্ঞানে। হাঁ, আমি অন্যায় কেরেছি ওঁর কাছে পার্‌ডণ্ চাচ্চি।

সুদ। কেন, মাপ বোলতে লজ্জা?

ধর। ভেরি গুড্‌। রাজা মহাশয় বাড়ীর ভিতর গেলেন কি হোলো?

সুদ। শুনে সকলেই বড় আহ্লাদিত, সকলেই নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার কাছে সিদ্ধির প্রার্থনা কোচ্চে, আর বোলচে, রাজপুত্র এখন বে কোল্লে হয়।

ধর। এটা ভারি আহ্লাদের বিষয়! এখন মনোহরকে এক বার ডেকে আন্‌তে বোলুন্‌না, তার ইচ্ছেটা কেমন দেখা যাক্‌।

সুদ। আমিও তাই মনে কোচ্চি। (জ্ঞানেন্দ্রর প্রতি) যাও তোমার নিউ ফ্রেণ্ডকে ডেকে আন।

জ্ঞানে। যে আজ্ঞে, আমি আন্‌চি।

(জ্ঞানেন্দ্রর প্রস্থান)

ধর। মার বড় ইচ্ছে ছিল যে বর রাজপুত্র হয়, ভাগ্যক্রমে তাহাই জুটেচে। রাজার কেমন কপাল!

সুদ। (সহাস্যে) জগদীশ্বরের কেমন কাণ্ড দেখ দেখি, উনি হোলেন কোন দেশের রাজা, কিন্তু এর সঙ্গে বে হবে বোলে, আর আমার কপাল গুণে এত বিপদে পোড়েও শেষে এই খানে এলেন, যাহোক্ ছেলেটী অতি সৎ।

জ্ঞানেন্দ্র ও মনোহরের প্রবেশ

এস জ্ঞানেন্দ্র বোস। মনোহর আমার কাছে এস।

মনো। (নিকটে গমন ও উপবেশন)।

সুদ। তোমার রাজ্যের ত আজও কোন সমাচার পাওয়া গেলনা।

মনো। আজ্ঞে আমাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে আর এখানে বৃথা কাল হরণ করিতে পারিনা।

সুদ। আচ্ছা যেও, তোমার কাছে আমার নিবেদন আছে।

মনো। মহারাজ! আপনি আমাকে " নিবেদন " বলিতেছেন কেন? আমি আপনার ভৃত্য " আজ্ঞা " বলুন।

সুদ। না এক্ষণে তুমি নিবেদনেরই পাত্র, যেহেতু আমি

তোমাকে কন্যা সমর্পণ কোরে সফলমনোরথ হবো মনে কোরেছি। এক্ষণে সম্মতি হোলেই চরিতার্থ হই।

মনো। মহাশয়! আপনি আমাকে অসময়ে সাহায্য দান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার আজ্ঞা অনায়াসে বহন করিতে পারি, কিন্তু আমার দুটী কথা আছে শ্রবণ করুন্; প্রথম—যে কন্যা প্রদান করিতে চাহিতেছেন, আমার এ সুখের সোপান এবং এক প্রকার জীবন রক্ষক মোহিন্ তাঁহার প্রাপ্তার্থী। দ্বিতীয়—আমি জননীর একমাত্র পুত্র, অতএব আমি তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিলে তিনি নিতান্ত দুঃখিতা হইতে পারেন।

সুদ। তোমার প্রথম কারণ কোন কার্য্যকারক নহে যে হেতু আমি সৎপাত্রে কন্যা দেবো তাহাতে সে কিছুই কোত্তে পারবেনা। দ্বিতীয় কারণ গ্রহতব্য ও শ্রবণ যোগ্যও বটে কিন্তু তুমি আপাততঃ বিবাহ কর না কর স্বীকার কর।

মনো। আপনার আজ্ঞাতে আমি চিরস্বীকৃত আছি তবে স্বীকারের অপেক্ষা করিতেছেন কেন?

সুদ। (সাহ্লাদে) মনোহর তুমি চিরজীবী হও, তুমি বোসো, আমি এই কথা একবার বাড়ীর ভিতর বোলে আসি।

(প্রস্থান)

ধর। সভা ভাঙ্গবারও সময় হোয়েছে আমিও চোল্লুম।

(প্রস্থান)

মনো। আর থেকে কি হবে যাই।

(প্রস্থান)

জ্ঞানে। (স্বগত) মনোহর তবে নিশ্চয়ই বে কোর্‌বে, কোরুগ্, সুখের বিষয় রাজপুত্র ত বটে, বিপদে না হয় পোড়েছেল ; ভগ্নীর কপাল ক্রমে হোয়ে গেলে হয়। মোহিনকে বে দিলে আমার আমোদ হোতো বটে কিন্তু, আর সকলকে নাকের জলে কাঁদ্‌তে হোতো। আমার কাছে ওর কিছুই অবিদিত নেই, আগাগোড়া সব জানি, ভগ্নীর পুন্নি ভাই ওর হাত থেকে বেঁচে গেল। (নেপথ্যে দৃষ্টি) এই যে কানাই, বলরাম আস্‌চেন।

যোগিন ও মোহিনের প্রবেশ।

মোহিন। আজ্ যে খোপ বোদ্‌লেচ ? ওখান থেকে তাড়া পেয়েছ না কি ?

জ্ঞানে। তাড়া দেবার লোক যে এখানে নেই, তাড়া দেবে কে ?

যোগিন। অত গোড়া হাপ্‌সে ?

জ্ঞানে। নইলে যে চোঁস মরেনা।

মোহিন। আর চোঁস মোরে কায নেই, চল আড্‌ডায় চল।

যোগিন। হ্যাঁ আমাদের প্যারেড্‌ রুমে চল।

(প্যারেড্‌ রুমে প্রবেশ)

মোহিন। জ্ঞানি! তুমি এমন বোয়ে গেছ, এ ঘরে সুদ্ধু বোসে থাক্‌তে এলে ?

জ্ঞানে। কেন ? পূজার আয়োজন এই যে হোচ্চে— খাজিম !

খাজিম। আজ্ঞে।

জ্ঞানে। তইরি ভুখানা।

মোহিন। ভুখানা ?

জ্ঞানে। হ্যাঁ ভাই, আমার ও সব ভাল লাগেনা, শুনেচি খেলে না কি কূট হয়।

যোগিন। ডু নট্ মাইণ্ড ফর্ দ্যাট, যারা খেতে পায়না তারা হিংসাতে অমন কত কথা বলে।

জ্ঞানে। বড় বড় সাহেবরা লিখিয়াছে, বাঙ্গালিরা খেলে তাদের এই ডিজিজ হয়, কারণ ওদের দেশ গর্‌ম।

মোহিন। বাঙ্গালিরা খেলে জিনিস্ মাগ্‌গি হবে বলে ভয় দেখিয়েছে! ও দমে ভুলোনা।

যোগিন। যথার্থ ত! যদি সত্যি হবে তবে এদেশের মুসলমানেরাও ত গরু খায় তাদের ও ব্যায়রাম হয়না কেন? আমরা হিন্দু বোলে যত দোষ, আমরাই তাদের পাকা ধানে মই দিয়েছি না কি ?

জ্ঞানে। কে জানে বাবু! কিছু বোল্‌তে পারিনা আমাদের শাস্ত্রকারেরাও এই বোলে গেছেন।

মোহিন। বোলতে সকলেই পারে, তারা যে নিজে খেতেন সেটা আর ধরেন্‌না আপনার পোঁদের গু ত আর গু নয়।

যোগিন্। আমি ত বুঝি বাবা যা ভাল লাগে তাই খাব; কোন শালাশালীর বলবার ধার ধারিনা।

মোহিন। ইয়ারের চিহ্নইত এই, তা নয়ত কোন জায়গায় গেলেন কিছু দিলে অমনি বোল্লেন আমি ওসবদিকে

নেই, কত বড় অন্‌জেন্টল ম্যানার বল দেখি? উচিত্ত কিছুরই অপমান না করা? আমার ত ও সব কোত্তে মাতা কাটা যায়।

জ্ঞানে। আমি কখন কিছু বোলেছি? সত্যি কোরে বল দেখি।

যোগিন্। নেভার—খালি আজ বোল্লে।

জ্ঞানে। আজকে একটা মনে দুখ্‌খ হোয়েছে তাই এমন কোচ্চি।

মোহিন। হোয়াট সরো ডিয়ার?

যোগিন। খেয়ে শোনা যাবে, যাহোক্ জ্ঞানি তুমি খাবে ত?

জ্ঞানে। ইয়েস।

মোহিন। খাজিম! তিনখানা। (খাজিমের প্রস্থান)

যোগিন। খাজিম বেস লোক, রাঁধতে বেস পারে।

খাজিমের প্রবেশ ও শজ্জিকরণ।

রাগিণী কালনাগড়া। তাল পোস্ত।

জ্ঞানে। আজ কিবা শোভা হোয়েছে,
মেঘের কোলে সৌদামিনী বোসে রোয়েছে।
ডিস্ সব ফ্রেসে ভরা, জীবে যেন বসুন্ধরা,
লম্বোদর চিত্তহরা কাছে বোসেছে।
বিফ্, ভিন্, পর্ক, মটন, করিএস আস্বাদন,
রহেনাকো আর মন, লোভ পোড়েছে।

লম্বোদর কটা পুরোপুরিত ?

যোগিন্। তা আছে।

মোহিন্। আর থাকা যায় না কেমন এসট্র্যাক্টিভ্ পাওয়ার (পূর্ণ গ্লাস হস্তে)।

মা তোমার অচিন্তনীয় শক্তি—তুমি অজ্ঞানতাদূর কর, বুদ্ধি সূক্ষ্ম কর, রিপুগণকে উত্তেজিত কর, অহিত-কারী লজ্জাকে নাশ কর, জিহ্বাকে লিবার্টি দেও। মা! অতএব তোমার চেয়ে উপকারী আর কে আছে?

(মদ্যপান)

যোগিন্। মোহিন! লাউড চিয়ার্‌স। (মদ্যপান)

মোহিন্। মা তোমার অনুগ্রহে মোন্ ভারি সাহায্যিত হয়, তোমার বেলসে নিদ্রার ভাবনা থাকেনা, যথায় তথায় হোয়ে থাকে, চক্ষু-লজ্জায় যা কোত্তে পারা যায় না তোমার আশীর্ব্বাদে তা সব অনায়াসে হোয়ে থাকে, তোমার কাছে শোক দুঃখ কিছু থাকে না, মা, তোমার পূজা কোল্লে সব একসা হোয়ে যায়, কেউ উঁচু কেউ নিচু থাকেনা, মা বাঁচিতো এই রকম কোরে বরাবর পূজা দেবো।

(সকলের মদ্যপান)

যোগিন্। আমি পোইট্রী জানি, পোইট্রীতে খানিক বোলবো।

জ্ঞানে। ভেরিগুড্—বল।

যোগিন্। লেণ্ড মি ইয়োর ইয়ার্‌স্—(নাকের সুরে)

মাগো !

যে আমোদে নেইকো তুমি
সে আমোদে আর আছে কি ?
বেন্নূ নেতে না দিলে নূন
সব মাটী হয় গো যেমন,
তুমি অভাবে সেও তেমনি
তাতে যাই না গো, মাইরি।

মোহিন্। বোস্, ছেলে আমার পোইট্রী কইয়ে হো-য়েছে। জ্ঞানি! কি মনের দুখ বকেয়া আছে বলত বাবা !

জ্ঞানে। শোন, তুমি বাবা ফোসকেচো—

যোগিন। বেস্ হোয়েছে, যাও শালা কাপড় কাচোগে।

জ্ঞানে। এ বেটাকে এবার একুজিবিসনে পাঠিয়ে দিতে হবে। সে ফস্কান নয়, আমার ব্রাদার-ইন্‌ল হোতে, তা আর হোতে পাল্লেনা।

যোগিন্। (অনুচ্চস্বরে মৌখিক রোদন)।

মোহিন। কি ! মনমোহিনীকে কে নেবে ? কোন্ শালা নেবে ?

জ্ঞানে। মনোহর নেবে।

মোহিন্। আমি থাকৃতে, তুমি থাকৃতে, যোগিন্ থাকৃতে।

যোগিন্। মোহিন্! তুমি বড় বেহেড্ হোয়ে গেছ, কি বল ঠিক নেই ?

মোহিন্। দ্যাট্‌স্ নথিং। জ্ঞানি! নেবে বোলে যে চুপ কোরে রইলে ?

জ্ঞানে। হিট্ অপন্ এ্যান্-এক্‌স-পি-ডি-এনস্।

মোহিন। এখনও বোল্‌তে হবে? কিল্ হিম্, দ্যাট ইজ্ দি বেস্ট রেমেডি।

জ্ঞানে। দ্যাট্ আইকান্ট ? ডিয়ার!

মোহিন। তবে চোল্লুম, মনে থাকে যেন, আমাকে জান তো বখেয়া পাজী—এই সকলকে বোলে দিইগে।

যোগিন্। কুড়োনো ছেলেকে বোন্ দেবে? তেরি-ব্যাড্ তোমাকে অবিশ্যি মারতে হবে।

জ্ঞানে। আচ্ছা! মারবো, আজ রাত্তিরেই মারবো আমার ফ্রেণ্ড আগে, না সে আগে! একটু ভাল বাস্‌তুম, কিন্তু তোমাদের কথা এড়াতে পারি না। (মদ্যপান) ডিয়ার ওয়াইন। তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি, তোমাকে আর তোমার সেবকদের বোয়ে লিখে গালাগাল্ দেয় তাতে আমার প্রাণে ভারি লাগে, তারা মনে করে এতে থামবে, তা না থামা দূরে থাক্, ক্রমে বেড়েই যাচ্চে। যারা লেখেন তাঁরা আবার আমাদেরই মতন! সে যা হোক্, মা! আজ রাত্তিরে আমার সাহায্য কোরো, আমি বুক চিরে রক্ত দোবো! তুমি মা অগতির গতি—

মোহিন্। খানায় শোয়ানে, গাঁজলা তোলায়ে মা তুমি।

যোগিন্। আজ রাত্তিরে তাই হবে ত ?

জ্ঞানে। হবে বইকি। (মদ্যপান ও সকলের পতন)

মনোহরের শয়ন গৃহ পর্য্যঙ্কোপরি।

মনো। (স্বগত) উঃ কি ভয়ানক রাত্রি, কি করিয়া তথায় গমন করিব ? তিনি প্রিয় সখীর সঙ্গে যাইবেন, আমি কি করিয়া একাকী সেই সঙ্কীর্ণ পথে যাইব ? একে অমাবস্যার রজনী তাহাতে আবার দুই প্রহরে যাইতে হইবে। কি করি ; প্রিয়তমাকে আমি যেমন নয়নান্তরাল করিতে পারি না তিনিও তেমনি আমাকে ছাড়িতে চাহেন না। তিনি উন্মাদিনীবৎ হইয়াছেন। যাহা হউক, আমি গোপনে বিবাহ করিয়া অবধি দুঃসহ চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত হইতে ছিলাম, ভাগ্যক্রমে ঈশ্বর সহায় হইলেন, সুতরাং রাজারাণী আর সকলেই তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। এ সকলই বিধির নির্ব্বন্ধ, কিন্তু আজি আমার ভাগ্যে কি আছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি না যাই প্রেয়সী মনস্তাপ পাইবেন এবং ক্রন্দন করিবেন, যাইলেও বিষম বিপদের সম্ভাবনা। এক্ষণে কিঞ্চিৎ নিদ্রা যাই। (নিদ্রা)

বহির্ভাগে জ্ঞানেন্দ্র।

জ্ঞানে। (স্বগত) এই যে গুপ্ত পথটা উত্তম হোয়েছে। প্রবেশ করি, না যদি জেগে থাকে একটু দাঁড়াই ; কই জেগে থাকবার তো কোন চিহ্ন দেখ্‌চিনা, ঢুকি (প্রবেশ)। এই যে খুব নিদ্রিত হোয়েছে, আহা ! কি কোরে কাট্‌বো, বাবা যে একে মেয়ে দেবেন মনে কোরেছেন, আমি সে পিতার ছেলে হোয়ে কি কোরে একায কোর্‌বো ! শুনেছি এঁদের গন্ধর্ব্ব-বিবাহ হোয়ে গেছে, তবে কি কোরে মারপেটের

বোন্‌কে বিধবা কোর্‌বো, বাড়ীর সকলেই একে যার পর নেই ভাল বাসে বোলে আমি কি এই অন্ধকার রাত্রে ভালবাসা জানাতে এসেছি? (নিকটে গমন ও গাত্র স্পর্শ) আহা! কি নরম শরীর (রাজপুত্রের নিদ্রা ভঙ্গ ও শ্রবণ) কাট্‌তে যে মায়া হোচ্চে, আমি কাট্‌তে পারবোনা ; যাই একি? এ পামর আমার বোন্‌কে বিবাহ কোরবে? কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বন্ধুগণ সমীপে আমি কি প্রতিজ্ঞা কোরে এসেছি? ওরে নরাধম! কিঞ্চিৎ বিলম্বে তোর মস্তক চ্ছেদন করি। দেখ্‌ছি বারুণীর সহায় ব্যতিরেকে তরবাল তুল্‌তে পার্‌বোনা, যাই তাঁর পূজা কোরে আসি, তার পর হবে।

(প্রস্থান)

মনো। একি ইহার কি মতিভ্রম হইয়াছে? হায় বারুণী তোর কি অননুভবনীয় শক্তি! তোর কি সর্ব্বজয়ী ক্ষমতা! এই জ্ঞানেন্দ্র নানা বিদ্যায় ও গুণে বিভূষিত, দেখ্ তোর শক্তি-প্রভাবে সে সকল নিরস্ত হইয়াছে। এই রাজপুত্র আমাকে যারপর নেই ভাল বাসিত, আমার সম্মতি ব্যতিরেকে কিছুই করিত না, কিন্তু তোমার সাহায্যে অদ্য আমার হত্যার জন্য খড়্গ ধরিয়াছে। তোমার ক্ষমতা আর কি বলিব, যাঁরা একবার কলম ধরিয়াছেন, তাঁহারা তোমায় একবার স্পর্শ না করিয়া নিরস্ত হন নাই। এখন আমি আর সে গুলিন বলিয়া কি করিব, সকলেই জানেন তোমার গুণে জগত মোহিত। যাহা হউক এখন কি করি, অধিক ক্ষণ বিলম্ব করা উচিত নয়, সে আসিয়াই বিনাশ করিবে।

(গাত্রোত্থান) এখন দেখিতেছি প্রেয়সীর নিকটে যাওয়া উচিত নহে, ওদিকে তিনিও আমার অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। না, সে স্থানে যাইব না, অদ্য রাত্রে যেরূপে হউক যাপন করি ; পরে কল্য নীলগদরের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব আর এ স্থানে থাকিব না। এক্ষণে গৃহ হইতে বহির্গত হই।

(প্রস্থান)

মোহিনের প্রবেশ।

মোহিন। (জনান্তিকে) জ্ঞানেন্দ্র ! জ্ঞানেন্দ্র ! হোয়েছে ? কই উত্তর দিচ্চনা যে ? (খাটের উপর উপবেশন) কৈ কাকেও যে দেখতে পাচ্চিনা, বোধ হয় হোয়ে গেছে। (শয্যা পরীক্ষা) হয়ত স্থানান্তর কোরেছেন, যাহোক্ জ্ঞানেন্দ্র ! তুমিই যথার্থ বন্ধু, তোমার অনুগ্রহেই আজ নিষ্কন্টক হোলুম, তোমার অনুগ্রহেই আমি মনমোহিনীকে বিবাহ কোরবো আর বাধা দিতে কেউ নেই। রাজকন্যা! কালই তোমায় অঙ্কলক্ষ্মী কোরে জীবন সার্থক কোর্‌বো। আঃ! আজ আমার কি আনন্দের দিন, রাত্ পোয়ালে হয়!! এখন এই খেনেই নিদ্রা যাই সকালা যা কোত্তে হয় কোরবো।

(নিদ্রা)

যোগিন্, জ্ঞানেন্দ্র ও দুই প্রহরীর প্রবেশ।

জ্ঞানে। এবার আর রক্ষা নেই বাবা (খড়্গোত্তোলন) আজ এই খাড়ার সঙ্গে পরিচয় কোরে দেবো।

যোগিন। ওকি! গোল কর কেন, সব মাটী কোরবে তার চেষ্টা কোচ্চো ?

জ্ঞানে। নো মাই ডিয়ার ! এবার আর কিছুতেই নিস্তার নেই।

যোগিন। তবে আর বিলম্ব কি ? হোয়ে যাগনা। কথায় বলে—

শুভস্যশীঘ্রং

অশুভস্য কালহরণং।”

জ্ঞানে। আচ্ছা, তুমি দাড়াও আমি সেরে আসি। (খাটের নিকট গিয়া) আমার ভগ্নীপোত্ হও, আর দেরি কেন, বের লগ্ন উপস্থিত (খড়্গোত্তোলন) গলায় মালা দিই এস, (চ্ছেদন ও বিনাশ।) যাও শালা এখন বাসর ঘরে যাও, মোহিনকে ফাকি দিয়ে বে কর্‌বার বড় ইচ্ছে ছিল, কেমন তার শোধ তুলেছি। যোগিন! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ কোরেছি, এখন ও বেটাদের ডেকে দাও খাটসুদ্ধ নিয়ে যায় নইলে রাস্তায় রক্ত পোড়্তে পোড়্তে যাবে, সকালা সব গোল হবে।

যোগিন। তা যেন হবে, একে এখন নিয়ে যাই কোথা ? সেই বনে রেখে আস্‌বো ?

জ্ঞানে। না, না, তাহোলে আমরাই দোষী হবো, সকলেই টের পাবে।

যোগিন। তবে কি করবো শীগ্‌গীর বলনা ?

জ্ঞানে। দেখ্‌চি এক উপায় আছে, মনমোহিনীর উপবনে বকুলতলায় রেখে এসো, তাহোলে আমাদের দোষ কেউ দিতে পারবেনা। আর দেরি কোরোনা শীঘ্‌ঘির যাও।

যোগিন। তোমার কথা শুনে আমার গা কাপ্‌চে! সেখানে কত পাহারাওলা আছে দেখতে পেলে কাল ফাঁসী-কাটে ঝুলতে হবে; আমি পারবোনা, তুমি যাও।

জ্ঞানে। ও ইউ ষ্টুপিড্, যাওনা দেরি কর কেন, সেখানে পাহারাওলা নেই।

যোগিন। আমি ফ্রেণ্ড হই, আমাকে বিপদে ফেলা কি তোমার উচিত।

জ্ঞানে। তোকে বিপদে না ফেল্লে আমি যে মরি! যা, নইলে তোকেও এর সামিল কোরবো।

যোগিন। (স্বগত) এদের সঙ্গে বন্ধুতাই এই রকম; সময় বিশেষে সবই কোত্তে হয়, যাই এখন কি কোরবো, যা কপালে আছে হবে। (প্রকাশে) তবে ওদের মাথায় তুলে দাও আর কেন।

জ্ঞানে। (সাহ্লাদে) হাঁ, ইউ আর ট্রু ফ্রেণ্ড। (প্রহরী দিগের প্রতি) ওয়েল! মাথে পর লে চল্।

প্রথম। কেয়া মহারাজ! হাম মুদ্দর মাথেপর করণেকো ওয়াস্তে তলব লেতা নেই, হামকো উসিবাত্ মত্ বোলো।

জ্ঞানে। কেয়া তোম্ মাহিনা মাহিনা তলব পাতা, হামারাবাত্ নেই শুনেগা।

দ্বিতীয়। নেই মহারাজ! আর সব বাত শুনেগা, লেকেন্ ইসিবাত নেই শুনেগা।

জ্ঞানে। (স্বগত) এদের তাড়ালেইতো বাবা টের পাবেন, তা হোলেই সব প্রতুল, যাহোক এদের টাকা কবলান

যাগ, তাহোলে এদের লোভী অন্তঃকরণ মুগ্ধ হবে। (প্রকাশে) জি লেযাও বক্সিস মিলেগা।

প্রথম। (যোগিনের প্রতি) তব্ হামারা সাত আইয়ে (মস্তকে গ্রহণ ও গমন)।

জ্ঞানে। আঃ এখন দুর্গার ইচ্ছে সেই খানে রেখে আস্‌-তে পারে তবেই ভাল ? (ঘরে আলো দেখিয়া) একি এত আলো এ ঘরে কোথা থেকে এলো ? বোধ হয় বাহিরে লোক আছে (নেপথ্যে দৃষ্টি) একি! (ভীত) পিতা মন্ত্রীর সঙ্গে এখানে ! কে এ সর্ব্বনাশ কোল্লে ? হায়! এইবার বুঝিআমাকে মোত্তে হোলো (নেপথ্যে)

সুদ। এই যে গুপ্ত পথ কাটা হোয়েছে রামসীং ! হিঁয়া হাজীর রহো (মন্ত্রীর প্রতি) এস ভেতরে কি কাণ্ড দেখা যাক্।

রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

ধর। কই কাকেও যে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চেনা।

সুদ। যাবে বইকি (জ্ঞানেন্দ্রকে দেখিয়া) এই যে মূল সন্ন্যাসী রোয়েছেন। জ্ঞানি! এখানে আয়—

জ্ঞানি। (মূর্চ্ছা ও পতন)

সুদ। সামান্য আছাড় খেয়ে কি মায়া জন্মাতে পারিস্ ? ওঠ প্রায়শ্চিত্ত কর।

ধর। দেখিয়া ভয়ে মূর্চ্ছা গেছে এখন কিছু বোল্‌বেন্‌না, গে মূর্চ্ছা ভাঙ্গুন্।

সুদ। এ মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গতে হবেনা, আপনি ভাঙ্গবে। ভাগ্যিগি মনোহর আমাদের খপর দিলে, নইলে আমরাতোকিছুই জানতে পাত্তুম্ না। দেখ্‌চো কি ভয়ানক অস্ত্র এনেছে। (জ্ঞানেন্দ্রর মূর্চ্ছা ভঙ্গ) রে পাপাত্মন! তোকে কি এই নিমিত্ত আমি এত যত্নে এত বিদ্যা শিখিয়েছি? এই কি তোর ভাইয়ের সমান প্রতিপালন? বুঝেছি কুসহবাসই ইহার মূল। (জ্ঞানেন্দ্রর দীর্ঘ নিশ্বাস) উঃ কিদুর্গন্ধ!! ওরে কালপুত্র, সুরাসেবক! তুই কি নিমিত্ত আমাদের নির্ম্মল রাজবংশে জন্মেছিলি? যোগিন্ মোহিনই তোর সর্ব্বনাশ কোল্লে, এই জন্যেই কি তুই মোহিনকে ভগ্নী দিতে উদ্যত হোয়েছিলি? সত্যি কোরে বল তোর এ অভিপ্রায়ের কারণ কি! তুই নিজে অভিলাষী কি কারও মন্ত্রণা।

জ্ঞানে। (সভয়ে) মো মো হি—

সুদ। কি ভাল কোরে বল্।

জ্ঞানে। (সভয়ে) মো মো হিন্ আ আ র যো যো গিন—

সুদ। আচ্ছা তা আমি বুঝেছি, কেন এ মন্ত্রণা দিলে?

জ্ঞানে। (কিঞ্চিৎ নির্ভয় হইয়া) মনোহর এখানে এলো বোলে মোহিনের আর এ বে হোলোনা, সেই হিংসাতে আমাকে রোজ বোলতো তাই আমি—

সুহ। তাইতে তুই কেন এ বিষয়ে হাত্ দিলি? এক

টেবিলের ইয়ার বলে? সে যদি না পালাতো তবেইত সে মারা যেতো?

জ্ঞানে। (স্বগত) একি মনোহর কোথা? সে কি কোরে গেল, আমি যে হাত দিয়ে দেখে কেটেছি; বোধ হয় আর কেউ বোলে থাকবে। না! আর কেবা জানে যে বোলবে।

সুদ। তোর যোগিন মোহিন কোথা?

জ্ঞানে। (মৃদুস্বরে) মোহিন কোথা জানিনা, যোগিন সেই মনমোহিনীর উপবনে খাট রাখতে গেছে।

সুদ। (মন্ত্রির প্রতি) দেখ একবার বুদ্ধি দেখ! ওরে পামর! এবিষয়ে এমন বুদ্ধি ভাল বিষয়ে একটু বুদ্ধি হয়নি? (রামসিংয়ের প্রতি) দেখো! রাজপুত্রীকো বনমে যাকে যোগিন কি লাও। কাল তোদের বিচার হবে এখন বাড়ী আয়।

(সকলের প্রস্থান)

উপবন।

মনমোহিনী, তমালিকা, বিনোদিনী।

তমা। আমিতো আগেই বোলেছিলুম কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্যি না কোরে বে কোল্লে! সখীরা কিছু মন্দ খোঁজে-না, ভাল কি মন্দ বোলে ছিলুম এখন টের পাচ্চো।

মন্। সখি! এর অবিশ্যি কারণ আছে, নইলে তিনি কখন এমন কোত্তেন্ না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) হায়! কি হোলো!

আজ কি জন্যে এদাসীকে এরূপে যন্ত্রনা দিচ্চেন, আপনাকে দেখ্‌তে না পেয়ে আমার মনে যে কত রকম সংশয় হোচ্চে। প্রাণনাথ! একবার দেখা দিয়া এ অধীনের জীবন সফল করুন। আর যে আপনার বিরহ-বাণ সহ্য হয় না। নাথ! কোথায় গেলেন? মূর্চ্ছা।

তমা। (স্বগত বিরক্ত ভাবে) আঃ! হাড় কালী হোলো, বাপকে বলা নেই, মাকে বলা নেই, এক বে কোরে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত কোল্লে। বোল্লে শুনবে না, বোঝালে শুন্‌বে না কেবল আপনি মনোদুঃখ পাবে আর আমাদের দেবে। (প্রকাশে) ওকি; ও মনমোহিনী; অমন কোচ্চো কেন? চোক্‌ চেয়ে কথা কওনা।

বিনো। তুমিও তেমনি, কথা কবে কে? মূর্চ্ছা গেছে, যাও একটু জল আন।

তমা। আমি আন্‌চি তুমি কাছে বোসে গায়ে হাত বুলোও।

(তমালিকার প্রস্থান।)

বিনো। আহা! যেন মদনের রতি শুয়ে রয়েছে! এমন পুরুষও দেখিনি এমন মেগের কাছে আবার আস্‌তে চায় না।

তমালিকার প্রবেশ।

এসো সখি! শীঘ্‌গির জল দাও।

তমা। (জল প্রদান) আহা! সখির গা দিয়ে যেন আগুন উঠছে, ঘাম বেরুচ্চে, মুখ রক্তবর্ণ হোয়েছে।

মন। (মূর্চ্ছা ভঙ্গ) মুখে জল দিচ্ছেলে কেন, আমার

নাথ কি এসেছেন? আমার মনচোরকে তোমরা ত কিছু বল নি? নইলে তিনি এমন কোত্তেন না।

বিনো। আজ তুমি যে নিতান্ত পাগলিনীর মতন হোয়েছ, কিছু দেরি কর তিনি আসচেন। তুমি যেমন তাঁহার বিরহে কষ্ট পাচ্চো, তিনও তোমার বিরহে কখন নিশ্চিন্ত নেই।

মন। সখি! তা কি কোরে বলি, আমিত তার কষ্টের কোন চিহ্ন পাইনি (নেপথ্যে দৃষ্টি) এইবার বুঝি আমার কপাল ফিরলো, এই যে আলো হাতে একজন এই দিকেই আসচেন, ভরসাতো নেই তবু দেখা যাক্।

তমা। এ দিকে আসচেন বটে, কিন্তু পেছনে দুজন নোক কি মাথায় কোরে আনচে, এইতে বোধ হোচ্চে তিনি নন্; তিনি হোতেন ত একা আসতেন।

মন। সখি! তা মিথ্যা নয়, দেখচি সকলই আমার অদৃষ্টের ফল, এরা আবার কি অনর্থ ঘটায় কিছুই বুঝতে পাচ্চিনা। যা হোক্ এখন এস্ একবার ঐ গাছের আড়ালে যাই।

যোগিন্ ও শব মস্তকে দুই প্রহরীর প্রবেশ।

যোগিন। (স্বগত) কেমন মজার লোক দেখ্লে, তুমি এগোও আমি যাচ্চি বোলে আর দেখা নেই। মোহিন্ বাবু, যার জন্যে এতকাণ্ড, তিনি এখন কোন্ কোঠরে বাসা কোল্লেন কিছুই জানি না, আমি শালা যত অপরাধ কোরেছি, এখন কোথা রাখি তার ঠিক নেই (সক্রোধে মৃদুস্বরে) এক

ব্রাহ্মণের ছেলে এলো, রাজা তাকে মেয়ে দেবেন বোল্লেন এই অপরাধে তাঁহার বিদ্যাধর ছেলে তাকে কাটলেন, আমরা না আন্‌লেই কোন আপোদ থাকুতো না।

মন। (তমালিকার প্রতি জনান্তিকে) সখি! কি হোলো, মুখপু ভাই আজ আমার ভাতার মেরে শত্তুর হোলো। নাথ! কোথায় গেলে! এত দিনে আমার কপাল পুড়্‌লো—

তমা। ওকি চুপ কর্‌না, শুন্‌তে পাবে যে, শেষে, এককাণ্ড কোর্‌বে?

যোগিন। (প্রহরী দিগের প্রতি) ইঁহা রাখো, আউর যানে·সে খারাপ হোগা।

প্র-দ্বয়। নামাইয়া, আউর কুছনেহি মহারাজ! আব্‌ হাম লোক্‌কো জানে দেও।

যোগিন। (স্বগত) দেখ্‌ছি ওরা যে অমনি যেতে চায়, তবে আর কি, যেতে বলি, এখন যদি এত রাত্তিরে রাখ্‌তে এলুম তবে আঙ্গটী টাঙ্গটী গুলো কেন ছেড়ে যাই? কত কাযে লেগে যাবে, ওরা থাক্‌লে আবার ভাগ্‌ চাইবে। (প্রকাশে) আচ্ছি চলিয়ে হাম যাতে হেঁ (প্রহরী দ্বয়ের প্রস্থান।)

যোগিন্‌। (স্বগত) আর কোন্‌ সময়? (খাটে উপবেশন) তাইত এত রাত্তিরে মড়া ছুঁলুম! আঃ মুদ্দু মুদ্দু ত আর ছুঁচ্চি না, টাকার মাল পাব। (অঙ্গ অন্বেষণ) রামসীংয়ের প্রবেশ।

রাম। (পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া হঠাৎ যোগিনের হস্ত ধারণ)।

যোগিন। (প্রহরী বোধে সভয়ে) এ বাবা হাম কুছ্ কিয়া নেই।

রাম। এ কেয়া হ্যায়, আও মেরা সাৎ আও।

যোগিন্। আগাড়ী হাম্‌কো ছোড়ো তব জাগা, হাম্ ভদ্দর লোককো ছেলিয়া।

রাম। আও জল্‌দী আও, মহারাজ আপকো তলব কিয়া।

যোগিন। (স্বগত) মহারাজ কে রে বাবা, আমি কার সঙ্গে কথা কোচ্চি? (মুখ নিরীক্ষণ) এ যে রাম সীং দেখ্‌চি। হায় কি হোলো জ্ঞানেন্দ্র বুঝি মজিয়েছে। (প্রকাশে) এ রাম সীং হাম গরিব আদমিকো ছেলিয়া মএ কুছ নেহি জান্তা, তোমারা মহারাজকো লেড়কা একেলা উস্‌কো জান নিয়া, হামলোক রাখনে আয়া। হামার কুছ কসুর নেই।

রাম। এবাত রাজাকো বোল্‌নে সে কুছ হোগা, হাম নোকর, আপকো পাকড়নেকো হুকুম মিলা; আবি তোম্‌কো মিলা কবি নেই ছোড়েগা।

যোগিন। (পায়ে ধরিয়া) ছেলিয়াকো জান্ বাঁচাও, হামকো ছোড়ো।

রাম। নেই ছোড়েগা। (সঙ্গে লইয়া প্রস্থান)।

মন। সখি! সে ভয় ত গেছে এখন এস একবার দেখে আসি।

তমা। আচ্ছা চল কিন্তু অনেক রাত্তির হোয়েছে আর জেয়াদা ক্ষণ থাকিব না। (সকলের খাটে উপবেশন।)

মন। (গাত্রে হস্ত দিয়া শোকাবেগে) নাথ! আজ এই আমোদ কোরবে বোলে কি আস্‌তে বোলে ছিলে, এই সাজ্ কোত্তেই কি এত বিলম্ব হচ্ছেল। মন! তুমিও কি নাথের এই অবস্থা দেখবার জন্যে অপেক্ষা কোচ্ছিলে ? (সরোদনে) নাথ! এ দাসীকে রেখে কোথায় গেলে, যদি এই তোমার মনে ছিল তবে আগে বল নি কেন? আমি এর আগেই তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর আশ্রয় নিতুম। জীবিতেশ্বর! আমি তোমার দর্শনাবধি সংসার কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার চরণ পূজা কত্তুম, আজ তারই কি প্রতিশোধ পেলুম? যারে মুহূর্ত্ত কাল চোকের আড়াল কোল্লে মনে কত আশঙ্কার উদয় হোতো, এখন তাঁহার চির-বিচ্ছেদে কি কোরে প্রাণ ধারণ কোরবো? নাথ! আর কি আমি "তোমার চাঁদ মুখের সুধা মাখা " প্রাণ প্রিয়ে " কথা শুন্‌তে পাবো না। আর কি আমি এ দাসীকে তোমার সেই আকর্ণ ভ্রূ যুগলের নিচের সুবিস্তৃত চোকে প্রতিবিম্বিত কোত্তে পার্‌বো না? আর কি আমি এ দুঃখ তোমার সেই সোণার কাণে শোনাতে পারবো না? আর কি আমি তোমার নরম হাতের স্পর্শ সুখ অনুভব কোত্তে পারবো না? প্রাণনাথ! এ দাসী তোমার কাছে কি অপরাধ কোরে ছিল?

বিনো। ওঁর দোষ কি বল, উনিতো আর সাধ কোরে

এমন করেননি, তোমার ভাইয়েরই যত দোষ—আহা! কি দোষ, যে এমন কোল্লে!

মন। হা বোন্, আমি তার কাছে কি দোষ কোরেছিলুম কিছু বোল্‌তে পারিনা। হা! পরমেশ্বর যদি বা আপনার অনুগ্রহে বিনা যত্নে পতি পেলুম, তা আবার কি দোষে হারালুম? পোড়েছি, পূর্ব্বকালের সতীরা মরা ভাতার ফিরে পেতো; হে করুণা নিধান! আমার সতীত্বে যদি দোষ না থাকে তা হোলে আমি কি আর সে পতি পাব? এমন সুখের দিন কি আর হবে? আহা! একবার প্রাণনাথের মুখ দেখে প্রাণ শীতল করি (বদননিরীক্ষণ স্বলজ্জে মুখে কাপড়) সখি! কি কোল্লুম? কাকে প্রাণনাথ বোল্লুম! কার জন্যে দুঃখ কোল্লুম?

বিনো। প্রিয় সখি! কি হোয়েছে?

মন্। হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু, মোহিন্‌কে কেটে রেখে আমার মাথা খেতে তাঁর নাম কোরে গেল।

তমা। সত্যি নাকি? আঃ বাঁচা গেল, তোমার তিনিত নন্ তাহোলেই হোলো, এর জন্যে না হয় প্রাচ্চিত্তির কোরো, দোষ যাবে।

বিনো। প্রাচ্চিত্তিরই বা কোত্তে হবে কেন? আগে আর সুবাদে ইনিও ত একজন তিনি বটেন তবে আর কি।

মন্। আমাদের বোন্ একটা কোরে ভাতার থাকে, তোমাদের বুঝি যত গুলো সম্বন্ধ হয় সকল গুলোই ভাতার হয়, হয়তো তোমাদের জন্ম জন্ম হোগ্।

তমা। এতে রাগ কেন ? হোলে ত ভালই, যার ভাতারকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে এক যুগ বোধ হয় তার একটা ভাতারে পোষাবে কেন ? অমন্ হোলে একট না একটা সকল সময়ে দেখ্‌তে পাবে।

মন্। সে যাহোক্ বোন, ভাগ্‌গি মুখ্ খুলে দেখলুম, এখন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। কিন্তু বোন্ জিজ্ঞাসা করি দাদার সঙ্গে এঁর এত ভাব তবে একে কেন কাটলে ?

বিনো। পরমেশ্বর জানেন, তোমার তিনি প্রাণে আছেন এই ভাল। এখন সব বাড়ী যাই এস আর এখানে থেকে কি হবে।

মন্। হাঁ চল, আর কি কোরবো, আমোদতো ভারি হোলো, কাঁদতেই এসেছিলুম, কেঁদে গেলুম।

তমা। কাঁদলেত জান্‌লুম, এখন আমরা যাই কোথা।

মন্। কেন, আমার ঘরে থাকবে, এসনা।

তমা। আচ্ছা চল।

(সকলের প্রস্থান)

নীলগদর।

বিদর দেশের মন্ত্রীর শিবির

সুমতি ও ধনঞ্জয়।

সুম। তা বোল্‌তে! ভয়ানক যুদ্ধ হোয়ে গেল আর নীলগদরপতির সৈন্যও ত কম ছিলনা, আপনি খুব বীরত্ব প্রকাশ কোরেছেন।

ধন। কেন, আজকে সকলেই ভয়ানক যুদ্ধ কোরেছেন, যিনি যাকে ধোরেছিলেন তিনি তাকে না ফেলে আর নিস্তার হন্‌নি।

সুম। হ্যাঁ মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি নীলগদর-পতিকে যিনি হারালেন তিনি কে? তাঁকে দেখে আমাদের রাজপুত্র মনোহরের মত বোধ হোলো কিন্তু ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলুমনা বোলে ঠাওরাতে পারলুমনা।

ধন। হাঁ, তিনি তোমাদের রাজপুত্রই বটেন।

সুম। বাস্তবিক মহাশয়! এমন পুণ্য কি কোরেছি যে আবার তাঁকে দেখ্‌তে পাবো? মহাশয় তাঁর যে রকম বিপদের কথা শুনেছি তাতে তিনি যে আজও বেঁচে আছেন ক্ষণকালের জন্যে বিশ্বাস হয়না। আহা! তাঁর জন্যে তাঁর মা যে রকম হোয়েছেন তাহা কি বোল্‌বো। পতি শোকের উপর এ রকম হোলে স্ত্রীলোকের কত কষ্ট, তাতে ইনি আবার তাঁর সবে ধন নীলমণি। (নেপথ্যে দৃষ্টি) এই যে আসছেন। আসুন আমার আজ কি সৌভাগ্য আপনার চরণ দেখতে পেলুম।

মনো। (সহাস্যে) সুমতি! যত দিন আমি সিংহাসনে ছিলুম তত দিন এ দুটী চরণ ছিল এখন আর চরণ বোলোনা এখন এ পা। চরণ বলিতে পারিতে যদি চরণের উপযুক্ত কাজ করিতাম, যাহা করিয়াছি তাহার মধ্যে একটী কেবল সৎকার্য্য, আমি যখন নদী তীরে মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পোড়েছিলুম, সেইকালে সুন্দর জটাচীর ও মনোহর শ্মশ্রুধারী সুদৃশ্য

আকৃতি মহানন্দ নামে এক যোগী আমার মুখে জীবন প্রদান ও বীজন করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, পরে সেই জীবনদাতা হারা হওয়াতে এক রজনী এই পদে নির্ভর করিয়া সমস্ত বন পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণ করি, অতএব দেখিতেছি ইহা কিঞ্চিন্মাত্র উত্তম কর্ম্ম; কিন্তু ইহাতে যে কিঞ্চিৎ পদের সার্থকতা লাভ করিয়াছি, ইহার কিছু কাল পরে এই পদে এস্থানে আগমন কালীন এক সুশীলা, সরলা, নির্দ্দোষা, পতিপ্রাণা রমণীকে প্রবঞ্চনা এবং দুঃসহ মনোবেদনা দেওয়াতে, সে পুণ্যক্ষয় হইয়াছে।

সুম। আপনি যে প্রবঞ্চনার কথা বোল্লেন, ভাল বুঝতে পারলেমনা, বিশেষ কোরে বোলুন।

মনো। তবে শ্রবণ কর। (আদ্যোপান্ত বর্ণন)

ধন। (স্বগত) আহা! রাজপুত্রের কি সদয় চিত্ত? অবলার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাতে এমনি মন বিমন হয়েছে, যে চির শত্রুকে বিনাশ কোল্লেন, এত সুখের বিষয়ও সে মন ভাল কোত্তে পাল্লে না। সে যাহোক দেখচি রাজপুত্র আমাকে চিন্তে পারেননি; পাল্লে আমার সুমুখে এ সব কথা কনই বোলতেননা, চিন্তে পারবেনই বা কি কোরে, আমার সে বেশ নাই, কাযে কাযেই আমাকে দেখ্তে আর এক রকম হোয়েছে, আর কতক্ষণই বা দেখেছেন, যে মনে কোরে রাখ্বেন। আহা, আমি কি পাষণ্ড, এই কৃতজ্ঞ রাজপুত্রকে সে দিন কত কষ্টই দিয়েছি।

সুম। মহারাজ! আপনার ইহা বীরপুত্রের কর্ম্ম হয় নাই,

এই দুঃসহ বিপদজাল হোতে ঘটনাক্রমে মুক্ত হোয়েই, বীরকর্ম্ম না কোরে, এক রমণীর প্রেমাসক্ত হোয়ে রাজার বাড়ীতে ছিলেন?

মনো। হাঁ তাহা যথার্থ বটে, আমি সেই সকল বিপদের পর যৎসামান্য সম্পদ ভোগে সন্তুষ্ট চিত্ত ছিলাম, জগদীশ্বর ইহা দেখিয়া আমাকে এমন এক বিপদ গ্রস্ত করিলেন যে আমাকে অগত্যা এই স্থানে আসিতে হইল। অতএব দেখ যদি আমি সেই অকিঞ্চিৎকর সুখে রত থাকিতাম তাহা হইলে এ সম্পদের আর সোপান হইত না। আমি নদীতে জলমগ্ন হওয়াবধি আমার বিপদ পরম্পরা স্মরণ করিয়া, " বিপদই সম্পদের মূল " ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। সে যাহোক, মন্ত্রি! আমি সুদর্শন রাজমুখে শুনিয়াছি মহানন্দ যোগী মহাশয় এই যুদ্ধে আসিয়াছেন, কই তিনি কোথা, আমি একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি।

সুম। তার কাছে থেকে অতি অল্প সংখ্যক সেনা আর (ধনঞ্জয় কে দেখাইয়া) ইনিই সেনাপতি হোয়ে এসেছেন; আর ত কেউ আসেনি।

মনো। (ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) ইনিই কি তিনি হবেন্? না, তাঁর যে শ্মশ্রু ছিল; জটাচীর যেন পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি প্রকারে ত্যাগ করিবেন? কিন্তু দেখিতেছি মুখশ্রী ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তাঁর সহিত কোন বিভিন্নতা বোধ হইতেছে না, আবার তিনি যে নিশ্চয়ই ইনি তাহাও বলিতে পারিতেছিনা।

ধন। (স্বগত) দেখ্‌চি মনোহর কিছুতেই ঠাওরাতে পাচ্চেন্‌না, আর অপ্রকাশ্য থাকবার দরকার নেই। (প্রকাশে) রাজপুত্র! আমিই সেই যাঁর সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ কোত্তে অভিলাষী।

মনো। আহা! আমার অদ্য কি সৌভাগ্যের উদয়, চিরশত্রু বিনষ্ট হইল, জীবন-দাতার সাক্ষাৎ পাইলাম। মহাশয়! আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন আমি জন্মাবচ্ছিন্নে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না।

সুম। (ধনঞ্জয়ের প্রতি) মহাশয়! আপনি এখানে এপর্য্যন্ত ধনঞ্জয় নাম বোলে পরিচয় দিয়েছেন আজ মহানন্দ যোগী বোলে পরিচয় দিলেন যে? কিছু বুঝতে পাচ্চিনা, যদি আমরা শোন্‌বার যোগ্য হই বলিয়া বাধিত করুন্‌।

ধন। সুমতি! মনে ছিল যে একথা একেবারে বাড়ীতে গিয়ে বোল্‌বো, কিন্তু তুমি যখন অনুরোধ কোচ্চো, না বোলে আর থাক্‌তে পারি না। শোন—আমি মনোহরের খুড়ো; যৎকালে ওঁর পিতা মানবলীলা সম্বরণ করেন, সেই সময় মনোহর অতি বালক ছিলেন, সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পরেই আমাকে রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ কোত্তে হোলো; কিন্তু আমার আজন্মকাল রাজ্যশাসনে অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল, দেখলুম বাড়ী থাকলেই রাজ্যশাসন কোত্তে হবে, এই জন্যে এই মহানন্দ নাম ধোরে যোগীবেশে সেই বোনে বাস্‌ কোত্তুম; পরে রাজপুত্র মুখে এই নীলগদর-পতি কর্ত্তৃক বিপদ শুনে যুদ্ধ কোত্তে এসেছি।

মনো। (স্বগত) কি করিলাম, ইনি পিতৃব্য ইহার নিকট প্রিয়া-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম! লজ্জায় যে আমার বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না, কিন্তু শ্রবণ করিলেন ক্ষতি নাই, অদ্য যে পিতৃব্যের চরণ দর্শন করিতে পাইলাম এই আমার পরম ভাগ্য। (প্রকাশে) আহা! আপনি কি আমার পিতৃব্য? আপনি আমার জীবন দান করিয়া যে পিতার কার্য্য করিয়াছেন। হায়! আপনাকে দেখিয়া অদ্য আমার পিতৃশোকের লাঘব হইল, এত দিনে আমাদের বিদর সৌভাগ্যশালী হইল। আপনি সিংহাসনে বসিবেন আমি আপনার চরণ সেবা করিব ইহা অপেক্ষা এজগতে আর কি সুদশ্য আছে?

ধন। মনোহর এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ কোরোনা, আমার যোগীবেশ ধারনের কারণত শুনলে, তবে আবার ও কথা বল কেন? তুমি রাজা হবে, আমি কেবল ঈশ্বর আরাধনা কোরবো।

মনো। তাহা কি প্রকারে হইবে আপনি থাকিতে আমি সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারিব না।

ধন। আমি অনুমতি দিতেছি তুমি গ্রহণ করিও।

মনো। (স্বগত) কি করি উনিত রাজা হবেন্ না, অনুরোধ করিলে আবার দেশত্যাগী হইতে পারেন, কায নাই, উঁহার কথা অনুযায়ী কার্য্যই করিব। (প্রকাশে) তবে আর কি বলিব, আপনার আজ্ঞাই, শিরোধার্য্য।

বন্দী নীলগদর-পতি ও সুরেশের প্রবেশ।

এস সুরেশ এস, স্বয়ং যে পিতৃহন্তাকে আনয়ন করিতেছ?

সুরেশ। নিজে আন্‌লুম বটে কিন্তু আপনাদের উপর বিচারের ভার।

সুমতি। পুত্র হোয়ে পিতৃঘাতক্‌কে যা কোত্তে হয় তাই কোরবেন, এর আর বিচার কি।

মনো। বাস্তবিক্ত, এখনই ওর মস্তক চ্ছেদন কর (নীলগদর পতির প্রতি) রে দুরাত্মন্! পূর্ব্বে আমি তোকে কত ভাল কথা বলিয়া ছিলাম কিন্তু তুই এমনই ধনমদে মত্ত হইয়াছিলি, যে কাহারও কথা গ্রাহ্য না করিয়া এই সকল অন্যায় করিয়াছিস্, সমস্ত স্মরণ আছেত আর এক্ষণে তার প্রায়শ্চিত্ত কর।

সুরেশ। (ধনঞ্জয়ের প্রতি) মহাশয়! আপনি একবার আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন্।

ধন। আমি আর কি বোলবোবল, তোমার বাপকে কেটেচে তুমি তার উচিত দণ্ড দাও, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে—

মত্তং প্রমত্তং উন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রীয়ং জড়ং।
প্রপন্নং, বিরথং, ভীতং ন রিপুং হন্তি ধর্ম্মবিৎ॥

মনো। (নীলগদর পতির প্রতি) পিতৃব্যের সুমধুর উপদেশেই তোর জীবন রক্ষা হইল কিন্তু তুই এরাজ্যে বাস করিতে পারিবিনি। রাজ্য ঐশ্বর্য্য সকল রাখিয়া যথা ইচ্ছা গমন কর্, এরাজ্য সুরেশের রাজ্যান্তর্গত হইল।

সুরেশ। সকলই আপনার অনুগ্রহ এক্ষণে অনুমতি দিন, আমি নিজ রাজ্যে যাই।

মনো। হাঁ, তুমি গমন কর, তোমার রাজ্য এক্ষণে অরাজক হইয়া রহিয়াছে, আমার রাজ্যেরও ঐ অবস্থা। সুমতি! তুমিও শীঘ্র রাজ্যেগমন কর, আমি একবার সুদর্শন রাজ নিকটে গমন করি।

সুমতি। যে আজ্ঞা।

ধন। মনোহর! আমিও একবার সেখানে যাব।

মনো। সুখের বিষয়, আর বিলম্বের আবশ্যকতা নাই।

(সকলের প্রস্থান।)

চিনুর।

অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী এক গৃহ।

সুদর্শন ও মনোহর।

সুদ। দেখ, তুমি সেই রাত্তিরে আমাকে তোমার বিপদের কথা বোলে গেলে পর, আমি মন্ত্রীর সঙ্গে তোমার ঘরে গিয়ে মোহিন্ ছাড়া সকলকে ধোরে তাদের নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিয়েছি আর মোহিন্‌কে দণ্ড দিতে হোলোনা, সকালা দেখি, তোমায় জ্ঞানে মোহিনকে কেটেছে। দেখলে, পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য ঘটনা, ঐ পাপাত্মাই তোমার বিপদের মূল সেই নিমিত্ত হত ভাগাই বিপদ গ্রস্ত হইল।

মনো। উঃ কি ভয়ানক! আমি ঈশের অনুগ্রহে জীবন রক্ষা করিলাম। আহা! মোহিন আবার সেই বিপদগ্রস্ত হইল? জ্ঞানেন্দ্র, যোগিন, নির্ব্বাসিত হইল। মহারাজ! আপনার উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানেন্দ্রকে এই দণ্ড দিলেন?

সুদ। পুত্র বোলে রাজদণ্ড রহিত হোতে পারে না; যদি সে একা হোতো তা হলে আমি তার মস্তক চ্ছেদন কত্তুম আমি আর সে পুত্রের মুখাপেক্ষা কোর্‌বো না।

মনো। মহারাজ! আপনি যথার্থ ন্যায়বান বটেন, কিন্তু রাজপুত্র দণ্ড-মুক্ত, যেহেতু তিনি মাদকের সাহার্য্যে এই রূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, তখন তাঁহার জ্ঞান গোচর কিছুই ছিল না।

সুদ। তা মিথ্যা নয়, আমি তাহার দোষের জন্য বিশেষতঃ তোমার সন্তোষের জন্য এই দণ্ড দিয়েছি এখন তোমার অনুরোধই গ্রাহ্য। তাহাকে দেশে আনয়ন করা যাউক। জিজ্ঞাসা করি মনোহর! তোমার সঙ্গে যিনি এসেছেন উনি কে?

মনো। আপনি কি জানেন্ না, উনি আমার সেই জীবন দাতা যোগী, আপনার কর্ত্তৃকই প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সুদ। উনি সেই মহানন্দ, ওঁর দাড়ি কোথায় গেল?

মনো। উনি আমার পিতৃব্য ধনঞ্জয়, কৃত্রিম শ্মশ্রু ধারণ করিয়া কারণ বশতঃ তপস্যা করিতেন।

সুদ। উঃ কি সুখের বিষয়, আজ আমার কি সৌভাগ্য, তোমার পিতৃব্যের আগমন, একবার তাঁকে এখানে আন না।

মনো। আপনি অপেক্ষা করুন্ আমি আসিতেছি।

মনোহরের প্রস্থান।

সুদ। (স্বগত) আমি মনে কোরে ছিলুম মনোহর একা, এখানে আপনার কেউ নেই, হয় ত বে কোর্‌বেন না। ঈশের ইচ্ছায় আজ সে ভয় দূর হোলো, এখন মনমোহিনীর

কপালে থাকে ত এমন রাজপুত্র বিদ্বান স্বামী পাবে; তা হোলে তার মনের ইচ্ছাও পূর্ণ হবে।

মনোহর ও ধনঞ্জয়ের প্রবেশ।

আসুন মহাশয়, সব ভাল ?

ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার অনুগ্রহে ভ্রাতষ্পুত্রের চিরশত্রু বিনষ্ট হোলো, এখন আপনার সঙ্গে দেখাটা কোরে একবার দেশে যাব মনে কোরেছি।

সুদ। আপনার দেশ, সেখানে ত যাবেনই; এখানে এসেছেন কিছু দিন থাকুন; আচ্ছা একটা কথা কি বোল্‌বো ?

ধন। আজ্ঞে, আপনি একটা কথা বোল্‌বেন তাতে অমন্ কোচ্চেন কেন ?

সুদ। এ—এমন কিছু নয়, তবে কিনা সুদ্ধ "আজ্ঞে" "মহাশয়" না কোরে একটা সম্পর্ক কোরে ডাকলে ভাল হয় না ? আমি তাই ভাল ভেবে আপনার ভাইপোর সঙ্গে আমার মেয়ের বে দিতে চাচ্চি।

ধন। (সহাস্যে) এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে, আপনি আমার বেই হবেন, মনোহর আপনার জামাই হবে, আমার এতে কিছু মাত্র অসম্মতি নেই, তবে জিজ্ঞাসা করি, মনোহরের ইচ্ছে কিছু জেনেচেন ?

সুদ। আজ্ঞে তা আর বোঝা বুঝি কি, আপনাদের মত হোলেই তাঁর মত হবে।

ধন। আমার আর মতামত কি, রাজপুত্র রাজকন্যার

বে, এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে? আপনি দিন স্থির কোরে বিদরে সংবাদ দিন, আর আমি ত এখানে আছি।

সুদ। যে আজ্ঞে, আমি সংবাদ দিতেছি; আর বৃথা বিলম্ব করবার দরকার নেই।

ধন। আজ্ঞে না, আমি এখন বাহিরে যাই, আপনারা বসুন।

প্রস্থান।

সুদ। মনোহর! এই যে তোমার পিতৃব্যের মত হোলো এখন তোমার মত কি বল, এবিষয়ে লজ্জা কোরোনা।

মনো। (সলজ্জে) আমার আর মত কি, আমার পিতা নাই, উনি আমার পিতৃব্য, এখন আমি ওঁরই আজ্ঞাধীন।

সুলোচনা, মনমোহিনী ও তমালিকার প্রবেশ।

সুদ। মহিষী এস, একেবারে সপরিবারে যে?

সুলো। আপনার শ্রীচরণ দেখ্‌তে। (মনোহরের প্রতি) বাবা ভাল আছ ত, বাড়ীর খপর ত সব ভাল শুন্‌লে?

মনো। আজ্ঞে, (প্রণাম)।

তমা। মহারাজ! পাত্র ত উপস্থিত, আমাদের প্রিয় সখীর বিবাহ দিন্‌না। মা! আপনি যা বোল্‌তে এলেন বলুন্‌না।

সুলো। হাঁ তমালিকে! এই যে বোল্‌চি। (সুদর্শনের প্রতি) নাথ! বেই, তো বলি তার পর মন্‌মোহিনীর কপাল,

সম্মত হোয়েছেন, তাইতে আপনার কাছে ভাল কোরে বোল্‌তে এলুম।

সুদ। হাঁ মত হোয়েছে বটে, এখন একটী উত্তম দিনে চার হাত এক সঙ্গে কোল্লেই হয়। (নেপথ্যে)

মন্‌। (স্বগত) আহা! কত দিবস হোলো নাথের বদন সুধাকর না দেখে মন দুঃখ-জ্বরে জর্জ্জরিত ছিল, আজ সাক্ষাৎ-ঔষধে সে জ্বর বিজ্বর কোরবো।

তমা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

কেন সখি বিরস বদন, করিছ রোদন, ধন ;
তোমারে রোদিতে হেরে, মন সদা দুঃখে জ্বরে,
নয়নে অশ্রু না ধরে, ভাবনা হয় অগণন।
মনোহর তব পতি, ভাল ত আছেন সতি,
করিলো আমি মিনতি, কহি রাখ এ জীবন।

মন্‌। না সখি, কাঁদিনি অনেক দিনের পর পতি দেখবো এই আহ্লাদে চোকে জল বেরুচ্চে।

সুদ। আমি এখন যাই, তোমরা বস।

প্রস্থান।

সুলো। (স্বগত) আ! এমন দিন কবে হবে যে মন্‌-মোহিনীকে মনোহরের হাতে দেবো, মনোহর আমায় মা বোল্‌বে, আহা! এ কথা মনে হোলে স্বপ্ন বোলে বোধ হয়,

ওরা দুজনে কথা কইতে পাচ্চেনা এখন আমি নড়ে যাই। (প্রকাশে) তমালিকা! তুমি এখানে থাক আমি চোল্লুম।

প্রস্থান।

মন্। নাথ! পুরুষের কি রীতিই এই?

মনো। হ্যাঁ, পুরুষের এই রীতিই বটে, যার সঙ্গে প্রণয় হয় ঘটনা ক্রমে বিচ্ছেদ হলেই তাকে ভুলিতে পারেনা।

তমা। যথার্থইত, ভুল্‌তে পারেনা বোলেই তুমি এত দিন ভুলে ছিলে।

মনো। তমালিকে! যদি ভুলেই যাব, তবে এতদিন মারে দেখি নাই, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না গিয়া এস্থানে কি নিমিত্ত আসিব।

মন্। নাথ! এ অধিনীর দোষ মার্জ্জনা করুণ্ আর ও কথা মুখে আন্‌বোনা, আমি যে পুনর্ব্বার আপনার দর্শন পাব এমন মনে ছিলনা, এক্ষণে সাক্ষাৎ পেয়ে চরিতার্থ হোলুম।

মনো। প্রেয়সি! তুমি আমার সাক্ষাতে চরিতার্থ হইলে, আমি তোমার পিতা মাতার ব্যবহারে চরিতার্থ হইলাম। আমাদের গন্ধর্ব্ব-বিবাহ নিষ্পন্ন হইলেই আমার মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম যে, যদি আমাদের প্রকাশ্যে বিবাহ না হয় তবেই মহা অনর্থ ঘটিবে। কিন্তু সুদর্শন সুদর্শন রাজা সুলোচনা সুলোচনা রাণী উভয়ে যে মন্‌মোহিনী মনমোহিনীকে নিশাচর মনোহরকে দেবেন, স্বপ্নেও জানিতাম না।

তমা। আপনার বেলাই বুঝি "নিশাচর" হোলো, বুঝেছি গুণবান্‌দের একটা দোস্তুরই।

মন। যাহোক্ তমালিকা, আজ্ যে কাহার মুখ দেখে উঠে ছিলুম বোল্‌তে পারিনা; এখন ঈশ্বরেচ্ছায় বিবাহ হোলেই পরম আহ্লাদিত হই।

মনো। আমি অনেক দিন মাকে দেখি নাই আর রাজ্য কিরূপ অবস্থায় আছে তাহাও জানিনা, বিবাহ হইলেই স্বদেশে যাইতে হইবে।

মন্। আমি আজন্ম কাল এই বাটীতে আবদ্ধ আছি, কখন কোথাও যাইনি সে হেতু আমারও নিতান্ত মানস আপনার সঙ্গে যাই।

মনো। প্রিয়ে তোমাকে আর বলিতে হইবে কেন, আমি কি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি, মৃত্যু ব্যতিরেকে তোমাকে আমি নয়নের অন্তরাল করিবনা।

মন্। নাথ! এমন পুণ্য করিয়াছি যে আপনার চরণ সেবা কোরে জীবন যাপন কোরবো। সকলই আপনার অনুগ্রহ, যাই এক্ষণে অন্তঃপুরে যাই।

মনো। হাঁ এস, আমিও বাইরে যাই।

সকলের প্রস্থান।

কিছু দিনে শুভদিনে রাজা সুদর্শন।
মনোহরে করিলেন কন্যা সমর্পণ॥
পুরিল চিনুর রাজ্য পরম উৎসবে।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হোলো প্রজা সবে॥

জ্ঞানেন্দ্র যোগিন এলো রাজ আজ্ঞামতে।
রাজ্য মধ্যে উভয়েতে, কিছু দিন গতে ॥
ভাসিল আনন্দে রাণী দেখে পুত্রধন।
যে অভাব ছিল এবে হইল পূরণ ॥
রাজরাণীর আজ্ঞা পেয়ে সস্ত্রী মনোহর।
যাইল স্বরাজ্যে হোয়ে হরিষ অন্তর ॥
প্রবেশি আপন রাজ্যে, পুলকিত অতি।
মাতার দর্শন তরে উভে দ্রুতগতি ॥
সুবেশে কুবেশে হেরি শয্যায় শয়ন।
শোকে দগ্ধ মনোহর বিরস বয়ান ॥
" এসেছে অভাগা পুত্র পূজিতে চরণ।
" ওঠমা ওঠমা " বলি ডাকেন যখন ॥
শ্রবণে অমনি শুনি মাতৃ সম্বোধন।
উঠিয়া বসিল রাণী আনন্দিত মন ।
পুত্র পুত্রবধূ পেয়ে আনন্দ অপার।
চুম্বেন বদন উভ চুম্বে শতবার ॥
বিশেষ আনন্দ হোলো হেরিয়ে দেবরে।
ভাসিল আনন্দে সবে হেরি মনোহরে ॥
নাগিল করিতে রাজ্য সুখে মনোহর।
বাড়িল আনন্দ তাঁর ভাবি পূর্ব্বাপর ॥
আদি অন্ত ভাবি এবে মনোহর কয়।
বিপদ সম্পাদ-মূল ইহা মিথ্যা নয়।

সম্পূর্ণ।